আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার পঞ্চদশ গ্রন্থ

নাইকা

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

ভাদ্র,—১৩২৬

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিন্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহরি

শরণম্

উৎসর্গ.........

"তোমাকে"

তোমারি

লাইকা

১

লাইকা তরুণ যুবা, তাহার যত্নবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি-বেষ্টিত মুখশ্রী, চঞ্চল চক্ষু, মৃদুমধুর হাসি যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। সে সকলেরই প্রিয়। তাহার ঘর ছিল না বলিয়া ঘরের অভাব ছিল না, সমস্ত দেশের সকল ঘরেই তাহার সমান অধিকার ছিল। লাইকা যে দিন যাহার ঘরে অতিথি হইত তাহার ঘরে সেদিন উৎসব! বালক বালিকা লাইকার গল্প শুনিতে ছুটিত, নারীরা তাহার স্নেহের অভিমান গ্রহণ করিয়া প্রীত হইত, মালিনী তাহাকে মালা পরাইয়া যাইত—গোপিকা তাহার ক্ষীর সর লাইকাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইত! যুবকদলে লাইকার অপ্রতিহত প্রভাব। তাহার গান, তাহার কবিতা, সর্ব্বোপরি তাহার সুকুমার কণ্ঠে দ্রুত ললিত গতিতে উচ্চারিত সুনিপুণ ভাষার রঙ্গরহস্য—যখন হাসিতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত, প্রতি অঙ্গ চালনায় সঞ্চালিত হইতে থাকিত, সাগরজলে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সে সুন্দর দেহে অপরূপ জ্যোতির খেলা দেখা যাইত, তখন এমন কোন নরনারী ছিল না যে, সে মাধুর্য্য দেখিয়া বা শুনিয়া ক্ষণেকের জন্য

আত্মবিস্মৃত মুগ্ধ না হয়! তাই যে দিন লাইকা যেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিত সে ভবন সেদিন আনন্দগৃহে পরিণত হইত! সেদিন সেখানে বীণকার আসিয়া বীণা লইয়া বসিত, মালাকার আসিয়া সে গৃহের দুয়ারে মালা দোলাইয়া যাইত!

তরুণসমাজে লাইকা ভিন্ন আমোদ ছিল না,—শ্রাবণে ঘনপুষ্পিত কদম্বশাখায় হিন্দোলা দুলাইয়া তাহারা লাইকাকে লইয়া দুলিত;—ভাদ্রে নদীপ্লাবনে সুসজ্জিত নৌকায় লাইকাকে বসাইয়া সকলে দাঁড় টানিয়া জলক্রীড়া করিত। শরতের কোজাগর বসন্তে হোলির উজ্জ্বল দিনগুলি লাইকা ভিন্ন কিছুতেই সুশোভিত হইত না।

কিন্তু তবু,—লাইকা কোথাও বাঁধা পড়িত না। দেখা যাইত, কখন কখন সেই জ্যোৎস্নাগঠিত সুরূপ সুন্দর যুবা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! লাইকা নাই—তাহার প্রিয়বন্ধু চন্দনের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া, তাহার প্রিয়তমা বালিকা সুরতিকে ঘুমের ঘোরে বিছানায় শোয়াইয়া, লাইকা গভীর রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

গ্রাম তখন বিষণ্ণতায় ভরিয়া যাইত, বয়োবৃদ্ধেরা লাইকার নাম করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, যুবকেরা কিছুদিন সঙ্গীত-চর্চ্চা ত্যাগ করিত, শিশুরা সন্ধ্যার ম্লানজ্যোৎস্নায় মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণ চাঁদের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিত "লাইকা আছে না?" সচিন্ত ম্লান হাস্যে জননী বলিতেন—"জানিনা যাদু, আর আসে কি না?"

আর কি বনের পাখী ফিরিবে ?—

কিন্তু লাইকা আবার ফিরিত। হঠাৎ একদিন রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে, কি শিশুদের ক্রীড়াক্ষেত্রে আবার তাহার সেই চিরপরিচিত সহাস অম্লানমূর্ত্তি উদিত হইত! একবার সে প্রায় তিন চার মাস ফিরে নাই, সকলে তাহার আশা ত্যাগ করিয়াছিল,—অবশেষে যেদিন ষাঁড়া নদীর প্রকাণ্ড বান পাশের বড়ুয়া নদীকে ছাপাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল,—আগন্তুক বিপদকে দেখিয়া ঘরে ঘরে বিপদের আর্ত্তনাদ উঠিল, কত ঘর দুয়ার ভাসিয়া যাইতে লাগিল—তখন দেখা গেল যে লাইকা ফিরিয়াছে! একটা কলার ভেলায় গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের তুলিয়া লইয়া লাইকা বাঁশ বাহিয়া চলিয়াছে! মুখে সেই প্রসন্ন হাসি, ক্ষেপণি-ক্ষেপের তালে তালে লাইকার গান যেন উলটিয়া উলটিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল, তাহার দেখাদেখি শত শত ভেলা ভাসিল,—গ্রামের বালক বালিকা রুগ্ন আতুর নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে চলিল।

২

ক্রমে পল্লী ছাড়াইয়া এই উদাসী যুবার কাহিনী মহারাজাধিরাজের কাণে প্রবেশ করিল। শুনিয়া রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন! লাইকাকে আনিতে স্বর্ণমণ্ডিত দোলা চলিল, হস্তী চলিল, অশ্ব চলিল! সুবেশভূষিত ভৃত্য গিয়া তাহাকে

মহারাজার আহ্বান জানাইল। লাইকা তখন তল্‌তা বাঁশকে সযত্নে একটি দীর্ঘ ছিপে পরিণত করিয়া তাহার গোড়ায় আপনার প্রিয় একটি গানের কয়টি ছত্র কুঁদিয়া তুলিতেছিল। তাহার মাথার উপর ঝাউ গাছের সরু সরু পাতা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—সম্মুখে কাশবনে শ্বেতবর্ণের হিল্লোলিত প্রবাহ! ঈষৎ শীতল বায়ুতে লাইকার অঙ্গের শেফালিসুবাসিত পদ্মরক্ত উত্তরীয় থর থর কাঁপিতেছে! রাজদূত মগ্নচিত্তে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। লাইকাও মৃদু হাসিয়া রাজাজ্ঞায় সসম্মান নমস্কার জানাইয়া তাহার সঙ্গী হইল।

শতসুধীসমাদৃত, বলবিত্তাধনৈশ্বর্য্যপরিপূরিত রাজসভায় লাইকার বীণা বাজিয়া উঠিল, তাহার পর তাহার তরুণ কণ্ঠ কাঁপাইয়া গীতধ্বনি ছুটিল, তখন সেই বহুজনসমাকীর্ণ সভা মন্ত্রমুগ্ধ, সিংহাসনে রাজাধিরাজ মোহাচ্ছন্ন, একি দেবতা না মানব?—

সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মহারাজ আসিয়া লাইকাকে আলিঙ্গন করিলেন! কণ্ঠের মুক্তাহার খুলিয়া কবির শিরোভূষণ করিয়া দিলেন, তাহার পর প্রস্তাব করিলেন, লাইকা তাঁহার সভায় চির আসন গ্রহণ করুন। রাজসভা ভিন্ন তাহার উপযুক্ত স্থান নাই!

লাইকাও মৃদু হাসিয়া একথা স্বীকার করিল, কিন্তু বলিল, "আজ নয় কিছুদিন পরে আসিয়া সে মহারাজাধিরাজের এই অনুগ্রহ গ্রহণ করিবে।"

রাজা লাইকার সমুদয় বিবরণ জানিতেন, এ বনের পাখী সহজে বাঁধা পড়িবে না তাহাও জানিতেন। কিন্তু এই অমানুষী কণ্ঠ—এই তরুণ মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছিল, এই যুবককে নিকটে রাখিবার জন্য তিনি বোধ হয় সর্ব্বস্বও দিতে পারিতেন :—

রাজা অপুত্রক,—অষ্টম বর্ষীয়া গৌরীকন্যা বারি তাঁহার একমাত্র দুহিতা। সেদিন স্নানান্তে রাজা লাইকাকে সঙ্গে লইয়া আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন কপালে চন্দনচর্চ্চিতা মুক্তকেশা বারি আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। হস্তে শিবপূজার নির্ম্মাল্য মাল্যচন্দন—সে প্রত্যহ পূজা করিয়া পিতাকে এই পূজার ফুল আনিয়া দিত —অদ্য পিতার সহিত এই নবীন অতিথিকে দেখিয়া বালিকা পশ্চাৎপদ হইল, শিশুপ্রিয় লাইকা মৃদু হাসিয়া বলিল—"মহারাজের কন্যা ?"—

"হাঁ"—স্নেহপূরিত হাস্যের সহিত রাজা বলিলেন—"হাঁ, এই আমার বারি !—বারি মা !—এই যে ইনিই লাইকা ! তুমি যাঁহার গান শুনিতে চাহিয়াছিলে।"—

বালিকা ঈষৎ সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়াছিল,—লাইকা গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিল—মুখের উপর লম্বিত চুলগুলি সরাইয়া কৌতুককোমল দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল,— "আমার গান শুনিবে তুমি—রাজকুমারি ?—ভাল লাগিবে ?"

ঘাড় নোয়াইয়া বারি জানাইল, হাঁ ! প্রচুর হাস্যের সহিত

আদর করিয়া লাইকা বলিল, "না শুনিয়াই হাঁ বলিলে তুমি—রাজকুমারি, তুমি কখনই চতুর হইবে না !"

রাজা হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "না, আমার বারি বড় বুদ্ধিমতী, লাইকা ! এই বারেই মা আমার 'সিংহাসনবত্তিশি' শেষ করিয়া 'সুখসাগর' পড়িতেছে !"—

লাইকা উচ্চ হাস্য করিল। বলিল, "সিংহাসনবত্তিশী ? হাঁ মহারাজ ! সিংহাসনেরই এই গুণ ! স্মরণ হয় কি—বত্রিশসিংহাসনের উপর বসিলে রাখালও রাজবুদ্ধি ধরিত ! এই রাজকন্যা যে এই শিশু বয়সে এমন ধীশক্তির পরিচয় দেন তাহা ইহার নিজস্ব গুণ নয়, তাহা আপনার সিংহাসনের গুণ,—ঔরসের গুণ মহারাজ !—কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখুন এই কুমারীকে দেখিয়া কি প্রতিভাময়ী দেবী সরস্বতীকে স্মরণ হয় ? ইনি যে সাক্ষাৎ পদ্মবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী !

রাজা হাসিয়া উঠিলেন। বারিরও পেলব অধর হাসিতে স্ফুরিত হইল, সে সলজ্জে কোল হইতে নামিয়া গেল। রাজা বলিলেন,"তোমার আশীর্ব্বাদ দিলে না বারি ?" বারির রক্ত-চরণে নূপুর বাজিয়া উঠিল, অগ্রসর হইয়া বালিকা পিতার সম্মুখে তাহার হস্তধৃত স্বর্ণপাত্র ধরিল। একটি প্রকাণ্ড শতদল পদ্ম, তাহার স্থানে স্থানে কুঙ্কুম চন্দনবিন্দুতে পূজাস্মৃতি অঙ্কিত, রাজা সেই কমল উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। বালিকা ফিরিয়া যায়—লাইকা অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমি কি নির্ম্মাল্যের অযোগ্য৷ রাজকুমারি, একটি ফুল প্রসাদ পাইব না ?"

হাসিয়া কন্যা দাঁড়াইল। একবার পিতার প্রতি চাহিয়া হাসিল—রাজাও আনন্দে হাসিয়া বলিলেন, "দাওত মা লক্ষ্মি! ওই সরস্বতীর সন্তানকে তোমার আশীর্ব্বাদ দাও। যাহাতে—" রাজার অসমাপ্ত কথা লাইকার হাসিতে ডুবিয়া গেল! "সরস্বতী আমার জননী, কিন্তু শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী যে আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহারাজ—"

এমন সময় বারি বলিল "আর ত পদ্ম আনি নাই।"—

লাইকা আসিয়া আবার তাহার হাত ধরিল, বলিল, "কি মধুর স্বর ইঁহার মহারাজ, বীণাপাণির বীণা যে আপনার কন্যার কণ্ঠে! আপনি তুচ্ছ লাইকার গান শুনিতে চান? —পদ্ম নাই? প্রয়োজন নাই; আমায় দাও—তোমার হাতের ওই মালাগাছি। আমার মাথায় দাও, আমি ফুলের মালা বড় ভালবাসি।"—বলিয়া লাইকা তাহার সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া দিল।

বারি আর দ্বিরুক্তি করিল না—সর্ব্বজয়ার রক্তদলে গ্রথিত সেই ফুলমাল্য তুলিয়া কবির মস্তকে পরাইয়া দিল—মালা গড়াইয়া তাহার কণ্ঠে পড়িল। লাইকা সানন্দ নয়নে রাজার প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার আশীর্ব্বাদী মুক্তাহার বহুমূল্য ও বহু মান্যাস্পদ বটে, কিন্তু রাজকুমারীদত্ত এই সর্ব্বজয়া হার কি সে গজমতি হার অপেক্ষাও মূল্যবান্ নয়?"

রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, লাইকার প্রশস্ত গৌর বক্ষে লোহিত মাল্য দুলিতেছিল—তাহার প্রতি

চাহিয়া মধুর হাসিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে বলিলেন, "নিশ্চয় মুল্যবান্। সে মুক্তামালা আমার ভাণ্ডারের একটি সামান্য দ্রব্য লাইকা! কিন্তু এই যে হার তুমি গলায় ধারণ করিলে ইহা যে আমার সর্ব্বস্ব! আমার বারি তোমার গলায় হার দিয়াছে—তুমিও আহ্লাদে তাহা গ্রহণ করিয়াছ—তুমি যে আজ হইতে আমার জামাতা! আমার পুত্র—"

রাজা আসিয়া আবার লাইকাকে আলিঙ্গন করিলেন।—লাইকা বিস্মিত হইল—কি বলিতে গেল, কিন্তু বাক্য স্ফুরিত হইল না; সদা সঙ্গীতপরায়ণ কলভাষী বনবিহঙ্গ আজ সহসা নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।—

রাজা ডাকিলেন, "রাণি রাণি!"

পট্টবস্ত্রাবৃতা রাজমহিষী আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তখন কন্যার ক্ষুদ্র হস্তখানি লাইকার হস্তের উপর ধরিয়া কহিলেন, "এই লও রাণী তোমার কন্যা জামাতা—তোমার পুণ্যের সীমা নাই—তাই এই কন্যা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে—তাই এই দেবতুল্য জামাতা লাভ করিলে!—" আবার লাইকা কি বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না!—

৩

শঙ্খ বাজিতে লাগিল!—রাজপুরী আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল; রাজকন্যার বিবাহ—লাইকার সহিত!—

দেশবিদেশে মহারাজার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, কে

এমন গুণগ্রাহী আছে? কন্যার বিবাহে রাজা মুক্ত হস্তে দান করিলেন—তাঁহার দানে দেশ অদৈন্য হইল,—কে এমন দাতা?—সকলে উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার জয় ঘোষণা করিল—আর অকুণ্ঠিত চিত্ত-কণ্ঠে প্রার্থনা করিল রাজকুমারীর কুশল!

কিন্তু—যখন আলোকে সৌন্দর্য্যে গীতরঙ্গে রাজপুরী নবোদ্বোধিত রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সুশোভন, তাহার অধিবাসী জনতা যখন আনন্দে মহাচঞ্চল সাগরের ন্যায় বিহ্বল,—তখন যাহার জন্য এত উৎসব সে ক্রমশঃ ম্লান হইতেছিল' এ কয়দিন লাইকার বাঁশী বাজে নাই—সদা চঞ্চল শিশুপ্রকৃতি লাইকা কয়দিন কোন নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া কাটাইয়াছে তাহা কেহ বুঝে নাই। আহারের সময় সে আহার করিত অন্যমনে;—রাজমহিষী উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিতেন - সে হাসিত!—কচিৎ বা অন্যমনে গান করিত—কিন্তু তাহা যেন রোদনের ন্যায় শুনাইত!—

কেহ কিছুই লক্ষ্য করিল না—কেহই কিছু বুঝিল না—হঠাৎ একদিন প্রভাতে দেখা গেল পাখী উড়িয়াছে! লাইকা নাই! শয্যায় একখানি পত্র পড়িয়া আছে - তাহাতে লেখা, "আমার চিত্ত অত্যন্ত বিকল বোধ হইতেছে, তাই একবার ঘুরিয়া আসিতে চলিলাম—আমি আবার আসিব।"

পাঠ করিয়া রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—রাজপুরীর সকল আনন্দই যেন নিবিয়া গিয়াছিল! মুখ তুলিয়া রাজা কন্যার প্রতি চাহিলেন—সে তেমনি অম্লান চিত্তে বেড়াই-

তেছে! তিনি কন্যাকে ডাকিয়া ক্রোড়ে লইলেন। মূর্ত্তিখানি যেন নূতন,—চন্দ্রকলার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ললাটরেখার উপর ঘন কেশরাশির মাঝে তরুণ অরুণবর্ণ সিন্দূরবিন্দু! তাহার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া স্বর্ণমুক্তাগ্রথিত বসনাঞ্চল নামিয়া বালিকাকে নববধূর বেশ দিয়াছে, কর্ণে মুক্তাকুণ্ডল, নাসিকায় গজমতি বেসর ঝলমল করিতেছে,—পিতাকে দেখিয়া লজ্জায় চক্ষু দুইটি যেন মুকুলিত হইয়া আসিল, ইহাও নূতন!—রাজা মুগ্ধ হইলেন,—তাঁহারও সেই নব বিবাহিতা গিরিকন্যাকে স্মরণ হইল। পিতার অন্তর একবার যেন কন্যার দেবীমূর্ত্তির নিকট ভক্তিনত হইতে চাহিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয় স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল! শশব্যস্তে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া রাজা কন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল—লাইকা আসিল না। প্রত্যহ রাজা রাণী, দেশবাসী আশা করিতে থাকে এই বুঝি লাইকা আসে। কিন্তু সে আশার ধন আর আসিল না। সে দেশেই আর সে নাই—মুক্তবায়ু কোন্ আকাশে সঞ্চরণ করে কে জানে? রাজদূত তাহাকে খুঁজিল, পাইল না।

বৎসর শেষ হইল, আবার নবীন বৎসর আসিল,—তাহাও চলিয়া গেল! আবার বসন্তসনাথ নবীন বৎসর দেখা দিয়া শীতের বায়ুর সহিত চলিয়া গেল! কিন্তু কই লাইকা?—চঞ্চল ক্রীড়াশীলা বারির নয়নে একটি ম্লান ছায়া দেখা দিল—পিতা-মাতা তাহাও লক্ষ্য করিলেন!

৪

পাঁচ বৎসর অতীত। লাইকার আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছে। রাজার অন্তঃকরণ অনুশোচনায় দুর্ব্বল, রাণী তরুণী কন্যার পানে চাহিলেই অবসন্ন হইতেন। আর বারি?— প্রভাতে স্নানশুচি শুভ্রকেশা বালিকা স্বহস্তে ফুল তুলিয়া শিব পূজা করিয়া সন্ধ্যায় দেবারতির প্রদীপ সাজাইয়া পিতামাতার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া সানন্দ মনেই থাকিত—কিন্তু?—হায়—কিন্তু পিতামাতা সর্ব্বদাই তাহার উজ্জ্বল নয়নের কোলে কালিমা চিহ্ন দেখিতেন!— হায় তাঁহারা কি করিলেন!

সে দিন অপরাহ্নে,—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া বৃষ্টিসংরম্ভ ঘনমেঘ প্রসারিত, অনতিদূরে গঙ্গাপ্রবাহে তাহার কৃষ্ণছায়া ভাসিতেছে,—তটান্তে শ্যামল বনানী ঝিল্লী রবে ঈষৎ মুখরিত, নিম্নে আর্দ্র পথরেখায় বধূজনের অলক্তকরঞ্জিত পদচিহ্ন! তাহার উপর সারি দিয়া সিক্তপক্ষ রাজহংসশ্রেণী মৃদু চরণে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের পশ্চাতে ও কে? ভাগীরথীর পবিত্র ফেনহাস্যের মত উছলিত সহাসকান্তি মূর্ত্তি? ও কি লাইকা? হাঁ লাইকাই বটে!

রাজভৃত্য আসিয়া রাজার নিকট তাহার আগমনবার্ত্তা জানাইল। রাজভবনে মৃদু আনন্দ গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাজা পুলকিত হইলেন না, বরং আঘাতের উপর পুনরাঘাতের আশঙ্কায় তিনি বিষাদযুক্তই হইলেন।

প্রত্যেক পথিকজনের সহিত সম্ভাষণে কুশলবার্ত্তার আদান প্রদান করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যায় লাইকা আসিয়া রাজার চরণ বন্দনা করিল। গম্ভীর মুখে রাজাও আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

লাইকা বসিল; রাজা নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, তাহার মৃদু হাস্যযুক্ত সলজ্জ মুখখানিতে একটি মৃদু প্রশ্নের আভাষ পাওয়া যায়। তাহার চঞ্চল চক্ষে যেন ব্যগ্র আগ্রহ, সে মুহুর্মুহু আপনার ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করিতেছে! বহুক্ষণ উভয়েই নীরব থাকিলেন, অবশেষে রাজা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

অতি মৃদু কণ্ঠে লাইকা বলিল, "হাঁ মহারাজ!"

রাজা যেন একটা বিপদকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন "তোমার অভিপ্রায় স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

লাইকা প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"রাজপুরীতে অবস্থান আমার পক্ষে অসাধ্য তাহা এ কয় বৎসর চেষ্টা করিয়া বুঝিয়াছি। এ অবস্থায়,—" বলিতে বলিতে লাইকা থামিল, আমার পত্নী বলিতে গিয়া সে বলিতে পারিল না। বলিল,— "আপনার কন্যা কি আমার সঙ্গিনী হইতে পারিবে?"

চমকিত হইয়া রাজা বলিলেন—"তোমার সঙ্গিনী? কোথায়?"

মাথা নীচু করিয়া লাইকা বলিল, "আমি যেখানেই থাকি।"

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ভিখারীর মুখে এই কথা শুনিয়া

ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন—পরে বলিলেন, "তোমার স্ত্রী কে তাহা কি তুমি ভুলিয়াছ, লাইকা ?"

"না মহারাজ, ভুলি নাই, তিনি সম্রাট্‌দুহিতা ;—কিন্তু—কিন্তু আমি যে তাঁহার সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রভু !—আমি যে রাজ-ভবনে বাস করিতে পারিব না। এ অবস্থায়—"

লাইকা আর বলিতে পারিল না—রাজা কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এ অবস্থায় তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

"আর আপনার কন্যা ?"

"সে যে ভাবে আছে সেই ভাবেই থাকিবে।"

লাইকা অধোবদন হইল। রাজার মুখে রোষচিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেল ! অনেকক্ষণ পরে লাইকা বলিল, "একবার কি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে ?"

রাজা বলিলেন, "কাহার সহিত ? বারির সহিত ?—না লাইকা ইহা চেষ্টা করিও না ! সে বালিকা এখনও তোমায় চেনে না জানে না, সে এই অবস্থায় বেশ সুখে আছে। তোমার সহিত আলাপ সাক্ষাৎ হইলে অভাগিনী চির দুর্ভাগিনী হইবে।"

বলিতে বলিতে সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজাধিরাজের নয়নও ভিজিয়া গেল ! লাইকা অবনত মুখে ছিল দেখিতে পাইল না, বলিল,—"মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিলেন ! তাহাই হইবে !" বলিতে বলিতে সে উঠিল, রাজা বলিলেন,—"কোথায় চলিলে ?"

লাইকা বলিল—"আমি যাই মহারাজ! সম্ভবত আমার এখানে বাসও আপনাদের শুভদায়ক হইবে না!—কিন্তু একটি প্রশ্ন—"

লাইকার স্বর কাঁপিল, তাহার চিরপ্রসন্ন নয়নও সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইল—সে আপনার পদনখরে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—ব্যগ্রস্বরে রাজা বলিলেন—"শোন লাইকা?"

শরাহত পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল স্বরে লাইকা বলিল—"না না—মহারাজ, একটি প্রশ্ন! আর আমি এদেশে ফিরিব কি না তাহা—"

রাজা আবার ব্যগ্রস্বরে কি বলিতে গেলেন—বাধা দিয়া লাইকা বলিল,—"না এ প্রশ্নও নয়, মহারাজ—আপনি আমার প্রতি কৃপালু—আর আমি চির অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর হতভাগ্য! নতজানু হই—পিতা! সন্তানকে মার্জ্জনা করিবেন—আর এ পাপ মুখ আপনাকে দেখাইতে আসিব না।"

রাজার চিত্ত তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না! তিনি একবার লক্ষ্য করিলেন, যেন তাঁহার আসন নিম্নে স্তূপীকৃত চন্দ্রকরের ন্যায় লাইকার দেহ লুইয়া পড়িয়াছে! তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন!

বহুক্ষণে রাজা যেন সম্বিৎ লাভ করিলেন,—কিন্তু মুখের হাত খুলিয়া দেখিলেন লাইকা নাই! কি সর্ব্বনাশ—সে কি চলিয়া গেল?

"লাইকা! লাইকা!" রাজা আসন ছাড়িয়া নামিয়া

আসিলেন,—দ্বারপাল সসম্ভ্রমে জানাইল—'রাজজামাতা বহুক্ষণ রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছেন !—'

চলিয়া গিয়াছে ?—উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত রাজা দ্বারপথে ছুটিয়া চলিলেন,—কোথায় গেল সে ?—কে তাহাকে দেখিয়াছে ?—সকলেই বলিল, তিনি গঙ্গাভিমুখে গিয়াছেন !—গঙ্গাতীর ঘন বনে ঘনান্ধকার—আম্রবনে ঝিল্লীরব প্রবল হইয়াছে।—এই মৃত্যু-বর্ষণ ক্ষুব্ধ অন্ধকারে লাইকা কোথায় গেল ? কেন তোমরা কেহ তাহাকে বারণ করিলে না ?—গভীর বিষাদে সকলেই নিরুত্তর ; সম্রাট উন্মাদের ন্যায় সেই বর্ষণ মধ্যে ছুটিয়া চলিলেন !—

রাজপুরে একি সর্ব্বনাশ ! একটা কল্লোলধ্বনি উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী সকলকে নিষেধ করিলেন—এ বার্ত্তা যেন প্রচার না হয়,—অন্তঃপুরে না যায় !—তাহাই হইল, একটি মাত্র আলোকধারী রাজার সহিত চলিল,—ছত্রধারী পশ্চাতে চলিল ! সকলে গঙ্গাতীরে আসিলেন—অন্ধকার তীরে কোথায় লাইকা ? সে ত নাই !

সেদিন অধিক রাত্রিতে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যে আশায় আসিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল না,—দেখিলেন দীপছায়ার নিকট নতনয়না তন্বী প্রতিদিনের ন্যায়ই অপেক্ষা করিতেছে ! রাজা আসিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিলেন। সম্মুখে রাণী বসিয়াছিলেন,—অনেকক্ষণ মৌনের পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—"শুনিলাম জামাতা আসিয়াছিলেন—কথাটা কি সত্য ?"

রাজার মুখে বিরক্তিচিহ্ন দেখা দিল—তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, "হাঁ"।

রাণী বলিলেন, "তবে গেলেন কেন?"—

"তাহার ইচ্ছা!"

বিস্মতভাবে রাণী বলিলেন—"তাহার ইচ্ছা?—তুমি বারণ কর নাই?"

"না"—রাজার স্বরভঙ্গিতে রাণী আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না! আবার গৃহ নীরব হইয়া উঠিল, রাজা আচমন করিলেন,—স্বর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধি জলধারা কন্যা পিতার হাতে ঢালিয়া দিল। রাজা একবার অলক্ষ্যে কন্যার প্রতি চাহিলেন, তাহার মুখশ্রী পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত! সে অচঞ্চলচরণে গিয়া পিতাকে তাম্বূলপূর্ণ বিচিত্র পাত্র অগ্রসর করিয়া দিল,—তাহার পর মাতাকে প্রশ্ন করিল, তিনি এক্ষণে আহার করিবেন কি না? তিনি অনিচ্ছা জানাইলেন এবং তাহাকে আহার করিবার জন্য অনুমতি দিলেন,—সে পিতার আহার্য্য পাত্র হইতে কিছু প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল!

তাহার প্রতি চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাজা বলিলেন, "রাণী, কবে তোমার বুদ্ধি হইবে?—তুমি ওই প্রশ্ন কেন করিয়াছিলে?"—

একটু অপ্রস্তুতভাবে রাণী বলিলেন—"তাহা কি বারি জানে না মনে কর?"—

রাজা আর কিছু বলিলেন না, সে রাত্রি তাঁহার নিদ্রা

ছিল না—পুষ্পকোমল সুখসেব্য শয়নে রাজরাজেশ্বর সেদিন কণ্টক যাতনা ভোগ করিলেন—রাজমহিষী গোপনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন!

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, রাজভবন পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্যউদ্বেল, —জয়ধ্বনিমুখর! প্রভাতে সন্ধ্যায় তেমনি সানাইএ মধুর রাগিণী গাহে—তেমনি মধুর ভৈরবী, তেমনি কোমল পুরবী! কিন্তু হায়! ভৈরবীতে সে অরুণোজ্জ্বল প্রভাতালোকপুলকিত নব-জাগরণোল্লাস কই?—গঙ্গাবক্ষে প্রতিবীচি-বিক্ষেপে যাহা নাচিয়া ছুটিত—প্রতি লতান্দোলনে যাহা পুষ্প গন্ধ বিতরণ করিত, সে জাগ্রৎ রাগিণী ত আর বাজে না!—এ কোন্ শোক-গাথা, এ কোন্ রোদন রাগিণী—যাহা প্রতি মুর্চ্ছনায় ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া—জাহ্নবীতটে প্রহত হইতেছে?—হায়, পুরবী যে এত তন্দ্রাময়, এত অলস, এমনভাবে সকল কার্য্যে উদ্যমহীনতা আনিয়া দেয় তাহাও কেহ জানিত না!—

বৎসর অতীত হইল। পরমাদরপালিতা রাজকন্যার দেহে বসন্তের উন্মেষ হইতেছিল, অঙ্গে শিশু শালতরুর পেলবসৌন্দর্য্য —কপোলে সদ্যস্ফুট পলাশের আরক্ত জ্যোতিঃ—কিন্তু—হায়! নয়ন দুটি বসন্তকাননপ্রবাহিণী শীর্ণতটিনীর ন্যায় ম্লান,—কান্তি-হীন। হায়!

বারি প্রত্যহ প্রভাতে জলে নামিয়া পদ্মচয়ন করিত, জাতির স্থূলহার গাঁথিয়া দিত, বিল্বদলে চন্দনচিত্র করিয়া শিবপূজার জন্য সাজাইয়া রাখিত,—কিন্তু নিজে আর মহাদেবের পূজা করিত

না! পুরোহিত পূজা করিতেন, সে নিবিষ্ট মনে বসিয়া দেখিত, পূজান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইত!—কিন্তু স্বয়ং আর পূজা করিত না!

তাহার জ্ঞাতিভগিনী ও বাল্যসহচরী শারি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল—একদিন প্রশ্ন করিল, "বারি, তুই আর পূজা করিস না কেন?"—

বারি মৃদু হাসিল—কোন উত্তর দিল না। তখন শারি কাছে আসিয়া আবার বলিল "বলিবি না বহিন্?" সে আদরে বারি নতমুখী হইল,—বলিল—"বলিব আর কি দিদি, ভোলা-নাথ কি আমার পূজা গ্রহণ করিবেন যে আমি পূজা করিব!"

"তোর পূজা গ্রহণ করিবেন না?—বারি, তুই কি বলিতেছিস্?"

"ঠিক বলিতেছি বহিন্! ভাবিয়া দেখ।" বারি অন্যমনা হইল,—শারি তাহার স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল,—বলিল, "কি ভাবিব বারি? ইহার মধ্যে ভাবিবার কি কথা আছে?—তোর পূজা মহাদেব লইবেন না,—ইহাও কি ভাবিবার কথা?"

বারির শুষ্ক মুখে বিদ্যুতের ন্যায় চকিত হাসি দেখা দিল,—অকম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "যে নারী স্বামি-পূজা করে নাই—দেবপূজায় তাহার কি অধিকার ভগিনি!"

শারি চমকিত হইল, ব্যস্তস্বরে বলিল—ও কি কথা—ও কি কথা বারি! তুই স্বামিপূজা করিস্ নাই কি? স্বামীই তো তোর পূজা লইলেন না—সে নিষ্ঠুর——"

সর্পদংশিতের ন্যায় আহতভাবে বারি পশ্চাৎপদ হইল,—স্থির স্বরে বলিয়া উঠিল—"চুপ! তুমি জান না দিদি!—তিনি দেবতা—তিনি আমার পূজা লইতে আসিয়াছিলেন—আমি—আমি—"

বলিতে বলিতে বারি থামিয়া গেল; দুই হাতে মুখ চাপিয়া মাথা হেঁট করিল। শারি বিস্মিত হইল, তাহাকে কেবল কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বারি, বারি, দিদি আমার!—"

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বারি বলিল, "আমায় আদর করিস্ না দিদি, আমি কারও আদরের পাত্রী নই।"

"তুই আদরের পাত্রী নস্? পিয়ারি! দুলালি!—" শারি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। তখন স্নেহের আদরে বারির স্তব্ধ হৃদয় গলিয়া নয়নে উথলিয়া উঠিল,—সখীর সাক্ষাতে সে এই প্রথম অশ্রুত্যাগ করিল! শারি জানিত যে বারি অন্তরে অন্তরে ব্যথা পায়—কিন্তু এতটা জানিত না!—সে তাহার বেদনার আধিক্য দেখিয়া ভীত হইল।

৬

শারির নিকট রাজরাণী সমস্তই শুনিলেন। তিনি এই বিবরণ অশ্রুজলে ভাসিয়া স্বামীকে জানাইলেন! তখন রাজাধিরাজের জ্ঞান হইল, শুধু ধনে কাহারও সুখ হয় না!—আরও বুঝিলেন, স্বামী জীবিতমানে স্বামীত্যক্তার ন্যায় দুর্ভাগিনী জগতে

বিরল! বিধবা পরকাল চাহিয়া ঈশ্বর চাহিয়া সুখী হইতে পারে—কিন্তু এই—জীবন্ত দেবতার অধিষ্ঠানেও তাহার পূজাবিহীনা নারী কি বলিয়া আপনার অন্তরকে প্রবুদ্ধ করিবে? তখন—সেই একমাত্র অপত্যের পিতা—তাঁহার সন্তানের জীবনের অন্ধকার কল্পনা করিয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলেন!—

গোপনে রাজদূত আবার ছুটিল, কিন্তু কোথায় লাইকা? সন্ধান হইল না, দূত ফিরিয়া আসিল! তাঁহার গুপ্তচর ভারতময় কিন্তু কেহই সন্ধান দিতে পারিল না। সকলেই বলিল, "তাঁহাকে দেখিয়াছি—কিন্তু এখন নয় বহুপূর্ব্বে।" হতাশ হইয়া রাজা স্থির হইলেন, কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত কেহ জানিল না। রাজপুরে প্রকাশ্যে লাইকার নাম গ্রহণে রাজার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত ছিল!—

কালচক্র আবার দুইবার ফিরিল,—দুই বৎসর চলিয়া গেল।—রাজকন্যার প্রতি আর চাওয়া যায় না, শরীরে অযত্ন এখন স্পষ্ট প্রকাশিত,—অন্তরের গ্লানি সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট।

অবশেষে মহারাজ তীর্থযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। দুহিতা ও পত্নীর সহিত স্বল্পমাত্র সঙ্গী সহায়ে তাঁহারা বহির্ভ্রমণে চলিলেন। রাণী দেখিলেন, কন্যার মুখ যেন কতকটা মেঘমুক্ত হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশে করজোড় করিয়া তিনি শত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহাদের এই তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য বিফল না হয়।

ছদ্মবেশে রাজপরিবার অনেক দেশ ফিরিল, কেহ জানিল, কেহ জানিল না, যে অর্দ্ধ ভারতের করগ্রাহী নরপতি সেখানে

আগমন করিয়াছিলেন।—এইরূপে এক বৎসর কাটিল। অনেক দেশ ফিরিয়া তাঁহারা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময় বাধা ঘটিল, বারি বলিল, সে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না, তাহাকে তীর্থবাস করিতে আজ্ঞা হোক—। এই কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, কন্যাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সংসারে স্বামীই কি সর্ব্বোপরি? পিতামাতা কি কেহই নহেন?—"

কন্যা পিতার স্বর শুনিয়া তাঁহার রোষের মাত্রা অনুভব করিল, সে বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া থাকিল,—রাজা বলিয়া গেলেন, —"শোন বারি! আমিই ইচ্ছা করিয়া তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছি, কিন্তু তথাপি বলিতেছি তুমি সে বন্য পশুকে ভুলিয়া যাও।—সে তোমার অযোগ্য—সে আমার জামাতা হইবার অযোগ্য। সে যাদুকর, আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল।—তাই আজ আমায় এ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে।—আর—আর ইহাও শোন, যদি পুনর্ব্বার সেই নরাধমের প্রসঙ্গ আমার নিকট উপস্থিত হইবার কারণ ঘটাও বারি,—তুমি যে আমার কন্যা ইহাও আমি বিস্মৃত হইব।"

রাজা চলিয়া গেলেন; রাণী নিকটেই ছিলেন, কন্যার মুখ দেখিয়া তাহার অবস্থা বুঝিলেন,—তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন—"ওমা, ওমা। বারি, কি হইল মা?—"

বারি কিছু বলিতে পারিল না, রাণী কাঁদিয়া অধীর হইলেন।

* * * *

গভীর রাত্রি, রাজার পট্টাবাসের সকলেই নিদ্রিত। বারি উঠিয়া বাহিরে আসিল। গঙ্গার তীর বহিয়া কিছুদূর চলিল। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে দুইজন সন্ন্যাসিনী নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাদের ঠেলিয়া তুলিল, একজন উঠিয়া বলিলেন, "একি মা, তুমি আসিয়াছ ?"

বারি বলিল, "হাঁ মা, আসিয়াছি, গৃহবাস আমার অসহ্য হইয়াছে।" সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিলেন,—বলিলেন, "মা, তুমি রাজনন্দিনী—পথের কষ্ট, সন্ন্যাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কি ?"

"পারিব ! কি সুখে আছি মা ! পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া আসিয়াছি,—আর নিজের এইটুকু সামান্য কষ্টই কি এত বড় ?" বলিতে বলিতে বারি কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "লাইকাকে আমি প্রায়ই দেখিতে পাই; এখন চল দেখি তোমার অদৃষ্ট যদি—"

বাধা দিয়া বারি বলিল, "অদৃষ্ট আর কি মা। যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই, এ দেহ আর রাখিব না। আমি যে রাজরাজেশ্বরের মুখ হাসাইয়া আসিলাম এ কথা কি ভুলিব ?"

দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী যুবতী,—সে এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এইবার বলিল,—"আসিয়াছ স্বামি-অন্বেষণে, কিন্তু বার বার তুমি নিজের পিতৃপরিচয় কেন দিতেছ ভগিনি।"

বারি বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিল—বয়োধিকা সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ছিঃ সাবিত্রি ! তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ

—এই বালিকা কি মনঃকষ্টে গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহা তোমাদের বুদ্ধির অগম্য !"

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বারির হাত ধরিল, বলিল, "না, কিছু অন্যায় বলি নাই মা! কি বল তুমি ভগিনি !—"

অতি কাতরস্বরে বারি বলিল, "না কিছু অন্যায় নয়—কিছু অন্যায় নয় ।—কিন্তু আমি অহঙ্কার করিয়া বলি নাই ভগিনি !—আমি কি করিয়া ভুলিব যে, আমার পিতামাতার আমি একমাত্র সন্তান !"

মৃদু হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "হিন্দু-কন্যা ! কেন ভুলিতেছ যে, তুমি সাবিত্রী সীতার দেশে জন্ম লইয়াছ?—কেন ভুলিতেছ, তুমি বেহুলার ভগিনী,—তাঁহাদের পিতার কয় সন্তান ছিল রাজকুমারি ! যাঁহার নামে ঘর ভুলিয়াছ, তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া আজ সব ভুলিতে হইবে। তোমার—পিতা মাতা ?—তাঁহাদের নিয়তির ফল তুমি কি করিয়া খণ্ডন করিবে বল ?—তাই বলিয়া কি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে?—জান কি যে—"

অপরা সন্ন্যাসিনী এবার তাহার কথায় বাধা দিলেন,—বলিলেন, "স্থির হও মা, রাজকুমারী এখন শোকাতুরা—"

তখন সবেগে বারি বলিল, "না না জননি ! শোক ইহাতেই উপশম বোধ করিতেছি ! কে তুমি? দেবী সাবিত্রী? কে তুমি আমায় ভগিনী সম্বোধন করিলে? বল, আবার বল, তোমার এই অমৃতময় কথা আমি আবার শুনিতে চাই।"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল ! বলিল,"আমি মার মুখে তোমার কথা শুনিয়া অবধি ভগিনি, তোমায় বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। ভোগৈশ্বর্য্যপালিতা রাজকুমারীর চিত্তবৃত্তি এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ইহা ভাবিয়া আমি বড় আনন্দিত হই, তাই তোমার মুখে ওই সব কথা শুনিয়া আমার বড রাগ হইয়াছিল ভাই ! বড় উঁচু কথা বলিয়াছি, তুমি কি রাগ করিলে দিদি !"

বারি বলিল "না না—আমি রাগিব কেন ? আপনি—"

সাবিত্রী তাহার মুখে হাত চাপিয়া কহিল—"যাও ভাই, ও কি কথা ?—আমি বুঝি তোমার অপেক্ষা কুড়ি বৎসরের বড়,—তাই আমায় আপনি মহাশয় করিতেছ ?"—"তাই হবে, তোমার নাম কি ভাই ? তোমায় কি বলিয়া ডাকিব ?—"

"তা যাই নাম হোক—শোন, আমায় কেহ বুড়ী বলিলে আমার বড় রাগ হয়, তাই আমার কাছে যখন থাকিবে, তখন বুঝিয়া কথা বলিও !—"

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "চুপ পাগলের মেয়ে ! মা বারি ! আমার এই পাগল মেয়েটি বড় বাচাল মা, ইহার কথা তুমি কানে করিও না !"

বারি সেই স্বচ্ছ অন্ধকার ভেদ করিয়া তৃষিতনয়নে সাবিত্রীকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, সে ভাবিতেছিল—"অন্ধকারে এ কে আলোকময়ী—মরুভূমে এ কোন্ মন্দাকিনী-ধারা ?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"চল মা ! আমরা এই আঁধারেই

চলিয়া যাই, নতুবা প্রভাতে তোমার পিতা তোমার সন্ধান করিবেন।—উঠ সাবিত্রি! বারিকে একখানি গৈরিক বস্ত্র দাও। যাও মা, তুমি বেশ পরিবর্ত্তন কর।”—

অনতিবিলম্বে সেই তিন সন্ন্যাসিনী গঙ্গাতীরপ্রবাহী পথে অন্তর্হিত হইল।

৭

রাজভবন হইতে বাহির হইয়া লাইকা গঙ্গার জলে সাঁতার দিল।—গঙ্গায় খরস্রোত, সাঁতার দেওয়া যায় না,—সে অবশ-ভাবে ভাসিয়া চলিল।—আর বুঝি সে দিন তাহার বলিষ্ঠ বাহুও কেমন অবশ হইয়া গিয়াছিল। কর্ম্মে এখন বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি নাই,—সমস্ত অন্তর যেন অন্তরে লুকাইতে চাহিতেছিল।—সে কি করিল? যাহা করিল, তাহা ভাল না মন্দ?—যাহা ত্যাগ করিল, তাহা কি সুখ নয়? লাইকার চিরপ্রবাসী হৃদয় ঘৃণায় মুখ ফিরাইল!—গৃহবাস সুখ?—ছিঃ! কিন্তু তখনই সেই বিস্তৃতহৃদয়া আকাশের এক প্রান্ত ভেদ করিয়া একটি মৃদু রক্তরেখা—একটি ম্লান পুষ্পগন্ধ নব বিবাহের বিচিত্র স্মৃতি তাহার সম্মুখে এক অভিনব দৃশ্যের আভাষ দিয়া গেল!—সে কি?—অর্কজ্যোতিঃসিন্দূরবিন্দুশোভিতা ও কার মূর্ত্তি? সমস্ত জগৎ তাহার সৌন্দর্য্য যেন ঐ উষা প্রকাশের সহিত আপনার বিপুল শোভায় বিকসিত করিয়া দিবে!—এ কি সত্য?—বিরোধী অন্তর উগ্রস্বরে ডাকিয়া বলিল—না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধন!

লাইকা সেই জলমধ্যে চক্ষু মুদিল।—কেন চিন্তাজালে সে আপনাকে জড়াইল,—সে ত বেশ ছিল—এই পাঁচ বৎসর কাল সে—সে অনুপম সুখ কোথাও পায় নাই—আর কখনও পাইবে কি?—না না এই জাল ক্রমেই শক্ত হইতেছে—ক্রমে ইহা লৌহশৃঙ্খলে পরিণত হইবে!—না, তাহা কেন হইবে! লাইকা কিছুতেই রাজপুরীর ইষ্টকবেষ্টনে বাধা পড়িবে না—ভয় কি? —ভাবিয়া সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল।

চাহিয়া সে দেখিল,—চারিদিক্ যেন মৃদু বাতান্দোলনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।—আকাশে অগণ্য তারকা—জলে তাহার ছায়া কাঁপিতেছে। জলপ্রান্তে বিস্তৃত বাঁশবনে মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি, তটপ্রহৃত উর্ম্মিভঙ্গের সুমধুর কল্লোলে মিশিয়া এক বিভিন্ন শঙ্করাভরণ রাগিণীতে বাজিতেছে!—ইহার মধ্যে কোথায় এক বিরহব্যথাতুরা চক্রবাকবধূ ভগ্নস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুট চীৎকার করিতেছে।—সহসা লাই-কার স্মরণ হইল—সেই স্বল্পভাষিণী মৃদুহাসিনী বালিকা কে? —তাহার দেহ তখন অবশ হইয়া গেল-হাত-পা নিশ্চল হইল, লাইকা ডুবিয়া গেল!

অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণী—দূর হইতে জল উথলিয়া পড়িতেছে। লাইকার অবশ ভাসমান দেহ সেই টান অনুভব করিল,—তাহার অর্দ্ধনিমজ্জিত শরীর সবেগে সেই দিকে আকৃষ্ট হইল!—তখন লাইকার জ্ঞান হইল। সে সবলে বাহুসঞ্চালন করিয়া প্রবল জলস্রোত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিল,—স্রোত বড় ভয়ানক, বিশেষ সে ঘূর্ণায় একগাছি তৃণ পড়িলেও যেন শতখণ্ড হয়—জলের ভিতরের গম্ভীর কল্লোল লাইকার কানে বাজিতে লাগিল,—দেহ যেন ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হইতেছিল। সে তখন মরণবলে ঘুরিয়া আপনাকে ফিরাইল,—শ্বাস রোধ করিয়া ডুবিয়া মাথা দিয়া জল ঠেলিয়া ঘূর্ণার বাহিরে আসিল!—তখন হাতে পায়ে জল ঠেলিয়া সে তীরাভিমুখে চলিল।—তীরেও খর স্রোত তরতর বেগে ছুটিতেছে,—জলে সাঁতার দেওয়া লাইকার নূতন নয় —কিন্তু নিকটের সেই জলাবর্ত্তের ভয়ে সে এখানেও স্থিরভাবে ভাসিতে পারিল না—বলে জল কাটাইয়া মুহূর্ত্তে তীরে উঠিল,— কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিল না—তাহার অবশ দেহ সেই ভগ্নপ্রবণ তটে লুটাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ সে সেই ভাবেই রহিল, বনমধ্যে মহাশব্দে শৃগালের দল ডাকিয়া গেল, রাত্রি প্রহরাতীত।—ধীরে ধীরে তাহার দেহে বল আসিতেছে—এই সময় সে দেখিতে পাইল, দূরে গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা চলিয়াছে—তাহাতে কয়েকজন আরোহী বসিয়া আছে, একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। লাইকা ভাবিল, ইহাদিগকে ডাকি,—কিন্তু তখনই শুনিল তাহারা বলিতেছে—"এই আঁধার রাত্রি, লাইকা আসিয়াই আবার চলিয়া গেল কেন, বলিতে পার?"

অপরে বলিল—"জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, মহা-রাজ তাহাকে কোন মন্দ কথা বলিয়াছেন বা অপর কোন

অপমান করিয়াছেন, শোন নাই কি রাজপুরে কাহারও তাহার নাম করিবার উপায় নাই ?”

প্রথম বলিল,—“তাহাই ত শুনিয়াছি, তবে আবার এখন”—

লাইকা আর শুনিতে পাইল না, নৌকা ভাটার মুখে অনেক দূর চলিয়া গেল। সে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল—স্বর মৃদু হইয়া গেল, আর শুনা যায় না,—নৌকা চলিয়া গিয়াছে। তাহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

তখন হাসিয়া লাইকা বলিল, তুচ্ছ জীবনের এত মায়া ? —হায় !—তাহার পর সে আবার একটি নিশ্বাস ফেলিল— ভাবিল, এই তুচ্ছ লাইকার জন্য বিশাল রাজসংসারে এত বিশৃ-ঙ্খলা ?—না, আর এ মুখ এ দেশে দেখাইতে আসিব না !—

কিন্তু সেই বালিকা !—আবার লাইকার অবশ দেহে রক্তস্রোত স্তিমিত হইল,—সে যেন মস্তকের ভিতর কি অস্বস্তি বোধ করিল, সেই সিক্ত বালুকার উপর তাহার মাথা লুটাইতে লাগিল,—সে জানে যে, সে সম্রাট্‌নন্দিনী ; সংসারে তাঁহার একের পরিবর্ত্তে সহস্র স্নেহদৃষ্টি মিলিবে—কিন্তু ?—এ কিন্তুর মানে কি ?—এ কিন্তুর অর্থও লাইকা বুঝিল, ইহা আর কিছু নয়—এ কিন্তু এতদিন জন্মায় নাই—যখন রাজা তাঁহার কন্যাকে ভিখারীর সঙ্গিনী হইতে দিতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন,— তখনই ইহার জন্ম হইয়াছে !—লাইকা বুঝিল—আপনার হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া বুঝিল, আজি তাহা শূন্য !—একটি

বালিকার কোমল নয়নালোক ব্যতীত তাহার সমস্ত প্রাণ—সমস্ত জগৎ আজ নিবিড় অন্ধকার !

এ কি নিদারুণরূপে সর্ব্বনাশ।—রাজভবনে নিবিড় বেষ্টন কল্পনা করিয়াও সে শিহরিল !—এখন উপায় ?—অরণ্য-বিহারী সরল বিহঙ্গ একবার পিঞ্জর-রাজ্যের কোমল শয্যা, সুমিষ্ট পানীয় স্মরণে লুব্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার স্থূল লৌহশলাকা ও রুদ্ধদ্বার স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল !—

ভগবান্ ! এ বিপদের তুমিই একমাত্র কাণ্ডারী ! —লাইকার রুদ্ধ চক্ষু ভেদ করিয়া জলধারা গড়াইল। জ্বরগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সে সেই কর্দ্দমের উপর পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

সে ভাবিতেছিল, বিবাহের পূর্ব্বে কেন বাধা দিই নাই ? কেন এত কথা ভাবি নাই ?—সেই অন্তর্মুখী শশিকলার ন্যায় লাবণ্যময়ী বালিকাকে দেখিয়াই কি ?—সে সময় একদিন কবে —কেমন সে মোহময় ছায়াময় মৃদুরক্ত সন্ধ্যালোকে মর্ম্মরধবল দেবালয়ের সোপানতলে সেই নীলবসনা বালিকাকে সে দেখিয়াছিল, তাহা বিশদরূপে মনে পড়িল !—তাহার পর একদিন প্রভাতে গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে, প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মবনে, কুঙ্কুমের তটাঙ্কলেখাঙ্কিত শ্বেতবসনা বালিকা শেফালীরাশির উপর বসিয়া জীবন্ত শেফালিকারূপে ভ্রম জন্মাইতেছিল—সহসা মুখ তুলিবামাত্র, পুষ্পচয়নপ্রয়াসী লাইকার নয়নে দৃষ্টি পড়িবামাত্র প্রচুর হাস্যাবেগ বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া দৌড়িয়া পলাইল—সখীজন

হাসিয়া উঠিল,—সেই উচ্ছ্বসিত হাস্য-কল্লোলের মধ্যে লাইকা পলাইবার পথ পাইল না!—পরে সে দিন আর কিছুই ভাবিবার অবকাশ পায় নাই, সকল কার্য্যে সকল বিষয়ে সেই দ্রুত-ধ্বনিত নূপুরনাদে তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত তালে তালে বাজিয়াছিল—আজ সকল কথাই লাইকার মনে পড়িল,—কেন সে তখনই রাজভবন ত্যাগ করে নাই, তাহার কারণ আজি সে বুঝিল!

কিন্তু সে তবে ফিরিতে চায় না কেন? সে ঈপ্সিতা ত তাহারই পত্নী!—লাইকার শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল—সেই শীতল সৈকতশয়নে সে কেমন একটি ঈষদুষ্ণ কোমল স্পর্শানুভব করিল,—সে সহর্ষে নয়ন মেলিল।—চাহিয়া দেখিল, গঙ্গাবক্ষ যেন মৃদু আলোকজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাহার হৃদয়-রক্তের তালে তালেই যেন গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি ভাঙিয়া পড়িতেছে—লাইকা তখন ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রোদয় হইয়াছে!—দূরে পূর্ব্বপ্রান্তে যেখানে গঙ্গা বিস্তৃত-কলেবরে পার্শ্ববর্ত্তিনী দুইটি ক্ষুদ্রা নদীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া আছেন,—সেইখানে বিপুল আলোকরাশির মধ্য দিয়া সপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র উদয় হইয়াছেন!—

কি সুন্দর—কি সুন্দর! লাইকা সমস্ত দুঃখ-সুখ ভুলিয়া গেল। আপনার সৈকতশয্যা ভুলিয়া গেল, আপনার শরীরের অবসাদ ভুলিয়া গেল!—চারিদিকে তাহার আশেপাশে খণ্ড খণ্ড মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া জলে পড়িতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহার

পদতলের কতকাংশ ভূমি ফাটিয়া গেল, জলে তাহার চরণ ডুবিয়া গেল—সে তাহা লক্ষ্যও করিল না; কটির বসন শিথিল করিয়া আপনার ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিল,—তখন সেই নির্জ্জন বনভূমি, নীরব নদীতট ও চন্দ্রালোকবিস্তৃত জলরাশি প্লাবিত করিয়া লাইকার অনুপম বংশীধ্বনি ঝিঁঝিটখাম্বাজ রাগিণীর প্রতি সূক্ষ্ম কম্পনে লীলায়িত মূর্চ্ছনায় এক অপূর্ব্ব সুধাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল।

৮

প্রভাতে বুল্‌বুল্ ডাকিতে লাগিল; সমস্ত রাত্রির ক্লান্তিতে অবশদেহে লাইকা তখন তীরে উঠিয়া এক বৃহৎকাণ্ড সজিনা বৃক্ষের তলায় শয়ন করিল। ক্রমে আলো পরিস্ফুট হইতে লাগিল,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাল স্কন্ধে ধীবর রমণীরা বনপথে আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের আগমনে ভীত হইয়া কতকগুলি বক কর্কশ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল—এবং সেই সঙ্গে লাইকারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

সে উঠিয়াই চমকিত হইল—এ কোথায় শুইয়া আছে? গঙ্গায় তখন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতেছে, জালুক রমণীগণের কলহধ্বনিতে তীর ঝঙ্কৃত। লাইকা আবার কূলে নামিয়া আসিল,—ঐ সেই প্রকাণ্ড ঘূর্ণী তাহার পাশ দিয়া খর স্রোতে ছুটিয়াছে,—তীরে রাত্রিকালে সে যেখানে শুইয়া

পড়িয়াছিল সেখানকার মৃত্তিকা বসিয়া গিয়া সেখানে অগাধ জল উথলিয়া উঠিয়াছে! লাইকা তখন বড় হাসিই হাসিল। যদি সে ডুবিয়া মরিত—সে মন্দ কি হইত?—তাহার পর সেই জল-যুদ্ধ সেই সাঁতর দেওয়া সব মনে পড়িল, তাই লাইকা আপন মনে বড় হাসিল। তাহার পরেই স্মরণ হইল সেই রাজপুরী—সেই সব গত কথা—আরও মনে পড়িল তাহার বর্ত্তমান চিন্তা—তখন তাহার প্রফুল্লকান্তি মুখ ম্লান হইয়া গেল।

রাজপুরী এবং রাজকন্যা—দুইটির এক সঙ্গে তাহার স্মরণ হইল—কি মধুর কি সুন্দর সেই বালিকা! আহা ততোধিক কঠোর সেই চিত্রাংশুক বস্ত্র স্বর্ণশৃঙ্খলপরিশোভিত পিঞ্জর! লাইকা আর ভাবিতে পারিল না, ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল। শত ডুব দিয়া স্নান করিয়া আবার উঠিল, তাহার পর উপরে উঠিয়া বনপথ ধরিয়া চলিল।

পথে তাহার কষ্ট ছিল না, বনের ফল গঙ্গার জল তাহার পক্ষে অতি উপাদেয়;—সে ইচ্ছা করিয়া গ্রামের পথে গেল না,—সে বুঝিয়াছিল যে এখন সম্প্রতি তাহার চিত্ত বিভ্রান্ত আছে—কিছু দিন নির্জ্জনে থাকিলেই বোধ হয় সে আরাম পাইবে।

আরামও পাইল। কিন্তু সে যে ভুল বুঝিয়াছে তাহা দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল! শ্যামল বনখণ্ডে নির্জ্জন তরু-চ্ছায়ায় বসিয়া প্রিয়চিন্তায় সুখ আছে, কিন্তু বিরাম নাই—তৃপ্তি নাই;—সে চিন্তা নদীজলের ন্যায় নিয়ত প্রবাহিতা—সে চিন্তা

যেন ভাবুকের সম্মুখ হইতে সমস্ত জগৎ, সমস্ত অন্যান্য চিন্তাকে ভাসাইয়া লইতে চায়। সে ভাবনা যেন মুহূর্ত্ত তাহাকে বিশ্রাম দিতে চায় না—তিলমাত্র তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায় না—স্বপ্নে সে সংজ্ঞারূপিণী, জাগরিত অবস্থায় সে মোহময়ী! কি সুন্দর, কি অনুপম চিন্তা! কিন্তু হায়!—

তবু হায়! লাইকার এতদিনের গঠিত চিত্তবৃত্তি ধিক্কার দিয়া বলিল—হায় হায়!—তাহার চিরজীবনের শিক্ষা ঘৃণাভরে বলিল—হায় হায়! লাইকাও কাঁদিয়া বলিল—হায়, এ কি হইল!

এই দিক্‌বিদিক্‌ব্যাপী ধিক্কারের মধ্যে অন্তর মেলিয়া সে বুঝিল—সেই চিন্তাসহচরী নির্জ্জনতাও তাহার কালস্বরূপ! এই কয় দিন একা থাকিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে আরও আপনার মনোবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। এ নির্জ্জনতা এবং এ চিন্তা উভয়েই তাহার ত্যজ্য!—

পরিত্যজ্য, কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি? এ চিন্তা ব্যতীত সংসার তাহার পক্ষে অসহ—এই চিন্তা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে যেন একটা রুদ্ধ বায়ুহীনতা আসিয়া সবলে তাহার কণ্ঠরোধ করিতেছে! জলের মৎস্যকে স্থলে আনিলে সে বোধ হয় এমনি কষ্টবোধ করে!—কি ভয়ানক, কি দুর্ব্বিষহ এই অবস্থা!—

তখন ভাবিয়া ভাবিয়া লাইকা স্থির করিল, চিন্তা অত্যজ্য, কিন্তু এ নির্জ্জন বনে থাকিয়া কেন সে চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেছে?

তাহার পক্ষে এখন কর্ম্মই বাঞ্ছনীয়, লোকালয়ই বাসযোগ্য। কর্ম্ম ও জনতার অন্বেষণে তখন সে নগরাভিমুখে চলিল।

দেশের কোন স্থানই লাইকার অপরিচিত ছিল না,—সেই পথে আসিতে নিকটে একটি চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার ছাত্রগণ অধিকাংশই লাইকার বান্ধব,—প্রথমতঃ সে সেইখানেই গেল। প্রথম দুই দিন বেশ ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে বিপদ্ ঘটিল, বিদ্যালয়ে একজন ছাত্রের দারুণ বিসূচিকা রোগ দেখা দিল। ছাত্রগণ আতঙ্কগ্রস্তভাবে প্রাণপণে সকলে তাহার সেবা-চিকিৎসা করিল, লাইকাও তাহাতে যোগ দিল,—কিন্তু বালক বাঁচিল না।—সে মরিল, কিন্তু আবার আর এক জনের সেই রোগ হইল,—সে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই আর একজনের হইল,—সন্ধ্যাবেলায় দুই জনেরই মৃত্যু হইল এবং একজন শিক্ষক রোগগ্রস্ত হইলেন।

তখন সকলেই বিপদ গণিল—কিন্তু উপায় কি? বৃদ্ধ অধ্যাপক শিশু ও বালক ছাত্রদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বয়স্কদিগকেও যাইতে আদেশ করিলেন—তাহারা সে কথা হাসিয়া উড়াইল, তাহাদের শিক্ষক মৃত্যুশয্যায়, আর তাহারা ভয়ে পলাইবে?

শিক্ষকের মৃত্যু হইল। তখন দেখিতে দেখিতে রোগ দাবানলের ন্যায় গ্রামে প্রবেশ করিল এবং নির্ব্বোধ পল্লীবাসীর অচেষ্টায় তাহা ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি ধরিয়া গ্রাম ধ্বংস করিতে লাগিল।

তখন লাইকা প্রথমে চতুষ্পাঠী পরে গ্রামে গিয়া, সকলের সেবায় রত হইল। সদা মৃত্যুবিভীষিকাযুক্ত রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের সেবায় নিমগ্ন হইয়া লাইকা ভাবিল যে, এইবার বুঝি বিষম রাজপুরী ও ততোধিক বিষম রাজকন্যার চিন্তা হইতে কিছু মুক্ত হইলাম।—কিন্তু সে চিন্তাজাল হইতে নিস্তার পাইল কি না, বুঝিতে না বুঝিতে সেই কঠিন রোগ আসিয়া তাহাকে ধরিল।

৯

তখন ঘরে ঘরে রোগ, কে কার সেবা করে—কিন্তু তবুও লাইকার সেবার অভাব হইল না। তাহার প্রিয়বন্ধু মোহনলাল তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া গিয়া রাখিল। তাহার পত্নী লাইকার যথেষ্ট সেবা করিলেন। গ্রামের লোকও সর্ব্বদা তাহার সন্ধান লইল, তাহাদের সেবা করিতে গিয়াই না তাহার এই কষ্ট! তাহার আরোগ্যলাভের জন্য সকলেই প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

সেই প্রাণান্তিক কষ্টের সময় লাইকা ভাবিত—মরিলে ক্ষতি কি? সকল চিন্তার, সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাই!—কিন্তু তখনই মনে হইত—মরিব, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই বটে,—কিন্তু এ কথা ত গোপন থাকিবে না, প্রকাশ হইবে,—তখন সেই পুষ্পসুকোমলা বালিকার কি হইবে? ওহো!—সে কথা যে লাইকা ভাবিতে পারে না! সে একান্তচিত্তে আপনার আরোগ্য চাহিল।

সকলেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় লাইকা বাঁচিল। তখন মোহনলাল ও তাহার পত্নী, লাইকাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে গিয়া কিছুদিন বাস করিতে চলিলেন। সেখানে সে ক্রমেই সুস্থ হইতেছিল, এই সময় আবার সে জ্বরগ্রস্ত হইল; প্রায় একমাস আবার শয্যাগত থাকিল। রোগ-শয্যায় শুইয়া কষ্টে একদিন লাইকার মনে হইয়াছিল, মহারাজকে সংবাদ দিলে হয় না?—কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক বিষম আত্মগ্লানিতে তাহার সমস্ত প্রাণ ধিক্কৃত হইয়া গেল,—ছিঃ, কষ্টে পড়িয়া, দারিদ্র্যের সময়—অভাবের সময়,—ধনী বন্ধু বা আত্মীয়ের সাহায্য-গ্রহণ! ইহার তুল্য নীচতা আর কি সম্ভব। হায় কষ্ট—তুমি মানুষের অন্তরকে এমনও হীন করিয়া তুলিতে পার? লাইকা এ কথা ভাবিল কি করিয়া? ভাবিতে ভাবিতে লাইকার হৃদয় আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইয়া উঠিল, সে ঐ চিন্তাকে অন্তর হইতে দূর করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে পাশ ফিরিল।—

ধীরে ধীরে সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, সে দুর্ব্বলতা কিছুতেই সারে না। লাইকা এখনও শয্যায়, কবিরাজ বলিল, স্থান-পরিবর্ত্তন ভিন্ন ইহার স্বাস্থ্যলাভ কিছুতেই সম্ভব নয়—শরীরে রক্তমাত্র নাই, সমস্ত পেশীই দুর্ব্বল—ইত্যাদি। লাইকা হাসিয়া বলিল, "পায়ে বল না হইলে কি করিয়া স্থান-পরিবর্ত্তন হয় মহাশয়?"

কবিরাজ বলিলেন, "এখন কিছুদিন নৌকাবাস আপনার পক্ষে উপকারী।"

উচ্চ হাসিয়া লাইকা বলিল,"ক্ষমা করুন কবিরাজ মহাশয়! এখন আমার বাহুতে দাঁড় টানিবার বল নাই—আর এ জন্মে যে হইবে, এ ভরসাও হয় না!" বলিতে বলিতে তাহার হাসি থামিয়া গেল, মোহনলালও সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

এইভাবে কয়দিন গেল,—সেদিন বৈকালে মোহনলাল আসিয়া লাইকার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া লাইকা বলিল, "ভাল মোহন, আমাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হয়?"

মোহনলাল বলিলেন, "কি বোধ হইবে লাইকা?"

"কিছু বোধ হয় না? একটি প্রস্তরস্তূপ বা বল্মীকপিণ্ড—অথবা—"

মোহনলাল বলিলেন,—বাধা দিয়া একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "আঃ, চুপ লাইকা! তোমার এ কথাগুলি আমার ভাল লাগে না—সত্য! তবে একটা কথা শোন এবং ইহাতে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহাও বল,—"

লাইকা বলিল—"কি?" মোহনলাল বলিলেন,—"নান্‌কু আর বিন্দা—ছোক্‌রা দুটিকে মনে আছে ত? যাহাদের অসুখে সেবা করিয়া তুমি—"

লাইকা একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "হাঁ, তা কি হইয়াছে? —তাহারা ভাল আছে ত?"

"ভাল আছে এই তোমারই মত, দুর্ব্বলতা কিছুতেই

সারিতেছে না! তাই—কবিরাজ তাহাদেরও নৌকায় বেড়াইতে বলিয়াছেন, পরশু দিন তাহারা সপরিবারে যাত্রা করিবে—তাই বলিতেছি লাইকা, তুমি ইহাদের সহিত যাও না। আমার মুখে তোমার কথা শুনিয়া তাহাদের পিতা বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন—যাইবে লাইকা?"

লাইকা স্তব্ধভাবে শুনিতেছিল, ধীরে ধীরে বলিল, "যাইব না কেন মোহন? যতদিন রোগ থাকিবে, ততদিন তোমাদের স্নেহ ভিন্ন আমার আর উপায় কি আছে ভাই? তোমাদের ভালবাসাই আমাকে প্রাণ দিয়াছে—তাহা—"

ব্যস্তভাবে মোহন বলিল—"ছি ছি লাইকা, কি বলিতেছ? লাইকা, একবার রোগে সেবা করিলাম বলিয়া এত কথা বলিতেছ—আর তুমি যখন—"

আবার লাইকা হাসিয়া কথাটা চাপা দিল। তাহার পর যথাসময়ে লাইকা নৌকায় উঠিল। মোহনলাল সঙ্গে আসিয়াছিলেন, যাইবার সময় প্রশ্ন করিলেন,"ফিরিবে ত তুমি?" লাইকা মৃদু হাসিয়া কপালে হাত দিয়া বলিল,—"অদৃষ্ট!"—কিন্তু তখনই তাহার মুখ সহসা কালিমাময় হইল! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় অবসাদকম্পিত ভাবে বলিল,"ফিরিব - ফিরিব—মোহন, নিশ্চয় ফিরিব!"—

নৌকা চলিতে লাগিল। সম্মুখে বসিয়া লাইকা ভাবিতেছিল, একটু চলৎশক্তি পাইলেই নামিয়া যাইব,—কিন্তু সেই শক্তি সে কতদিনে পাইবে?—তাহার মুখখানি বিষাদমলিন,—

এমন সময় নানকু আসিয়া বলিল, "লাইকা জি! আপনি ওরূপ ভাবে বসিয়া আছেন কেন?—আমার মা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি একবার আপনার বাঁশী বাজান, তিনি শুনিবেন।"—

লাইকা হাসিয়া বলিল, "এখন বাঁশী বাজাইব নহুয়া? আমার এখনকার বাঁশী শুনিয়া মায়ি কি সুখী হইবেন? ভাল, বাজাইতেছি!"

লাইকার বাঁশী বাজিতে লাগিল—প্রথমতঃ অতি মৃদু করুণ—তাহার পর ঈষদুচ্চ তীক্ষ্ণ স্বর—যেন কোন বিয়োগ-বিধুরার ক্রন্দনধ্বনি! শুনিয়া নানকুর মাতার সদ্যোমৃতা কন্যার কথা স্মরণ হইল,—তিনি দ্বারান্তরালে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন,—নৌকার অপরাপর আরোহীরা প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে স্তম্ভিত! ক্ষণকালেই সকলেরই নয়ন এক হৃদয়বিদীর্ণ ব্যথাময় বাষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া গেল!—

১০

শরৎ-শেষে চারিদিক্ পরিষ্কার, শীতাগমে গঙ্গার জল স্রোতোহীন;—সুজনরামের নৌকা নিরাপদে চলিল। প্রথমতঃ লাইকা কিছু অসুস্থ হইয়াছিল,—কয়েকদিন জ্বরে পড়িয়াছিল—ইতিমধ্যে নৌকা উজান বহিয়া কাশী পৌঁছিল। সে ক্রমে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছিল—যাত্রিদল বারাণসী ত্যাগ করিল।

প্রয়াগ!—অনেকদিন পরে লাইকা সঙ্গম-জলে আরোগ্য-

স্নান করিল। নৌকা ভাগীরথী ছাড়াইয়া যমুনায় চলিল; কালপীতে সুজনরামের ভগ্নীপতির বাটী—সেখানে দুইদিন বিলম্ব করিয়া তারা একেবারে মথুরায় আসিল। মথুরা ও বৃন্দাবনে সপ্তাহ অতীত,—লাইকার ইচ্ছা হইতেছিল যে, এই-খানে থাকিয়া যায়,—কিন্তু এই কথা শুনিয়া সুজনরামের পত্নী দুঃখ করিতে লাগিলেন—তিনি দ্বারকা যাইবেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, লাইকাও তাঁহাদের সঙ্গে যায়—বিশেষ লাইকার শরীর এখনও যেমন দুর্ব্বল, কিছুদিন এইরূপ বিশ্রামে না থাকিলে সে আবার পীড়িত হইতে পারে! লাইকা তাঁহার অশ্রুপূর্ণ অভি-প্রায় বিফল করিতে পারিল না।

নৌকা ক্রমে রাজধানী দিল্লী পৌঁছিল। ঔজ্জ্বল্য-উৎসব-সমাকুল নগরপথে কয়দিন সকলে নানা আনন্দ উপভোগ করিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিলেন,—নৌকা যমুনা ছাড়িয়া ভাটিতে সারি নদীর মুখে প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্রকায়া নদী, ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল।

অবশেষে আর জলযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠিল। রাজপুতানা মরুপ্রদেশ, অনেক স্থলেই নদী অন্তঃসলিলা, কোথাও বা শুষ্ক—এ অবস্থায় আর নৌকা চলে না।

সুজনরাম পত্নীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিন্তু দ্বারকাযাত্রার মত পরিবর্ত্তন করিলেন না,—এ সব দেশে কি সহজে আসা হয়? যদি আসিয়াছেন, শেষ না দেখিয়া কিছুতেই ফেরা হইবে না। তখন গোগাড়ী এবং দোলার ব্যবস্থা হইল।

লাইকা ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু নান্‌কুর মাতা তাহাতেও বাধা দিলেন,—এই অপরিচিত প্রদেশে সঙ্কটপূর্ণ স্থলে আসিয়া লাইকা তাঁহাদের কি পরিত্যাগ করিবেন ?—

এ কথার উত্তর আর কথা নাই,—লাইকা মাথা হেঁট করিয়া সম্মত হইল। তখন সে পদব্রজে চলিল,—বিন্ধ্যগিরির পাশ দিয়া পথ, পথে নাকি দস্যুভয়ও আছে—অনেকগুলি ওস্‌-ওয়ালি দর্শকের সহিত তাঁহারা চলিলেন।

মাচেরির পথ ধরিয়া তাঁহারা অম্বর নগরে আসিলেন। বিশাল পার্ব্বত্য দুর্গ। সেই উন্নত দুর্গে ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধর এখনও রাজত্ব করিতেছেন!—দুর্গশিরে স্বর্ণ-সূর্য্যাঙ্কিত পঞ্চরঙ্গ পতাকা উড়িতেছে।

অন্ধকার গিরিগুহা ভেদ করিয়া তাঁহারা অজয় মেরুর পথে চলিলেন। তাহার পর বনাসের তীরবাহী যে বক্রপথ—গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে—তাহাই ধরিয়া—তাঁহারা আজমীরে আসিলেন। পার্ব্বত্য পথের কষ্টে সকলেই শ্রান্তি বোধ করিতেছিলেন, সুজনরামের স্ত্রী বলিলেন, যদি কোন উপায়ে নদীপথ পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা হউক।

তখন লাইকা বলিল, যদি এই বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করিয়া পরপারে যাওয়া হয়, তবে লুনী নদীর পথে নির্ব্বিঘ্নে—কচ্ছের উপকূলে যাওয়া যাইবে।—তাহাই হইল,—অতি অপরিসর পথে কষ্টে তাঁহারা জোহানির পথ ধরিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীন রাঠোর রাজধানী,—অল্পদিন পূর্ব্বেই মহাত্মা বোধরাও বোধপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন—এ স্থল এখন শ্রীভ্রষ্ট, তথাপি প্রাচীন বীরকীর্ত্তি-স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধরিয়া মন্দির চিরদিনই মানব-হৃদয়ে ভক্তিভাব উদ্রেক করিতেছে!—লাইকা দুইদিন ধরিয়া নানকু-বিন্দাকে লইয়া সকল দ্রষ্টব্যগুলি দেখাইয়া বেড়াইল।—তাহার পর কয়দিনে পালীর নিকট আসিয়া তাঁহারা লুনী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

জলপথে সুচিক্বণ সরল যাত্রা!—যাত্রিদল কয়দিনের মধ্যেই সাচোরে উপস্থিত হইল। তাহার পর এইখানে সমুদ্র-মুখের বিশাল দৃশ্য!—নদীমুখ ও সমুদ্র-কূলের উচ্ছ্বসিত বিরাট্ শোভা দেখিয়া বালকেরা আনন্দে উন্মত্ত—এবং স্ত্রীলোকেরা কিছু চিন্তাকুল হইলেন। অতি সাবধানে নৌকা রাধনপুরার অভিমুখে চলিল।

হ্রদভাগ শেষ হইল, মালিয়ার ক্ষুদ্র প্রণালী পার হইয়া নৌকা মুন্দ্রার নিকট সমুদ্রে উপস্থিত হইল। কি বিরাট্ নীল দৃশ্য! সুজনরামের বালকেরা লাফাইয়া তীরে আসিল,—সাগরতীর ফেনহারে সাজিয়া খেলিতেছে, সদ্য রোগমুক্ত বালকেরা মহানন্দে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া স্নান করিল।

এইখানে নৌকাপথে যাত্রা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল, সকলে নবনগরে পথ ধরিয়া পদব্রজে চলিলেন। পথে কোন কষ্ট নাই; কোন ভয় নাই—নিরাপদে তাঁহারা তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে

উপস্থিত হইলেন—সম্মুখেই সাগরগর্ভে—দ্বারকানাথের বিশাল মন্দির—সাগরতরঙ্গে প্রতিহত হইতেছে।

তখন যাত্রিদলে মহানন্দকল্লোল উঠিল।—আহ্লাদে কেহ হাসিল—কেহ কাঁদিল—দর্শনকামী ভক্তদলের হৃদয়োচ্ছ্বাসে সাগরতীর উদ্বেল হইয়া উঠিল।

এই সময় লাইকা আসিয়া সুজনরামের পত্নীকে বলিল, "মা, এইবার ত তোমরা পথ চিনিলে—এখন সন্তান বিদায় হইতে পারে কি ?"

তিনি আর বাধা দিতে পারিলেন না,—তখন সকলকে কাঁদাইয়া ও কাঁদিয়া লাইকা চলিয়া গেল।

১১

তখন বন্ধনমুক্ত কুরঙ্গের ন্যায় লাইকা যথেচ্ছভাবে চলিল ; বন-পর্ব্বতে ভ্রূক্ষেপ নাই ;—এই কয়দিন জনসমাজে বাস করিয়া সে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—এইবার স্বেচ্ছাবিহারে সে যেন মুক্তবায়ুর স্পর্শসুখানুভব করিল! গুর্জ্জরের শ্যামল বনভাগ দিয়া, নারিকেল-কুঞ্জের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে লাইকা সুরাটে আসিল।

এইখানে আসিয়া তাহার স্মরণ হইল, প্রায় বৎসরাতীত হইল, সে আপনার জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে।—কত স্মৃতিময় দেশ সে, আর কত সুখময়!—কত কত কি আছে সে দেশে! লাইকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। এত মনোরম দৃশ্যপূর্ণ কত

নগর, জনপদ, কত পল্লী—কত বিচিত্র উপত্যকারম্য পার্ব্বত্য-ভূমি দেখিল—কিন্তু কোথায় সে দেশের তুল্য সুখ ?—দুটি একটি স্মৃতি বা বিস্মৃতি কল্পনায়—এক একটি স্থান মানুষের নিকট এত প্রিয় হয় কেন ?—লাইকা মনে মনে হাসিল।—কিন্তু হায় ! সে দেশে কি ফিরিবার মুখ তাহার আছে ?—এই চিন্তা বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল,—চিন্তার হাত এড়াইবার জন্য সে সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিল।

তাহারা ক্রমে সাতপুর পর্ব্বতমালার নিম্নে উপস্থিত হইল। তাপ্তী নদীর তটভূমে নির্জ্জন বনভূমি,—দুই চারিজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী তথায় তপস্যা করিতেন,—সন্ন্যাসিদল তাঁহাদের চরণ দর্শন করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু লাইকা গেল না,—সে একজন সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিল—হাসিয়া তিনি সম্মত হইলেন।

তখন সে সেইখানেই থাকিল। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি চাও বৎস ?"—লাইকা বলিল, "দয়া করিয়া আপনি যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহাই !"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিদ্যা ত তুমি অনেক আয়ত্ত করিয়াছ দেখিতেছি—আমার নিকট তুমি কি চাও, তাহাই বল !"

লাইকা অধোমুখে বলিল—"বিদ্যা ? বিদ্যাও ভার প্রভু, আমি এমন কিছু চাই—যাহাতে এই জগতের সমস্তই ভুলিতে পারি।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, "জগতে কি কোন ব্যথা

পাইয়াছ বৎস ?—ভাল, আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে চাই না,—কিন্তু আসক্তির জ্বালায় যদি সংসার ত্যাগ করিয়া থাক—তবে সে মোহবন্ধন মুক্ত হওয়া কঠিন,—তবু চেষ্টা কর, অবশ্যই সফলমনোরথ হইবে।"

লাইকা থাকিল।—দুই বৎসরকাল সে সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল। কিন্তু কোথায় শান্তি ?—কোথায় সে অনাসক্ত অথচ সকলেরই দুঃখে সমান ব্যথাশীল নির্ভীক প্রাণ ?—এ আত্মসুখেচ্ছায় জর্জ্জর—কাতর অশ্রুবিবর্ণ প্রাণ লইয়া সে কোথায় লুকাইবে ? এই পর্ব্বতগুহাও যে তাহার পক্ষে সেই রাজপুরীর ন্যায়ই ভীষণ! এ মায়াবাদী সংসারত্যাগী অশ্রুহীন সন্ন্যাসীর সঙ্গও যে লাইকার উপযোগী নয়! যাহাদের নিকট প্রেম মায়া,—স্নেহ মায়া,—ভক্তি মায়া,—কোমলতা দৌর্ব্বল্য,—মাধুরী অর্থহীনতা, আর তাহার চিরপ্রিয় সঙ্গীতের নাম—স্নায়ুদুর্ব্বলকারী—অকারণভক্তিজনক প্রলাপ কাকুলি—; তাঁহারা কি করিয়া লাইকার হৃদয়প্রভু গুরুপদে অভিষিক্ত হইবেন ?

লাইকা ভীত-চিত্তে ভাবিল, এই দুই বৎসরকাল সে কি করিয়া এ পাষাণের বিরাট ভার বক্ষে লইয়া বাঁচিল ?—কেমন করিয়া এত দিন এ "প্রেমবিমুখের সঙ্গ" সহ্য করিল ?—কি অন্ধকার এ গিরিগুহা—কত শুষ্ক এ জীবনযাত্রা!

তখন সে বিনীতভাবে গুরুর নিকট আপনার কর্ত্তব্যচ্যুতির কথা জানাইল। বলিল, সে বালিকা পত্নীকে ত্যাগ

করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, এতদিনে সে বুঝিয়াছে, এই নারীর দীর্ঘনিশ্বাসই তাহার সকল বেদনার মূল,– তাহার অশ্রু মুছাইতে না পারিলে বোধ হয়, সেই পরম দয়ালের নিকট সে ক্ষমা পাইবে না। সুতরাং সে ফিরিতে চায়।

সন্ন্যাসী আবার হাসিয়া নিঃশব্দে সম্মতি জানাইলেন। লাইকাও দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। গিরিসঙ্কটের দৃশ্য তাহার অসহ্য হইয়াছিল—সে বক্রমুখে গোন্দোয়ানার পথ ধরিল।

চারিদিকে জনকোলাহল,—কান্নাহাসি—কলহ-উৎসাহ—শোক ও সুখ!—কি উত্তেজনা—কি সমপ্রাণতা! এই হৃৎতন্ত্রী-সংস্পর্শী বিশ্ববীণা-মুখরিত সংসার ছাড়িয়া লাইকা কোন মূৰ্চ্ছিত জগতে বাস করিতে গিয়াছিল?—সৌন্দর্য্যের মহিমায় সেখানেও দুঃখ ছিল না,—সেই নীরব গিরিগুহার পার্শ্বভূমিও বিহঙ্গ-কলতানে ঝঙ্কৃত হইত, বেতস-লতার বংশবনে বায়ুবেণু বাজিত, তরুমর্ম্মরে মধ্যাহ্ন-রৌদ্র মিশিয়া রূপ ও শব্দের উজ্জ্বল মিলনে এক জীবন্ত রাগিণীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইত!—সুন্দর সেই অশ্বত্থ-পত্রের স্বচ্ছ অবসরপথে দৃশ্যমান পীত রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘখণ্ডে আসীনা সেই রাগিণী সারঙ্গিকার রূপ অতুল্য সুন্দর!—লাইকা একা সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াই জীবন শেষ করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু হায়—সেই পাষাণপ্রাণ সন্ন্যাসী যে ইহারই বিরোধী! প্রভাতে তাপ্তীর জলে যখন প্রথম ঊষালোক জ্বলিত, তীরের প্রস্তর-গুটিকামালার সহিত তাহার লহরী-খেলা

আরম্ভ হইত,—তীরের লতা সেই জলে নিজের পুষ্পসজ্জা ভাসাইয়া দিত,—আর তাপ্তী সলিল সেই ফুল আপনার বুকে চাপিয়া লইয়া হাসিয়া নাচিয়া ভাসিতে থাকিত,—তখন লাইকা ভাবিত, এত সব প্রতিদানময় সংসারে সে কোথাও স্থান পাইল না কেন? এ আপনাতে আপনি আত্মবিসর্জ্জন কি শ্বাসরোধকর! —নদীস্রোত বহিয়া চলিয়াছে—বায়ুস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, লতায় ফুল ফুটে, কিন্তু ঝরিয়া পড়ে,—আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য জ্বলে, তাহাতে ধরণী হরষিতা;—সকলেরই উদ্দেশ্য আছে, সকলেই একের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে—লাইকারই কি উদ্দেশ্য নাই?—সে ভগবানের চরণে আপনাকে বিকাইতে চাহিয়াছিল, বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আপনার মানসী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই চরণে আপনার জীবন-মরণ অর্পণ করিতে চাহিয়াছিল —কিন্তু সন্ন্যাসী তাহা হাসিতে উড়াইলেন—বলিলেন, এতখানি বিহ্বলতার মধ্যে বন্ধনচ্ছেদ অসম্ভব!—ইহাও বন্ধন? হোক তবে বন্ধন, ইহাই লাইকার উপজীব্য, সেবা ও সর্ব্ব!

১২

লাইকা অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। অসম্ভব—আর সেই মানসী প্রেয়সীর দর্শন ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব!—রাজভবনের কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছিল না—এই প্রসারিত বিশাল সংসারে, এমন বিপুল ধরণীতে লাইকার জন্য স্থান নাই! সমস্তই গিরিগুহার ন্যায় অন্ধকার—পাষাণবেষ্টনীর ন্যায় দুর্ভেদ্য

অলঙ্ঘ্য ! দুই বৎসরকাল পর্ব্বতে বাস করিয়া দারুণ নির্জ্জনতায় লাইকার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল,—সে এতদিন আত্মার স্বরূপ খুঁজিতে গিয়া আপনার জীবনরূপিণীকে খুঁজিয়াছে—আজ তাহারই মূর্ত্তিতে আত্মার রূপ ভাসিয়া উঠিয়াছে—আজ সেই তাহার সব—সেই তাহার আত্মা, সেই তাহার জগৎ—সেই তাহার ওঙ্কারস্বরূপা ব্রহ্মমূর্ত্তি !—সে কাহাকে খুঁজিতে এ কাহাকে পাইল !

আহা, এত সুন্দর সে ?—অন্ধকারে সূর্য্যালোকের ন্যায়—সাগরনিমগ্নের সম্মুখের তটরেখার ন্যায় সে কি প্রার্থনীয়া !—কোথায় সে ?—এই দুই বৎসরের তপঃক্লিষ্ট পাষাণপীড়িত লাইকা কতক্ষণে তাহাকে দেখিয়া এ কষ্টের অবসান করিবে ?—

লাইকা চলিল। সে ভাবিতেছিল, এ ভালই হইয়াছে ; বিবাহের পরই যদি তাহাকে পত্নীভাবে পাইতাম, তবে বুঝি সে এমন অপরূপ মূর্ত্তিতে মনোনয়নে প্রতিভাত হইত না ; সাধারণ মানবের ন্যায় মানবীর আকারে সে তাহার স্ত্রীরূপে সহধর্ম্মিণীভাবে জীবন যাপন করিত। কিন্তু এ কি অপরূপ মূর্ত্তি ?—এ কি অভিনব অনুভব ?—লাইকা তখন মানস নয়নে দেখিতেছিল—যেন, পূর্ব্বাকাশপ্রান্তে এক অপূর্ব্ব শীতল জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যোদয় হইয়াছে !—সাগরবেষ্টিতা, নদীমালিনী, শ্যামকাননাঞ্চলা, তুষারগিরিকিরীটিনী ধরণী তাহার চরণতলে আবেশনতা।—চারিধারে নীল আকাশ যেন তাহাকে স্পর্শ-আশায় অন্তরে অন্তরে শিহরিতেছে।—ঘনপুঞ্জিত মেঘরাশি

ললাটে রামধনুর সপ্তবর্ণ রেখা আঁকিয়া তাহার চরণতলে লুণ্ঠিত।—কিন্তু সেই ধরণীর—সেই আকাশের,—সেই মেঘের সেই প্রার্থনার অনুভবের এবং স্পর্শের, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন—বহুদূরে অতি ঊর্দ্ধে সেই আলোক কেন্দ্র! কেহ তাহার নিকটে নাই—একা ভক্ত হৃদয় মাত্রে প্রতিভাষিত সে নবারুণ—অতি ঊর্দ্ধে জ্বলিতেছে! তাহারই মধ্যে ও কে?—কে ও?—"উদ্যং প্রদ্যোতন শতরুচি" ও কে পুরুষ না নারী?—"সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী" ও কে দেবী?—

সে তখন বিন্ধ্যতনয়া নর্ম্মদার বিরাট প্রপাতের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। একটি সদ্যঃপ্রভাত দৃশ্য তাহার সম্মুখে ঊর্দ্ধে নিম্নে পার্শ্বে,—সর্ব্বত্র তখন মর্ম্মর পাষাণ দেহে নবোদিত সূর্য্যালোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—আর প্রবল ভৈরব জলোচ্ছ্বাস রব জগতের সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া দিয়াছে! লাইকা সেই প্রপাত প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। বিগলিত হৃদয়ের অশ্রু নয়ন বাহিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণে সে চেতনা পাইল, তখন শত শত নর নারী বালকবালিকা সেই নদীর স্রোতে স্নানে আসিয়াছে। চারিদিকে হাস্য কলরব। সে উঠিয়া বসিল; জলে উজ্জ্বল রৌদ্র জ্যোতিঃ খেলিতেছে। সহসা লাইকা যেন দেখিল, হাস্য জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা আপনার বাল্য ক্রীড়ায় চঞ্চলা!—সে কে?—ও হো কি আনন্দ! সে যে তাহারই পত্নী,—তাহার এই রক্তমাংসময় হস্তেই ত সেই পুষ্পকমনীয় হস্তখানি অর্পিত হইয়াছিল।

আবার মহোৎসাহে সে চলিতে লাগিল। পথে অজস্র বাধা—সে সকলে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সে আপনার বাঞ্ছনীয় পথে চলিল। কিন্তু একটি গুরুতর বাধায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল,পথিমধ্যে দেখিল তাহার কয়জন সন্ন্যাসী মিত্র চলিয়াছে—তাঁহারা তাহাকে ধরিলেন; হরিদ্বারে মেলা আরম্ভের মাত্র দুই মাস বিলম্ব, তাঁহারা যাইতেছেন, লাইকাকেও যাইতে হইবে! তখন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাঁহাদের উপরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিল না,—তাঁহাদের সহিত শিবালিকের অভিমুখে চলিল।—গোমুখী ক্ষেত্রে বিরাট জ্ঞানধর্ম্মসঙ্ঘ,—দেখিয়া লাইকা মুগ্ধ হইল। সে স্থানে আসিয়াছিল বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল।—কিছুদিন সেই উৎসাহেই কাটিল।

শীতের অবসান—বসন্ত পঞ্চমী চলিয়া গেল। আনন্দোৎফুল্ল লাইকা ভাবিল যদিই বা দোল পূর্ণিমায় তথায় উপস্থিত হইতে না পারি তবু মধু পূর্ণিমায় নিশ্চয়!—আর বিলম্ব করিব না। মধুঋতু সমাগমে প্রফুল্ল কোকিলের ন্যায় উন্মাদ গীত গাহিতে গাহিতে লাইকা চলিল।—সে গীতের কি সুর—কি মূর্চ্ছনা—কি আবেগ! পথের পথিক শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। নগরে নগরে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া পল্লীতে পল্লীতে নবীন-নবীনার হৃদয়ে উল্লাস তরঙ্গ তুলিয়া গাহিতে গাহিতে সে চলিল।

১৩

পথে বহুদিন কাটিয়া গেল, সাতপুরা হইতে বাহির হইয়া এতদূর আসিতে প্রায় বর্ষ শেষ হইয়া আসিল। পথিমধ্যে হরিদ্বারেও প্রায় তিন মাস গিয়াছে!—যখন লাইকা আপনার জন্মভূমিতে আসিল তখন পরিপূর্ণ বসন্ত।—বর্ষ শেষ প্রায়।—এই খানে আসিয়া তাহার শরীর অবসন্ন হইল,—চরণ যেন আর উঠিতে চাহে না! হায় কি করিয়া সে রাজভবনে প্রবেশ করিবে?—দীন হীন ভিক্ষুক, কি বলিয়া সে রাজাধিরাজের—আর সে প্রশ্ন ত এখন নয়—; একবার যেখানে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে সেখানে কি বলিয়া প্রবেশ করিবে?—

ভাবিতে ভাবিতে লাইকা হাসিল।—নিজেকে হীন বলিয়া সে লজ্জা পায় কেন?—সেত জগতে কাহারও পূজা চায় না,—কাহারো চক্ষে নিজেকে উচ্চ দেখাইতে চায় না,—তবে নিজের দীনতাকে কেন লজ্জার চক্ষে দেখিতেছে?—জীবনধারণ একান্ত কর্ত্তব্য এই জন্য ভিক্ষা করে—লোকে তাহাকে ভিক্ষুক নাম দেয়—দিক্!—তাহাতে লজ্জা কি? যদি সে নামও লোপ পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি?—লোকে তাহাকে অকর্ম্মা অপদার্থ ভাবে—! হায় কর্ম্ম! তোমার নামেও অন্তরে আত্মগরিমা পোষণ করিতে হইবে?—লোকে কি বলে—কেন বলে—সব

কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তোমার উদ্দেশ্যে প্রাণ দিতে হইবে? আগে তোমার মূল্য নির্দ্ধারণ না করিয়া আপনার আত্মত্বের মূল্য দিতে হইবে?—

সে তুচ্ছ লাইকা?—আর কত তুচ্ছানুতুচ্ছ তাহার জীবন-মরণব্যাপী সর্ব্বস্ব?—তাহার মান পরিমাণ—দীর্ঘ প্রস্থ—উচ্চ নীচের কেন এত বাদ বিবাদ?—কেন এত প্রশ্ন মীমাংসা?—পায়ের ধূলা পথে পড়িয়া থাকে, শত শত ধূলিকঙ্কররাশির সহিত দীর্ঘ পথরেখার অতি সূক্ষ্মতর অংশে সে পড়িয়া থাকে—পরে তাহার উপর দিয়া যদি এক দিনের জন্যও আরাধ্যতম তাঁহার রক্তচরণস্পর্শ দিয়া যান—মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সে ধূলার বুকে বাঞ্ছিতের পদরেখা অঙ্কিত হয়—সেই কি তাহার জীবনব্যাপী তপস্যার চরম সার্থকতা নয়?—তিনি যদি তাহার পূজার ফুলের গন্ধ নাই পান—সে যে তাঁহারই আশায় জন্মগ্রহণ করিয়া—তাঁহারই চরণে দলিত মৃত্যু লাভ করিল, এ সংবাদ যদি তাঁহার অজ্ঞাতেই থাকিয়া যায়—তবে ক্ষতি কি?—ধূলি তাহার স্বার্থকতা হইতে ত একটু ভ্রষ্ট হইল না—সে ত পরশমণির স্পর্শে স্বর্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবে এই লজ্জা এই ধিক্কার কেন?—

মাতঃ বসুন্ধরে!—অগণিত সন্তানপ্রসবিনী জননি!—অতি অক্ষম অতি দীন সন্তান এ লাইকা,—যদি তোমার কোন উপকারে ইহার জীবন শেষ না হয় মা!—সন্তানকে কি ক্ষমা করিবে না?—বিধাতৃসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড কল্পনায় অপূর্ব্ব উদ্যান রূপিণী

তুমি,—শত সুগন্ধ পুষ্পে তোমার বক্ষ সুগন্ধিময়—সহস্র উজ্জ্বল পুষ্পে তুমি বিচিত্র মাধুর্য্যময়ী—; মা গো, যদি এই সামান্য বৃক্ষে সামান্য সূর্য্যমুখী ফুল তাহার চিরবল্লভের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র কার্য্যে জীবন শেষ করিয়া সন্ধ্যার মৌন অন্ধকারে তোমার বুকে ঝরিয়া পড়ে—তবে কি তুমি তাহাকে তোমার শীতল ক্রোড়ে স্থান দিবে না ?

লাইকা কাঁদিতে লাগিল।—সম্মুখে প্রসারিত শস্য ক্ষেত্র—গোধূম ক্ষেত্রের দীর্ঘ শীষ ক্রমে নুইয়া পড়িতেছে,—পাশ দিয়া ক্ষুদ্র পথরেখা বহিয়া পল্লীবধূ গাগরী মাথায় জল লইয়া ফিরিতেছে। সূর্য্য কখন অস্ত গিয়াছে সে তাহা জানিতেও পারে নাই—সহসা চক্ষু তুলিয়া দেখিল অন্ধকার—সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অশ্রু মুছিয়া লাইকা উঠিল ; হায় বাঞ্ছিতে ! হায় প্রেয়সী ! —ভক্তজনের নিকট তুমি এত দুর্ল্লভ কেন ?—যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ তাহারই নিকট হইতে তুমি দূরে উচ্চে বাস কর কেন ?—দয়াময় ভগবান্!—তোমার সেবকের নয়নেই সাগর জল আসিয়া বাস করে কেন ?—কাতরের অশ্রুজল কি তোমার প্রিয়—প্রিয়তম ?—যে তোমায় ভালবাসে তাহাকে কাঁদাইতে কি তোমার ভাল লাগে ?—তবে তাই হৌক—তবে আয় রে অশ্রু ! তুই আমার সর্ব্বশ্রেয় প্রিয়—সুতরাং আমারও প্রাণাধিক প্রিয় !—

লাইকা এবার বসিয়া পড়িল।—গদগদ কণ্ঠে কি গাহিতে

লাগিল—চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিমাঞ্চলে ঢলিয়া পড়িতেছে, পার্শ্বে মোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী রোহিণী।—

মৃদু হাসিয়া লাইকা বলিল—"তুমি রাজাধিরাজতনয়া আর আমি দরিদ্র, তুমি উচ্চে স্বর্ণচূড় প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর আমি এই নগণ্য পল্লীর অজ্ঞাতনামা সামান্য দীন—তবু তুমি আমার, একান্তই আমার। তুমি আমার পত্নী, এ গর্ব্ব রাখি না দেবী,—শুধু তোমায় ভালবাসি—তোমারে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি, তোমার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সমস্ত বিকাইতে পারিয়াছি—এই আনন্দে তুমি আমার!—জীবনে মরণে আমি একান্তই তোমার—এই অখণ্ড বিশ্বাসে তুমি আমার? আমার আমিত্ব কেবল তোমার তবত্বে লীন হইয়া গিয়াছে। আমি বলিতে তোমাকেই বুঝায়—আর তুমি বলিতে বুঝি আমি; আপনার জীবনরূপিণী তোমাকেই অনুভব করি, তাই—তাই—আমার ধ্যান জ্ঞান অনুভব—; আমার জীবন মরণ স্মরণ, আমার তারক তৃপ্তি তর্পণ!—আমার সর্ব্বস্বরূপে তুমি আমার! আত্মার দুই দিনের ক্রীড়াভূমি দেহকে যদি আমার দেহ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি—দুইদিনের বাসভূমি পৃথিবীকে আমার আবাস বলিয়া স্বীকার করি—তবে হে আমার আত্মার চিরনিলয়রূপিণী দেবি! তুমি আমার—এ কথা বলিব না কেন?

সর্ব্বত্রব্যাপী কি এক প্রসন্নতার অনুভবে লাইকা শিহরিয়া উঠিল! এ সত্য যথার্থই, এ সম্পূর্ণ সত্য?—এ জগতে কিসের অভাবে কিসের বেদনা? সংসারে এত হায় হায় কেন?

নিজের আত্মার স্বানুভবে এত প্রীতি, এত শান্তি, এত শক্তি সত্ত্বেও মানুষ এত অভাব দুঃখ সৃষ্টি করে কেন?

কিন্তু লাইকা এইখানে অন্তরের মুক্তদ্বারের সম্মুখে সহসা নীরব হইল; এ প্রসন্নতা কি শুধু তাহার হৃদয়ের প্রবণতায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে অথবা—এ কি?—তাহার অন্ধ চক্ষুতে সে সহসা এই বিপুল জ্যোৎস্না উদিত হইয়াছে, এ আলোকের কারণ-নির্ণয়ে অশক্ত হইয়া সে নীরব হইল।

সম্মুখে বিরাট্ অসীম আকাশ—কত বৃহৎ তারা, কত তারকাপুঞ্জ—কত নীহারিকামণ্ডলী! কত দূরে – কোন্ অসীমে ইহারা জ্বলিতেছে? আবার তাহার উপর?—কোথায় এ অসীমের সীমা?—লাইকা চক্ষু মুদিল,—সম্মুখে সীমাহীন হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব আবেগে ফেনিল তরঙ্গায়িত সাগরের ন্যায় দিগন্ত-রেখায় বা চিন্তার অতীত ক্ষেত্রে লীন!—এ সর্ব্বত্রময়ী অসীমার মধ্যে কোথায় এ আলোককেন্দ্র!

ভাবিতে ভাবিতে বোধ হয় সে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিল—যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। ক্ষীরোদ-সাগরের চূর্ণ মুক্তামালায় সজ্জিত ধবল বক্ষে উচ্চ পর্ব্বত স্থাপিত, কৃষ্ণ পাষাণ গাত্রে দুগ্ধ-ঊর্ম্মি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—পর্ব্বতের কটিদেশে শ্বেতমাল্যের ন্যায় বৃহৎ সর্প—পুরাণকথিত ভূধারণশক্তিশালী বাসুকি। তাহাকে ধরিয়া দুইপাশে দেবাসুরের শক্তির ও শান্তির অদম্য চেষ্টা যে, সেই অসীম পারাবার মন্থন করিয়া জগতের শ্রী ও আলোকের মূর্ত্ত প্রতিমাদ্বয়কে উদ্ধৃত করিবে! আরও লইবে মৃতসঞ্জী-

বনী—চির-মরণশীল জগতে মৃতসঞ্জীবনী সুধা? অদম্য চেষ্টা, মিলনমন্ত্রে আজ বল ও সমতা একত্র, উভয়ে প্রাণপণ বলে সেই বিশাল ভূধরকে আন্দোলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিপুলশক্তি নাগরাজও মরণবলে? সেই সাধনামন্ত্রকে জড়াইয়া আছে—কিন্তু সাধ্য অচল, পর্ব্বত অটল!

হায় শক্তি—হায় সাধনা! কার বলে এ মহোদধি সঞ্চালন করিবে? পুরুষকার—একা পুরুষকার এ অসাধ্য সাধন করিবে? অসম্ভব! ইহা যে অসম্ভব, তাহা দেবাসুরও বুঝিল, এই নৈরাশ্যের বেগে আকুলতার দৈন্যে তাহারা অদৃষ্ট দৈবনিয়ন্তাকে স্মরণ করিল—"হে নীলভূধরকান্তি, শতসূর্য্যসমুজ্জ্বল!—এস, তুমি হৃদয়ে শক্তি ও বাহিরে মুর্ত্তিরূপে উদয় হও প্রভু!—"

তখন সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও লাইকা দেখিল,—অপূর্ব্ব শোভা। আকাশ ব্যাপিয়া এক স্নিগ্ধচ্ছায়া নামিয়া আসিতেছে। ধবল দুগ্ধ-সাগর সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত, মন্দারের উচ্চশিরে সেই নীলচ্ছায়া যেন ঘনীভূত,—দেখিতে দেখিতে গিরিচূড়ায় যেন নবপ্রভাতের পূর্ব্বরাগ দেখা দিল,—তাহার পর সেই উষারাগরঞ্জিত বর্ণচ্ছটামধ্যে তরুণ অরুণ উদয় হইল—ছায়া-নিম্নে আলোক,—তাহার মধ্যে ও কে? কে-ও "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী—সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট?" কে ও অভয়বরদহস্ত—প্রীতিহাস্য কুশলী?—

দেখিতে দেখিতে তখন সেই বিপুল দেবাসুর-মিলনসমষ্টি ভক্তিনত হইল। সকলেই চিনিল, ইনি সেই জীবমঙ্গলনিদান

কল্যাণমূর্ত্তি, সকল গর্ব্বের অবসানে একমাত্র শিব-চৈতন্য! আপনার শক্তিতে হতাশ হইয়া জীব যখন জগৎ ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় জগতে দৃষ্টিপাত করে, তখন হৃদয় মাত্রে যাহার অনুভব পায়—ইনিই তিনি।—তখন কোন অদ্ভুত শক্তিতে সেই পর্ব্বত ঢুলিয়া উঠিল। প্রবল উৎসাহে যেন দেব দানব সকলে নাগরজ্জু আকর্ষণ করিবামাত্র সাগরবক্ষ ফেনিল করিয়া তরঙ্গ উঠিল।

তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, মানব-হৃদয়ে ভাবের পর ভাবলহরীর বিচিত্র উদ্ভব!—মন্থন চলিতে লাগিল, দৈবভক্তিতে অনুপ্রাণিত জীবশক্তি অসীমার মধ্যে ধ্যানযোগে কর্ম্মযোগে শত শত রত্নরাজির সৃষ্টি করিল, ধনশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ উঠিল,—দেবাসন, উচ্চৈঃশ্রবা—ঐরাবত উঠিল, বিলাসের অপূর্ব্ব উপচারণ পারিজাত উঠিল—অবশেষে মানবহিতের চরম উপাদান সুধাভাণ্ড-কর ধন্বন্তরি চিকিৎসা-শাস্ত্রের সকল মন্ত্র লইয়া উত্থান করিলেন,—জগতে বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাস উঠিল,—আনন্দ হল্‌হলায় সাগর-গর্জ্জন লোপ পাইল!

সবই ত পাইল, তবু প্রাণ কি চায়?—ধন, জন, সুখ, আরোগ্য—ইহার পরও মানব কি চায়?—

লাইকা আপন অন্তরে চাহিল,—আছে, অভাব আছে, হৃদয়গুহা অন্ধকারাচ্ছন্ন—আলোক চাই—ঔজ্জ্বল্য চাই।

আবার মন্থন চলিল, ঊর্দ্ধে গিরিশিরে যে আলোককেন্দ্র জ্বলিতেছে, তেমনি মধুর, তেমনি সুন্দর আলোক চাই।—

হাঁ, অমনি সুন্দর, ঐ সাদৃশ্য ছাড়া বুঝি জগতে আর আলোকের আদর্শ নাই।

আছে কি জীবহৃদয়ে ঐ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গকণা? উঠিবে কি তাহা এই মন্থন আলোড়নে? দয়া কর দেব, দয়া কর! তোমার দয়ামাত্রেই সে আলোকের উদ্ভব সম্ভব—নতুবা নহে!

আঘাতে আঘাতে সাগরহৃদয় মথিত চূর্ণীকৃত হইতেছিল—আর বুঝি সেই বিন্দু ফেনাশ্রু উর্দ্ধে সেই অরুণ চরণদ্বয়ের স্পর্শও পাইয়াছিল! দেবাসুর শ্রান্ত কাতর,—আবার সকলে গিরিচূড়াসীন বিপদ্হারী মধুসূদনকে স্মরণ করিল।

এস এস সকল শ্রমহারী সুশীতল জ্যোতির্ম্ময়! তোমার চিত্ত নয়ন-নন্দন কোমল-রূপ সকলকে দেখাও!—তোমার শক্তি ধন্য, তোমার স্নেহ ধন্য—সকলই পাইলাম,—এইবার এস হে কমনীয় কোমল কান্তিধর-হৃদয়-মাঝারে সুশীতল প্রেম! প্রাণের প্রীতিতে জীবন মরণ উজ্জ্বল করিয়া দাও!—

মেঘাচ্ছন্ন—লাইকা যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল!—আহা, কি অপূর্ব্ব আলোক!-শুভ্র সাগরমধ্যে—দ্বিধাহীন হৃদয়-মধ্যে কি বিপুল জ্যোৎস্না ভাসিয়া উঠিল!—

সে আলোক দর্শনমাত্র সিন্ধু যেন উছলিয়া উঠিল। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ চূর্ণ সলিলে সেই শুভ্র আলোক জ্বলিতে লাগিল। জল উজ্জ্বল, স্থল উজ্জ্বল—চরাচর যেন ঐ এক আলোকে হাসিয়া উঠিল। নিদ্রাতুর লাইকা স্বপ্নেই দুই বাহু তুলিয়া

প্রণাম করিল। হাঁ, ইহাই জীবহৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি প্রীতি!— সর্ব্বস্থানে অবাধ প্রসারিত শিব জ্যোতিঃ।

আলোককেন্দ্র উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। সাগর মহাতরঙ্গে বাহু তুলিতেছিল,—যেন ছাড়িতে চায় না! যেন অসুরবৃন্দ মুগ্ধ চক্ষে সেই শোভা দেখিতেছিল, মন্দার অচল। সকলে তখন উর্দ্ধে চাহিল।—

কোথায় দেবতা? সেই গিরিচূড়াসীন ভগবান্ কোথায়? —দেবাসুর মুহূর্ত্তে শিহরিয়া উঠিল,—এ কি ভ্রান্তি. এ কি অভাব সকলকে আচ্ছন্ন করিতেছে আবার?—লাইকা বুঝিল যে আলোকে তাহার হৃদয়-মন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা এই আলোকেরই কণা—কিন্তু—আবার কিন্তু?—অনন্ত বীর্য্যশালীর দয়ায় যাহা হৃদয়সাগর ভেদ করিয়া প্রাণ আলোকিত করিয়াছে —তাহার মধ্যেও এ কি শূন্যতা?—প্রাণ আরও কি চাহে?— তখন মনেরও অজ্ঞাতসারে প্রাণ ডাকিল,—দয়াময়—দয়াময়!—

বিচিত্র চন্দ্রোদয়!—প্রকাণ্ড মণ্ডল ধীরে ধীরে আকাশ-গাত্রে উত্থিত হইতেছে। ক্রমে নগরাজের-চূড়ার সম্মুখে আসিয়া তাহা যেন স্থির হইল।—প্রকাণ্ড পর্ব্বতের প্রত্যেক গুহাও আলোকিত—আলোকিত সমুদ্র যেন গলিত রজতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে!—

ঐ যে ভগবান্—হাঁ, ঐ আবার সেই ভক্তনয়নানন্দমূর্ত্তি! —দুটি বাহু প্রসারিত—যেন একান্ত আগ্রহভরে ভাবুক-হৃদয়ের সেই চরম বিকাশ প্রীতিবৃত্তিকে আলিঙ্গনপ্রয়াসী!—

আর ও কে ?—চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে সহসা প্রকাশিত চিন্তাতীত রাগিণী সৌন্দর্যাপ্রতিমা,—শরীরিণী শ্রী ?—কে গো ঐ হাস্যপুলকিতা দেবী ?—কে কে—কে ও ?—যাহাকে পাইবার জন্য স্বয়ং ভগবানও লালায়িত তৃষাতুর !—লাইকা নিজের হৃদয়ে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল।

কে এ ?—জীবনপ্রতিমা চিরবাঞ্ছিতা কে ও জ্যোতির্ম্ময়ী ? ও মূর্ত্তি লাইকার পরিচিতা—কিন্তু কে ?—

সুধাংশুহৃদয়বাসিনী দেবী ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, ধীরে ধীরে সেই চন্দ্রবিম্বমন্দারচূড়ার নিকটে আসিল। জগতের একমাত্র অধীশ্বর—মানবদেহের জীবরূপী পরমাত্মা যেখানে বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে সেই পূর্ণ শশধর আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য আনিয়া ধরিয়া দিল।

তাহার পর ? সেই অমৃতরূপিণী দেবী সেই মহামহিমাময়ের হৃদয়ে লীনা হইলেন! আকাশে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না জলে তাহার বিশাল লীলা,—জগৎ যেন এক বিরাট্ আলোরাশিতে ডুবিয়া গেল;—আকাশে সাগরে যেন আর কোন পার্থক্য নাই, কেবল জলকল্লোলের ছলছল কলকল ধ্বনি সমস্ত পৃথিবীর মহানন্দকল্লোলের ন্যায় উছলিয়া উঠিতেছিল!

কি আনন্দ, কি উল্লাস! অনুভবাতীত অনুভব!

লাইকা আত্মহারা হইয়া দেখিতেছিল। মানবহৃদয়সাগরে কি এই জ্যোতির্ম্ময়ী বাস করেন ? এও কি সম্ভব ?—হাঁ, সম্ভব!

লাইকা তৎক্ষণাৎ চিনিল,—তাহার চির-আরাধ্যা জীবন-

দেবতার মূর্ত্তিতে বিলীনপ্রায় ওই দেবী তাহারই প্রেমপ্রতিমা রাজকুমারী বারি !—

সেই মুহূর্ত্তেই তাহার তন্দ্রা মূর্চ্ছায় পরিণত হইল।

• •

১৪

উষার শীতল বায়ু স্পর্শে লাইকার মূর্চ্ছা বা নিদ্রা ভাঙ্গিল. সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার স্মরণ হইল—যে সে সমস্ত রাত্রি এই মাঠেই কাটাইয়াছে। এজন্য তাহার কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহার প্রিয় বন্ধু দেবীপ্রসাদের মাতা তাহার অদর্শনে হয় ত অযথা চিন্তিত হইবেন, এই আশঙ্কায় সে কিছু উদ্বিগ্ন হইল।

আলস্য ত্যাগ করিয়া লাইকা উঠিল। পূর্ব্বাকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ মৃদু রক্তাভাষরঞ্জিত, মধ্যভাগে দিগ্বলয়-রেখা যেন নিম্নস্থ কোন মহাজ্যোতিঃর উজ্জ্বলতায় গম্ভীর রক্তোজ্জ্বল। সেই দৃশ্য দেখিয়া লাইকার গত রাত্রির স্বপন স্মরণ হইল।

সে প্রথমতঃ বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল। কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! সে কি দেখিল? যাহা দেখিল, তাহাই বা কি?—

পরক্ষণেই তাহার পথশ্রান্ত ক্লান্তিবিবর্ণ মুখশ্রী আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল! সে দুই হাত তুলিয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যরশ্মিকে প্রণাম করিয়া সেই মৃৎপ্রস্তরস্তূপ হইতে নামিয়া গেল।

পথে দেখিল, দেবীপ্রসাদ আসিতেছে; লাইকাকে দেখিয়া

বলিল, "এই যে? আমি তোমাকেই ডাকিতে যাইতেছিলাম। কাল বাড়ীতে রাখালের নিকট শুনিলাম, তুমি টিলার উপর বসিয়া গান করিতেছিলে, সেই জন্য আর তোমায় বিরক্ত করিতে আসি নাই, ভাল আছ ত লাইকা?"

"ভাল থাকিব না ত কি হইয়াছে আমার?" উচ্চ হাসিয়া লাইকা বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করিল। দেবীপ্রসাদের এই স্নায়বিক পীড়াটি অত্যন্ত প্রবল ছিল, সে সহসা এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া মহাবিব্রত হইল, এবং বন্ধুর এই হাস্যপ্রবণতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়কাতর ভাবে বলিল, "ছাড়িয়া দাও, ও লাইকা, তোমার আজ কি হইয়াছে ভাই, সকালবেলায় অত হাসিতেছ কেন,—সমস্ত দিন এই রকমে কাটাইবে নাকি? ছাড় ছাড়—তোমার পায়ে পড়ি ভাই—"

লাইকা তাহাকে দুই হাতে উপরে তুলিয়া মাথা টপ্‌কাইয়া উল্টাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া উচ্চ হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল— পরে বিস্ময়বিমূঢ় দেবীপ্রসাদ উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

সেদিন মহানন্দে লাইকা দেবীপ্রসাদের মাতৃদত্ত অন্নাদি ভোজন করিল, বন্ধুর বালক-বালিকাগুলিকে লইয়া খেলা করিল। এবং বন্ধু-পত্নীর নিকট গিয়া দেবীর নামে দুই একটা মিথ্যাকথা বলিয়া দুইজনের ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া খানিকক্ষণ খুব হাসিল। পরে শুনা গিয়াছিল, পত্নীর এই মান ভাঙ্গিতে

দেবীপ্রসাদকে দশ মুদ্রা ব্যয়ে একখানি উৎকৃষ্ট রেশমী সাড়ী ক্রয় করিতে হইয়াছিল। কারণ, লাইকা নাকি বলিয়াছিল, ঠিক ওইরূপ সাটীই সে বন্ধুকে কয়দিন পূর্ব্বে পাটনার বাজারে ক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

রাত্রির আহারান্তে সকলে যখন শয়নে যাইতেছেন—তখন লাইকা দেবীকে বলিল, অদ্যই উষাকালে সে অন্যত্র যাইবে! দেবী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—"সে কি লাইকা, এই দুই দিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবে?—কেন—আমি কি অপরাধ করিলাম?"

"অপরাধ কি রে পাগল! ও কথা কেন বল ভাই! তবে দেখি"—বলিতে বলিতে লাইকার মুখভঙ্গী কেমন সুকোমল হইয়া উঠিল, চক্ষুতে যেন গাঢ় ভাব দেখা গেল, সে বন্ধুকে—আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বনে উদ্যত হইল।

সলজ্জে দেবীপ্রসাদ তাহার বেষ্টন-মুক্ত করিয়া বলিল,—"তোমাকে আমি পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর! কিন্তু জানিও লাইকা, এত দিন পরে আসিয়া—"

"চুপ্ চুপ্—বাধা দিস্‌নে—বাধা দিস্‌নে! ওরে দেবী, তুই জানিস্ না!" দেবী বলিল,—"কি জানি না বল!"

লাইকা বলিল,—"জানিস্ না,—এই যে লাড়লী এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার মাতারও বড় নিদ্রা আসিতেছে—আর তিনি মনে মনে লাইকাকে গালি দিতেছেন! চল্ তুই, জানিস না কিছু?"

দেবীপ্রসাদকে ঠেলিয়া লইয়া লাইকা তাহার শয়ন-গৃহে দিয়া আসিল, বধুর তখনও আহার শেষ হয় নাই। ঘরে একা দুইটি শিশু শয়ন করিয়া আছে,—দেখিয়া লাইকা বলিল, "এ কি! বধূ ঠাকুরাণী কোথায়? এখনও তাহার রাগ ভাঙ্গিস্ নাই দেবী?"

দেবী কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লাইকা বলিল,—"চুপ চুপ্! তোকে আর বলিতে হইবে না, আমি জানি, তুই চিরদিনের—গর্দ্দভ! বধূ ঠাকুরাণী! বধূ ঠাকুরাণী! বধূ ঠাকুরাণী কোথায় গেলে?"

দেবী আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, "চুপ. চুপ. লাইকা! তোমার পায়ে পড়ি।"

১৫

প্রভাতে লাইকা চলিল। পরিচিত গ্রাম-পথ, সকলেই তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিতে চায়,—ধরিয়া রাখিতে চায়। হাসিয়া হাসিয়া লাইকা তাহাদের মিষ্ট সম্ভাষণ করিল। দু একদিনের ভিতরেই ফিরিয়া আসিবে, আশ্বাস দিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল। একদিন পথে গেল, পরদিন প্রায় সন্ধ্যায় সে রাজগৃহের নিকটস্থ এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সহসা পরিচয় দিতে সাহস নাই, সে গ্রামপ্রান্তে এক অজ্ঞাতনাম দেবালয়ে আসিয়া থাকিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজগৃহে গমন করিবে।

গভীর রাত্রে লাইকার ঘুম ভাঙ্গিল, কেমন করিয়া সেখানে

যাইবে, কি বলিবে ইত্যাদি নানা চিন্তায় তাহার মন বিহ্বল হইতেছিল; দূর হইতে যে সুখের মুর্ত্তি তাহার চক্ষে অকলঙ্ক চন্দ্রের স্থায় সুন্দর বোধ হইতেছিল, সেই বাঞ্ছিত বস্তুর সান্নিধ্যে তাহাকে যথেষ্ট মেঘাবৃত দেখিল!

সকল চিন্তার নাশের উপায় আছে, একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শনই সকল আঘাতের ঔষধ—কিন্তু!—

একটি প্রকাণ্ড 'কিন্তু' লাইকার হৃদয়ে উদিত হইল। যদি সেই যত্নলালিতা রাজকন্যা গরবিণী ভূপালনন্দিনী—এই নামে মাত্র স্বামী—যে একরূপ ঘৃণাভরেই—এতদিন তাহাকে ভুলিয়া আছে, সেই নিষ্ঠুর স্বামী—অক্ষম দরিদ্র দীনহীন লাইকাকে দেখিয়া ঘৃণা করেন? একমাত্র অন্তর্য্যামীই তাহার অন্তরের সীমাহীন সাগরতুল্য ভালবাসা দেখিতেছেন, মানুষের চক্ষু তাহা যদি না দেখে?

এই পঙ্কিল চিন্তায় লাইকা মরমে মরিয়া গেল। সে যাহাকে দেবী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এই আঁধার ভাবনা তাহাকে কশাঘাত করিল—অতঃপর তাহার নিজের আকাঙ্ক্ষিতার ও আপনার মধ্যের এই পার্থক্য তাহাকে পীড়িত করিল, স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ঘরে সে আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে বায়ুর মৃদু স্পর্শ, বৃক্ষপাতার তরুণ মর্ম্মর, সুকোমল সহানুভূতির স্থায় তাহাকে আসিয়া ঘিরিল, বাহিরে আসিয়া সে অনেকটা শান্তি লাভ করিল।

তখন ভাবিয়া ভাবিয়া লাইকা স্থির করিল,—না, এভাবে যাওয়া হইবে না, প্রথমতঃ ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহার পর রাজবাটীর রাজকন্যার সমস্ত বার্ত্তা লইয়া তবে সেখানে যাইতে হইবে।—ইহাও ভাবিল যে, সন্ন্যাসিবেশই সর্ব্বাংশে নিরাপদ।

সন্ন্যাসিবেশ তাহার সঙ্গেই ছিল, মধ্যে কয়দিন দেবীর নিকটে সে বেশ ত্যাগ করিয়াছিল মাত্র। সেই রাত্রিতেই সে আবার গৈরিক-ভস্মাদি গ্রহণ করিল, যথাসাধ্য আকারেও ছদ্মভাব ধরিতে চেষ্টা করিল। প্রভাতে পথে বাহির হইয়া লাইকা দেখিল, অতি পরিচিত ব্যক্তিরাও আর তাহার প্রতি ফিরিয়া দেখে না। তখন সে বুঝিল, তাহার ছদ্মবেশ ঠিক্ হইয়াছে। তখন নিশ্চিন্তমনে রাজধানীর পথ ধরিয়া চলিল।

বেলা দুই প্রহরের সময় সে নগরে প্রবেশ করিল। রাজ-পথ লোকারণ্য, চারিদিকে অসংখ্য প্রাসাদশ্রেণী দৃষ্টি রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—লাইকা প্রথম বিচলিত হইল, সে কোথায় চলিয়াছে? কোথায় গিয়া প্রথম দাঁড়াইবে?—সেই নগরী, সেই পথ, যেখানে লাইকা পূর্ব্বে অবাধ গতিতে ভ্রমণ করিয়াছে,—আজ কিন্তু সেইখানেই তাহার মুহুর্মুহুঃ পথভ্রান্তি হইতে লাগিল,—সে কোথায় যাইবে?—কেন যাইতেছে? যে আশায় চলিয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে কি না?—হায় সংসার! তোমার কোথাও কি নিশ্চিন্ততা নাই?—এত দুর্ভাবনা, এত

অনিশ্চয় সংশয় লইয়া পৃথিবীর মানুষ কেমন করিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে বাস করিতেছে ?

ভাবিতে ভাবিতে লাইকা নিজের প্রাণের দুর্ব্বলতায় মনে মনে হাসিল। যথার্থ,—সে সংসারের পক্ষে এমনি অকর্ম্মণ্য বটে! তবে ভগবান্‌ই বা এ অপদার্থকে সৃজন করিয়াছেন কেন? আর জননী ধরিত্রী দেবী—যে দীন সন্তান তাহার কোন উপকারে আসিল না, তাহার সকল ভার কেন বহন করেন ?

হে সর্ব্বশক্তিমান্! অহেতুক দয়াশীল! তোমার শক্তির জয় হউক! তোমার নাম ধন্য হৌক! অধম লাইকা যেন তোমার দয়ায় অবিশ্বাসী না হয়,—কে বলে সংসার দুঃখের ?

প্রফুল্লচিত্তে সে তখন নগর-চত্বরের পার্শ্বে এক বিশাল দীর্ঘিকার সোপানে আসিয়া বসিল। অনেক পথিক, অনেক সন্ন্যাসী যেথানে বসিয়া আছে,—কেহ বা ইটের চুল্লি জ্বালাইয়া খিচুড়ী পাকাইতেছে। জলে বালক, বালিকাগণ ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া স্নান করিতেছে, গ্রাম-বৃদ্ধেরা কেহ জলে, কেহ সোপানে বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে মাঝে মাঝে বালকদিগের প্রতি সঙ্কোচদৃষ্টি করিতেছেন।

ইহারই মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া একজন প্রসন্নমূর্ত্তি নাগরিকের নিকট লাইকা বসিল। তিনি বাজার করিয়া এক প্রকাণ্ড পুঁটলি বাঁধিয়া চলিয়াছেন,—সম্প্রতি কিছু শ্রান্তি দূর করিবার মানসে এখানে আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে

আলাপ ইচ্ছার ব্যগ্রভাব দেখিয়া সে বুঝিল, ইঁহার নিকটে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবার আশা আছে।

লাইকাকে কাছে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—"কি সাধু বাবা,—কোথা হইতে আগমন হইল, কোথা যাইবেন ?" ইত্যাদি কথায় তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে লাইকাও তাঁহার কথায় ব্যগ্রভাবে যোগ দিল, মনের মত মানুষ পাইয়া গল্পপ্রিয় লোকটি গৃহগমনের কথা ভুলিয়া গেল, তিনিও সম্প্রতি প্রয়াগধাম গিয়াছিলেন, সেখানকার পাণ্ডানীরা কিরূপ প্রচণ্ডা, গঙ্গার জল কত অল্প—ইত্যাদি নানা বিবরণ দিলেন। তাঁহার পিতামহী যে অতি দূর ও দুর্গম তীর্থ শ্রীজগন্নাথজী দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে ভুলিলেন না ; পরে যখন শুনিলেন, লাইকা সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও বদ্রিনারায়ণ দর্শন করিয়াছে, তখন সাধুর প্রতি তাঁহার এমন অগাধ ভক্তি জন্মাইল যে, বাড়ীতে যদি বৃদ্ধা মাতা না থাকিতেন ত ঝগড়াটী বধূর মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চয় বাবাজীর চেলা হইয়া তাঁহার সহিত তীর্থে তীর্থে বেড়াইতেন।

অবশেষে নগরের কথা, হাটবাজারের কথা, সরিষার দর চড়িয়া যাওয়ায় তেল কত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, সে কথা হইতে হইতে লাইকা ধীরে ধীরে রাজবাটীর কথা পাড়িল।

রাজবাটীর কথায় হঠাৎ সেই বাচাল প্রৌঢ়টির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিছু প্রবলভাবে—ঘাড় নাড়া দিয়া বলিলেন,

"আহা হা, রাজার কথা বলিবেন না।—সেই দারুণ শোকের পর আর তাঁহার নাকি মুখে হাসি নাই—সে দিন শুনিলাম—"

লাইকা বিস্মিতভাবে বাধা দিয়া বলিল,—"শোক! কোন্ শোক? সম্প্রতি রাজবাটীতে কি কাহারও কিছু হইয়াছে?"

"জানেন না আপনি?" আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি ইহাও জানেন না? রাজকুমারী আমাদের রাজকন্যা ৺কাশীলাভ করিয়াছেন! হাঁ বাবাজী! কাশীতে পুরুষ মরিয়া ত শিব হয়, স্ত্রীলোক মরিয়া ভগবতী হয় না কি?"

লাইকা বোধ হয় কথাগুলি শুনে নাই,—বিস্ফারিত-চক্ষে প্রজ্বলিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"রাজকন্যা! কোন্ রাজকন্যা?—"

"আঃ! তাহাও জানেন না? আপনি কি কখনো এ দেশে আসেন নাই?—আমাদের রাজার ত আর সন্তান নাই—ঐ একমাত্র কন্যা ছিলেন বারি দেবী!"

লাইকা বাহিরে পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিল, কিন্তু প্রাণ তাহার হৃদয়ের মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একবার সে দৃষ্টি তুলিল—এ কি নূতন দৃশ্য? এই কি সেই পৃথিবী?—রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য পটাদি অপসৃত হইলে তাহার যেরূপ কঙ্কালসার মূর্ত্তি বাহির হয়, তেমনি করিয়া ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত বর্ণ, সকল আলোক সরাইয়া দিল! এ কি কর্কশ দৃশ্য! কি ভীষণ মূর্ত্তি!

বচনপটু নাগরিক বলিয়া যাইতেছিলেন—"হাঁ, সেই বারি

দেবীর বিবাহ হইয়াছিল লাইকাজীর সহিত,—তাহাকে জানেন বাবাজী ?"

রুদ্ধস্বরে লাইকা বলিল,—"জানি—তার পর ?"

"তার পর কিন্তু তিনি স্বামীর আর দেখা পান নাই! লাইকা নাকি সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার ত বিবাহ করিবার মোটে অভিপ্রায় ছিল না, মহারাজই জোর করিয়া বিবাহ দেন; কিন্তু ফল তার কি ভাল হইল বলুন, লাইকাজীও দেশত্যাগী হইলেন, রাজকুমারীও স্বামী হারাইয়া প্রাণে বাঁচিলেন না!"

মৃদুস্বরে লাইকা জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার কি পীড়া হইয়াছিল জানেন ?—"

"না কৈ তাহা ত শুনি নাই! এখানে ত তাঁহার মৃত্যু হয় নাই যে জানিব! তবে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল ছিল শুনিতাম, কখনো ত সাধ করিয়া কিছু খাইতেন না বা পরিতেন না,—রাণী-মা নাকি সেজন্য কত দুঃখ করিতেন।"

তিনি আরও কত কি বলিতেছিলেন, লাইকা তাহা শুনিতে ছিল না, সে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল, "এততেও লোকের হৃদয় আমার প্রতি অনুকূল ?—এমন ঘৃণিত জীবকে এখনও সংসারের লোক ভালবাসে ?—ছি ছি!" এই ভালবাসাই তখন লাইকার অসহ্য বোধ হইল,—যাহাকে দেবতারা ঘৃণা করেন—যাহাকে তাহার প্রাণাধিকা বারি ক্ষমা করে নাই, তাহাকে অপরে কেন ক্ষমা করিবে—কেন ভালবাসিবে ?—মৃত্যু যাহাকে ঘৃণায় স্পর্শ

করে নাই—সে আবার জগতের প্রীতির স্পর্শ পাইবে কেন ? —সে সর্ব্বস্বহারা প্রাণ কেন এখনও তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে !—

তাহার শুষ্ক মুখে চক্ষে বেদনার দাহন নাগরিকও লক্ষ্য করিলেন,—শশব্যস্তে বলিলেন, "হা বাবাজী ! বড় দুঃখের কথাই বটে—আপনি কি বড় কষ্টবোধ করিলেন এ কথায় ?"—

লাইকা কি বলিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন,—"এই সন্ন্যাসী সাচ্চা লোক বটে, নতুবা পরের দুঃখে পরে এত ব্যথা পাইবে কেন ?"—তার পর আর গল্প জমিতেছে না দেখিয়া সাধুবাবাকে প্রণাম করিয়া পোঁটলা লইয়া লোকটি চলিয়া গেলেন। চারিদিকে তেমনি কোলাহল, উত্তেজনা, উৎসাহ,—কিন্তু লাইকার অন্তঃকরণ তখন নীরব হইয়া গিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের তীক্ষ্ণ রৌদ্র মাথার উপর আসিল, ক্রমে গড়াইয়া মুখে পড়িল, পথিকেরা তখন সকলেই ছায়ায় গিয়া বসিয়াছে, কিন্তু লাইকা উঠিল না, কচিৎ দু একটি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তাহাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবাজী ! রৌদ্রে বসিয়া কেন ?" কিন্তু উত্তর না পাইয়া মীমাংসা করিয়া লইল যে, সাধু হয় ত সমাধিতে আছেন।

বেলা শেষ ; আবার সোপানতলে জনতা দেখা দিল, তখন লাইকা উঠিল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিল, গঙ্গাতীরও জনশূন্য নয়—বসন্ত-প্রদোষে কত

নর-নারী জলে নামিয়া সমস্ত দিনের শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহ শীতল করিতেছে। খেয়া-ঘাটে ছোট ছোট নৌকাগুলি জনপূর্ণ, নগরের কাজ শেষ করিয়া—দোকান বাজার করিয়া সকলেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে। লাইকা সে দিক্ দিয়া গেল না, -কম্পিত দ্রুত চরণে সে এ সকল দৃশ্য এড়াইয়া শ্মশানঘাটে নামিল —

"মা পতিতোদ্ধারিণী! এ অধম সন্তানকে তুমি ক্ষমা করিবে না?—এত কষ্ট, এত ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি সে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় চায়, তুই কি তাহা দিবি না মা জননি?—"

লাইকা একেবারে জলের নিকট আসিয়া শুইয়া পড়িল; —বড় যে কান্না পায়! মাথার সব চুল যে এক একটি করিয়া ছিঁড়িতে ইচ্ছা করে—আর সর্ব্বাপেক্ষা গভীর আকাঙ্ক্ষা হইতেছে যে, বুকের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত রক্ত এই গঙ্গার জলে ঢালিয়া দেয়!—

তীরের শ্মশান-দৃশ্য ক্রমেই অস্পষ্ট হইতেছিল,—সন্ধ্যার অন্ধকার প্রগাঢ়;—কতক্ষণ সে এইভাবে পড়িয়া থাকিল! দূরে-দূরে মন্দির-দেবালয়ে আরতির বাদ্য উঠিয়াছিল,— শান্তি, শান্তি পরিপূর্ণ কল্যাণ!—কিন্তু লাইকার জীবন কি অশান্ত! কি অমঙ্গলময়?—প্রভু! হরি দীনবন্ধু! উপায় দাও—লাইকাকে এ আত্মহত্যার ভীষণ সংকল্প হইতে বাঁচাও!—

তখন শোকবিদগ্ধ লাইকার শুষ্ক ওষ্ঠ ভেদ করিয়া অতি করুণ স্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল,—

"ভয়-বিহ্বল চিত কতহুঁ ন পরতীত
কবহুঁ ন মিলন আশা,—
চির করম-হীন হীন ভজন দীন
কাঁহা মেরা মিলে বিশোয়াসা ?"

ক্রমে অশ্রুজলে সে শোকসঙ্গীতও ডুবিয়া গেল,—এতক্ষণে লাইকা কাঁদিল, শোক যেখানে আসিয়া দারুণ পাষাণের মত চাপিয়াছিল, তাহা যেন কিছু মুক্তি পাইল, তাই সে সেইখানে দৃষ্টি করিয়া কি একটা গূঢ় অভিমানের ভাবে নীরব অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। কেন ? সে কি এত অপরাধ করিয়াছিল যে, সে আর ক্ষমা পাইল না ?—কে তাহার নাম "দীনদয়াল" রাখিয়াছিল ? পাষাণ—পাষাণ—নিষ্ঠুর !—তুমি যে স্বয়ং রাধিকার নয়নে জল দেখিয়াছিলে ! লাইকা ত অতি হীন !

ক্রমে সে শ্রান্ত নয়ন মুদিল, চক্ষুপ্রান্ত দিয়া ধীরে ধীরে জলধারা গড়াইতেছিল,—হাসিও আসিতেছিল,—আশা ? এখনও সে কোন আশা করে নাকি ? ভগবান্ ! তুমিই জান, সে এখন কি চায় !

সহসা অতি দূরে মৃদুকরুণ গুঞ্জনবৎ সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। সে সুর, সে রাগিণী লাইকার অপরিচিত নয়—শুনিবামাত্র সে উৎকর্ণ হইল। তীর বহিয়া কে গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, সুমিষ্ট কণ্ঠে কে এ গান গায় ? লাইকার প্রাণ

যেন সেই সুরে আকণ্ঠ ডুবিয়া গেল—ক্ষণকালের জন্য সে সকল ভুলিয়া গান শুনিতে লাগিল। এত মধুর? এই পৃথিবীতে মানুষের কণ্ঠেই কি সুধার আবাস?—লাইকার শিরায় শিরায় সেই সুধাস্রোত বহিয়া গেল।

গীতধ্বনি ক্রমে নিকটস্থ হইতেছিল, ক্রমে প্রত্যেক শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। লাইকা কান পাতিয়া শুনিল।—

"শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম!
শুন সখি শুন শুন অমৃত সমান
মধুর মধুর শ্যাম নাম!
শ্যাম নামকি গুণ হাম মুরখ নারী
কভু নাহি বরণনে শঁকে!
নাম জপ কারণ শিব পঞ্চানন
দশ নয়নে জনু লঁখে!
শুন সখি শুন মেরা ভাষা!
কাহে লো সজনি ত্যজবি পরাণি
কাহে ত্যজবি সব আশা।
শ্যাম সরব তেরা শ্যাম গরব তেরা
শ্যাম লাগি সব দেহ দান,
তহুঁ নাম মধুর কভু নাহি ছোড়বি
গাহ সখি গাহ শ্যাম নাম!
জগত পরতর শ্যাম সুন্দর
তহুঁ পরতর তহুঁ নাম!
অব সময় বিধি নাম মিলল যদি
জানহ মিলব শ্যাম।"

গায়ক ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে লাইকার নিকটবর্ত্তী উচ্চ পাড় দিয়া চলিয়া আবার ক্রমে ক্রমে দূরে অতিদূরে চলিয়া গেল।—লাইকা তাহার প্রতি লক্ষ্যও করিল না, কেবলমাত্র সঙ্গীত-স্রোতেই তাহার প্রাণ ভাসিয়া গিয়াছিল—সংসারে তাহার চিত্ত ছিল না। গীত শেষ হইল, কিন্তু বাতাস যেন এখনও তাহার গুঞ্জনধ্বনিতে অনুরঞ্জিত গঙ্গার জল যেন কলনাদে তাহারই প্রতিধ্বনি গাহিতেছে!

লাইকা উঠিয়া দাঁড়াইল;—দেখিল, এ কি পরিবর্ত্তন আবার; সেই পৃথিবী! সেই পরমা সুন্দরী, রূপ-রসে সুগন্ধ-ময়ী—মোহময়ী ধরণী! যাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার চক্ষে একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল! আবার তাহার পূর্ব্ব-মূর্ত্তি প্রকাশিত!

কোন্ ঐন্দ্রজালিক মায়াদণ্ড স্পর্শে তাহার মোহ দূর করিল? আছে—আছে—এখনও তাহার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, —বারি মরিয়াছে, কিন্তু তাহার চিন্তা আছে—স্মৃতি আছে! তাহাই লইয়া ত সে অনায়াসে জীবন ক্ষেপ করিতে পারে!

"শ্যাম—শ্যাম শ্যাম শ্যাম—শ্যাম!"

হরি, তুমি সত্যই দীন দয়াল!

কর্ম্মহীন লাইকার কাতর প্রার্থনাও তোমার কাছে বিফল হয় নাই। বড় দুঃখে সে তোমায় ডাকিয়াছিল, ডাকিব বলিয়া ডাকে নাই, শুধু বেদনার আবেগে ডাকিয়াছিল, তবু তুমি আসিয়াছ প্রভু! তবু এ অধমকে দেখা দিয়াছ বিশ্বমূর্ত্তি!—ওগো

কেমন তুমি—প্রিয়তম! কত দয়া তোমার? কেন তোমায় বোঝা যায় না? তুমি এত মধুর, তবু সময় সময় তোমায় পাষাণের মত কর্কশ দেখায় কেন? কেন? ওগো কেন?

পার্শ্বের বালুকাস্তূপে ভর দিয়া বসিয়া লাইকা ভাবিতেছিল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার এলায়িত দেহ ঢলিয়া পড়িল, রুদ্ধকণ্ঠে অতি মৃদু সঙ্গীতগুঞ্জন শ্রুত হইল, অতি ক্ষীণ হাসির ছায়ায় তাহার সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল। অন্যের অশ্রাব্য স্বরে আপনার সুকণ্ঠে আপনি মুগ্ধ কাননকোকিলের স্বরে সে গাহিতেছিল,—

"অবহু" নাহি সমঝে শ্যাম কেতে চতুরাই রে
বন্‌শী ফুকারী বোলাকে মোয়
কাঁহা কাঁহা লুকাই রে!
যব খুঁজয়ি নগর ঢুঁড়য়ি বন
নাহি মিলে তেরি দরশন রে,
নয়ন লোর বহুত ঘোর, প্রাণ টুটি যাই রে!
অব—ফিরিনু নিরাশে ঘরমে হাম
মরণ কাম মাঙ্গিরে!
অব দেখি মেরা মদন মোহন দুয়ারি আইরে!
হসত মধুর নয়ন চতুর করত নাগরাই রে!"

শোকতাপ ভুলিয়া লাইকা আনন্দে গীত গাহিতে লাগিল। রাত্রি গভীর,—কতক্ষণ যে সে এভাবে কাটাইল, তাহার স্থির নাই,—অবশেষে গাহিতে গাহিতেই সে উঠিল। চারিদিকে

অন্ধকার—দূরে নগরে হর্ম্ম্যশিরে আলোক জ্বলিতেছে, অস্ফুট জনকোলাহল শোনা যায়,—সেই দিকে চাহিয়া লাইকা একবার কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার?

কিন্তু তখন তাহার হৃদয় সঙ্গীতে পূর্ণ ছিল—সেই বেদনা—সেই পুনরুত্থিত শোককে সবলে সরাইয়া অন্তর গাহিল।

শ্যাম গরব তেরা শ্যাম সরব তেরা
শ্যাম লাগি সব দেহ দান,
শ্যাম মধুর নাম কভু নহি ছোড়বি
গাহ সখি গাহ শ্যাম নাম!

আবার লাইকার প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল—সে দ্রুত-চরণে উর্দ্ধে উঠিল! গীত সুস্বর! ইহার নিকট কি শোক-তাপ দাঁড়াইতে পারে? জগৎ এক দিকে আর সঙ্গীত একদিকে, হৃদয়বীণার মধুর মূর্চ্ছনায় যেন সমস্ত আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে লাইকা উঠিল। ধীর-পদে অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে সেই নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

১৬

সন্ন্যাসিনীর সহিত বারির সাক্ষাতের পরের কথা।

পিতা-মাতা সম্মান-হানির ভয়ে—লজ্জায় তাহার মৃত্যু-সংবাদ রটাইলেও সে যে এখনও জীবিতা! এখনও সে স্বামি-দর্শনাশায়—পিতা-মাতার ক্রোড়, রাজসুখভোগ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণীর জীবনের মহাদুঃখ বরণ করিয়াছে!

প্রথম প্রথম সন্ন্যাসিনী ভাবিয়াছিলেন, রাজকন্যা এ পথশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ! যদিও তাঁহার সাহস ছিল যে, হিন্দুকন্যা স্বামীর নামে সকল অসাধ্যই সাধন করিতে পারে—তথাপি তাঁহার কমনীয় শরীর রৌদ্রজলের সকল অত্যাচার গ্রহণ করিতে পারিবে ত?

বারি কিন্তু পারিল। বনে বনে, পথে পথে ঘুরিয়াও তাহার অম্লান দেহকান্তি তেমনি জ্যোতির্ম্ময় ছিল। শরীর শীর্ণ, মুখশ্রী বিষণ্ণ—কিন্তু তপস্যানিষ্ঠ হৃদয়ের দিব্যালোকে পদ্মনেত্র দুটি যেন সর্ব্বদাই জ্বলিত! তাহার রক্তহীন সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে এমন একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইত—যাহাতে তাহার সেই বালিকার ন্যায় ক্ষুদ্র মুখেও স্থিরবুদ্ধি নারীর মহিমা প্রকাশিত হইত।

প্রথমে সাবিত্রী তাহাকে বয়ঃকনিষ্ঠা দেখিয়া যাহা মনে করিয়াছিল, ক্রমে বুঝিল, তাহা ভুল,—এই স্বল্পকায়া নারীর কোন শিক্ষাই অসম্পূর্ণ নহে—হৃদয়ের পরিণতি প্রায় পুরুষের ন্যায় বিস্তৃত ও সরল—তাহাতে কোন ক্ষুদ্রতা বা অসামঞ্জস্যের স্থান নাই,—সে আপনার জ্ঞানে আপনি বলিষ্ঠ,—সহজ কার্য্যে সে কাহারও মুখাপেক্ষা করে না,—তাহার কার্য্যও সুচারু, নির্দ্দোষ ও অনন্যসাধারণ!—সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, তাহার এই চরিত্র-মহিমা কিছুতেই প্রকাশিত নাই! আকৃতি কোমল—মুখ নির্ব্বাক্, কার্য্য গোপন,—বহুদিন ধরিয়া তাহার সাহচর্য্য না করিলে তাহাকে সহসা বোঝা যায় না।—

পরে দেখা গেল, বারি সাবিত্রীর সন্ন্যাস-চরিতের বিন্দু-

মাত্রও অনুকরণ করিতেছে না—বরং সাবিত্রীই বারির শুদ্ধ হৃদয়ের অনুসরণ করিতেছে,—সেই তাহার স্বভাবে মুগ্ধ।—ক্রমে সাবিত্রী ইহাও ভাবিত—যদি লাইকা আসে,—বারি চলিয়া যায়—তবে সে থাকিবে কেমন করিয়া? ঘুম ভাঙ্গিয়া যদি বারির জাগ্রৎ স্থির চক্ষু দুটি দেখিতে না পায়, তবে সে দিন তাহার কাটিবে কেমন করিয়া?—আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, বারির পিতামাতা এই কন্যাকে হারাইয়া আজও বাঁচিয়া আছে কেমন করিয়া?

সন্ন্যাসিনী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি আনিয়া দিতেন,—তখনকার দিনে সন্ন্যাসী ফকিরের ভিক্ষার কোন দুঃখ ছিল না, সম্পন্ন-গৃহস্থ অতিথি, সন্ন্যাসী, যোগী পাইলে কৃতার্থ হইতেন—ভিক্ষাও মুষ্টিমেয় ছিল না,—এক জনের ভিক্ষায় তিন জনের যথেষ্ট হইত—তাহার পর দুই বালিকা-সন্ন্যাসীতে রন্ধনের পালা পড়িত!—

বারি বলিত, "দিদি, তুমি কাঠ যোগাড় কর, আমি ততক্ষণ স্নান করিয়া চাল-ডালগুলি ধুইয়া রাখি।"

প্রথম প্রথম সাবিত্রী হাসিত—রাজার একমাত্র দুহিতা বারি—সে আবার রন্ধনের কি জানে?—শত শত সূপকার যাহার আজ্ঞাধীন, সে আবার পাথরের চুলা কাটিয়া কাঠে ফুঁ পাড়িয়া রান্না করিবে?—সে বলিত—"তা ভাল, আমি কাঠ আনিতেছি, কিন্তু তুমি আর আগুনের জ্বালে আসিও না বারি!—বরং ত্যাখ, আমি কেমন করিয়া রান্না করিতেছি!

শুধু ডাল আর আলু সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাইতে তোমার বড় কষ্ট হবে না ভাই ?—"

বারি একটু হাসিল, উত্তর দিল না। কাঠ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী দেখিল, বারির স্নান হইয়া গিয়াছে, দুই একটা শুষ্ক ডাল, পাতা লইয়া চুলা জ্বালিয়া তাহাতে তস্‌লা চাপাইয়াছে।

"ও কি চড়াইলে ?"—বলিয়া সে নিকটস্থ হইল, দেখিল, ডাল, চাল, ঘৃত, আলু একসঙ্গে দিয়া তাহাই নাড়িতেছে!—তখন সাবিত্রী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—"ও দিদি কি করিলে ভাই! আজ কি তুমি চাল-ডাল ভাজা খাইয়া থাকিবে না কি ? অমন করিয়া কি চাল-ডাল শুধু চড়াইতে আছে ?—যদি আগে জল দিতে, তবু বা খিচুড়ী হইত!"—

বারি বলিল, "আঃ, থাম না দিদি! তা একদিন কি আর চাল-ভাজা খাইয়া থাকিতে পারিবে না ? এক কাজ কর এখন, ঐ ভ্যাখ চারটি চাল রাখিয়াছি, দোকান হইতে দুটি জিরালঙ্কা আর একটু হলুদ লইয়া এস!"

"কেন, অততে দরকার কি ?"

হাসিয়া বারি বলিল, "দরকার নাই বা কিসে ? এত ঘি আলুরই বা দরকার কি ? তোমরা কি মোহনভোগ করিয়া খাও না ? এখন যাও, শীঘ্র ফিরিও!"

সাবিত্রী শীঘ্রই ফিরিল, তখন বারি আবার ফরমাস করিল—"জ্বালটার উপর নজর রাখ, আমি হলুদটা পিষিয়া

নই !"—সাবিত্রী বলিল, "কেন আমিই পিষি না ; আর পিষিবই বা কিসে ? আমরা ত শিল বহিয়া বেড়াই না !"

বারি তাহার পিঠে এক কীল বসাইয়া বলিল—"তোর মাথায় এখনি আমি একটা শিল চাপাইয়া দিব—এত পাথর পড়িয়া আছে আর তুমি শিল খুঁজিয়া পাও না ? তাইত বলিলাম,—তুই বস্, আমি হলুদ আর মরিচটুকু গুঁড়াইয়া আনি !"—

তখন হাঁড়ীর মধ্যে দৃষ্টি করিয়া সাবিত্রী বলিল, "এই যে জল দিয়াছিস্ ভাই !—ভাজা চাল কি সিদ্ধ হইবে ? আর ও কি রে বারি ! আলুগুলা অত কুচাইয়া দিয়াছিস্ কেন ?—গলিয়া যাইবে না ?—তুলিবই বা কেমন করিয়া—আর ঐটুকু ত আলু সিদ্ধ,তার জন্য অত মরিচ গুঁড়া কেন করিতেছিস্ ভাই—থাক্, তোর হাত লাল হইয়া গেল !"—

বারি নিপুণ হস্তে রন্ধন করিতে লাগিল,—রন্ধনের গন্ধে ও বর্ণে সাবিত্রী বুঝিল, ইহা তাহাদের নিত্য আহার্য্য খিচুড়ীরই রূপান্তর—কিন্তু রাজকুমারীর হস্তস্পর্শে তাহা নূতন ও লোভনীয় হইয়া উঠিতেছে ! আরও বুঝিল যে, রন্ধন-ব্যাপারেও বারির কিছুই শিখিবার নাই, জ্বাল দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়ী নামানো চড়ানো পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মেই তাহার নৈপুণ্য ও অভ্যস্ত ভাব প্রকাশ পায়—প্রস্তুতপ্রণালীও নূতন ও সুদৃশ্য ! সাবিত্রী বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল।

রন্ধন শেষে হাঁড়ী ঢাকা দিয়া বারি বলিল, "মা কখন্ আসিবেন জান ?"

সাবিত্রী বলিল—"তিনি পূজায় বসিয়াছেন—শীঘ্রই আসিবেন, ততক্ষণ তুমি একটু শ্রম দূর কর ভাই ! আমি না হয় আলু কটা মাখিয়া রাখিতেছি !"—

হাসিয়া বারি বলিল, "এই একটু খিচুড়ী করিতে আমার আবার শ্রম হইল কোথায় ? আর আলুও তুলিতে হইবে না,—বরং—"

বলিতে বলিতে বারি আবার হাসিয়া ফেলিল ! সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি, হাসিলে যে ?"—

হাসিতে হাসিতে তাহার কাঁধে হাত দিয়া মৃদু স্বরে বারি বলিল,—"তুই গাছে চড়িতে জানিস্ দিদি ?"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল,—"কেন বল্ দেখি ? জানি বলিয়াই ত বোধ হয় !"—

"এই তেঁতুল গাছটায় চড়িতে পারিবে কি ?"

"কেন ? জিবে জল সরিতেছে নাকি ? কিন্তু তেঁতুল যে কাঁচা ভাই ?"—

"আঃ, কাঁচা কি আমি দেখি নাই ?—তুই পাড়্তে পারিবি কি না, তাই বল্ ?"—

সাবিত্রী তখন গাছে উঠিল।—গোটাকত ফল ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আর চাই কি ?"—

কুড়াইতে কুড়াইতে বারি বলিল,—"আর না, রক্ষা কর !"

তাহার পর সেই অম্লফলকে মৃদু তাপে পোড়াইয়া—খোলা বীচি ফেলিয়া লবণ-গুড় সংযোগে বারি চাটনী প্রস্তুত করিল। সাবিত্রী দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "আমাদের দ্বারা এত হয় না ভাই, পোড়া পেটের জন্য কে এত করে বল ?"

"এত আর কি করিলাম ? ভাত ত তুমিও রাঁধিতে,—ডাল আলু এ সকল লইয়া একটা কিছু করিতেও,—আমি অধিক কি করিলাম ?"—

সাবিত্রী বলিল, "বটে ? ওই সব বাজে মশলা—তেঁতুল, গুড় লইয়া যদি আমরা এতটা সময় নষ্ট করি, তবে কি করিয়া চলে ?"

বারি এইবার মুখ নীচু করিল। খানিকক্ষণ পরে অতি মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—এই রান্নার ব্যাপার শেষ হইবার পর মার আসা পর্য্যন্ত আমরা কি করিতাম দিদি ?—এখন আর আমাদের কি কাজ আছে বল ?"

সাবিত্রীও হাসিল, বলিল, "না, কাজ কিছুই নাই, তবে যাহা করিতেছিলাম, তাহাই বা এমন কি গুরুতর কাজ ভাই !"

"চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অপেক্ষাও কি গুরুতর নয় ?"

"অনর্থক ! দুই সমান অনর্থক !—"

ব্যস্ত স্বরে বারি বলিয়া উঠিল,--"অনর্থক ! দিদি, ইহা অনর্থক ?"

হাসিয়া সাবিত্রী উত্তর করিল, "আরে তুই ব্যস্ত হ'স্ কেন

ভাই? নিজের আহারের চিন্তা আমাদের মত সন্ন্যাসিনীদের পক্ষে খুব অনর্থক।"

বারি নত মুখে আপনার অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিল,—সাবিত্রীর উত্তরের কিছু পরে মৃদু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আমি ত ইহা নিজের জন্য করি নাই—আমার পক্ষে কেন অনর্থক হইবে ভাই?—যতটুকু সময় আমি বসিয়া বা অযথা চিন্তা করিয়া কাটাইতাম—সে সময়টুকুতে কিছু কাজ করিয়া বা নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যদি একটুও তৃপ্তি জানিতে পারি, তবে আমার এই ব্যয়িত সময়টুকুর জন্য কি এত ক্ষতি হইবে?"

সাবিত্রী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল, "উঃ উঃ! ভারি লোকের জন্য ত রাঁধিয়াছ! এদের আবার তৃপ্তি আর অতৃপ্তি!"—

সাবিত্রী আরও কি বলিতেছিল, এমন সময় দেখিল, বারির মুখখানি যেন ঈষদারক্ত,—চোখ দুটি এত নীচু যে, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ হয়, যেন তাহা আর প্রকৃতিস্থ নাই!—দৌড়িয়া তাহার নিকটে আসিয়া সে হাত ধরিল,—"ও কি, ও কি, বারি! পাগল নাকি? বাহা-বাহারে মেয়ে! রাগ করিয়া বসিলি যে! আমি যে তোকে ক্ষেপাইতেছিলাম, তাহা আর বুঝিলি না ভাই? কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমার মনে হইতেছে যে, কতক্ষণে মা আসেন যে, তোর হাতের ওই মিষ্ট রান্না খাইয়া বাঁচি! সত্য আমি প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলাম ভাই!"

বারি হাসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল, চোখে সত্যই জল! মুছাইতে মুছাইতে সাবিত্রী বলিল, "ইস্ রাগ দেখে ত বাঁচিনে তোর! ফের যদি এমন চোখে জল এনেছিস্ তবে দেখিস্—"

বারি তাহার বাহুতে একটি চিম্‌টি কাটিয়া বলিল,—"তবে বল!"

"কি বলিব?"

"আমাকে প্রত্যহ রাঁধিতে দিবে!"

"প্রত্যহ!—আচ্ছা তা না হয় হইবে,—কিন্তু তাহা এত যাচাইয়া লইতেছিস্ কেন বল দেখি?"

অতি মৃদুস্বরে বারি বলিল, "বড় ভাল লাগে ভাই! মানুষকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে আমাকে বড় ভাল লাগে! আমার রান্না খাইয়া যদি কেহ সুখ্যাতি করেন আমার মনে হয় এই আমার স্বর্গসুখ!—দিদি! আমি প্রত্যহ রাঁধিব, তুমি খাইয়া প্রশংসা করিও, কেমন?"

"আর যদি বিশ্রী রান্না হয়? তবু প্রশংসা করিতে হইবে না কি?"—

বারি হাসিয়া নিরুত্তরে থাকিল। সাবিত্রী বলিল, "ও ভাই তবে শোন! এই শুধু ভাত কি মোটা রুটি খাইতে খাইতে আমার কত দিন যে কান্না পায় তা আর তোকে কি বলিব! মাকে লুকাইয়া—সত্য বলিতেছি তুই হাসিস্ কেন? —মাকে লুকাইয়া বাজার হইতে ফল মিষ্ট কিনিয়া খাই। কোন মহাজন কি সাধুর নিমন্ত্রণ পাইলে যে আমার কত খুসি হয়

বারি—তা—সত্যই বলিতেছি, তুই অবিশ্বাস করিস না, মনে যা হয় তাই বলিতেছি, তবে সন্ন্যাসের সংযম? সে ত যথাসাধ্য পালন করিতেছি! কিন্তু মনের কথা ত মনের অগোচর নাই!”—

বারি হাসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল—সাবিত্রী আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিল। বলিল, “হাঁ, তাহাই বলিতেছি! তুই প্রত্যহ ভাল করিয়া ভাত রুটি করিয়া দিস্, আমি আহ্লাদ করিয়া খাইব!”

বারি তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, “সত্য বলিতেছ?”—

“সত্য! তোর গা ছুঁইয়া বলিতেছি!”

তখন দুইজনে সেই ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—সাবিত্রী বুঝিতেছিল যে তখন বারির রুদ্ধ হৃদয় ঠেলিয়া কি একটা আঁধার মেঘ উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আর প্রবল চেষ্টায় সে তাহা রোধ করিতেছে!—সেও তেমনি হৃদয়ভেদী স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত তাহাকে বুকে চাপিয়া থাকিল,—বারি তাহা বুঝিল!—

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিলে সন্ন্যাসিনী আসিলেন। তখন দুইজনেই তাঁহার সেবায় ব্যস্ত হইয়া গেল।—

১৭

সন্ন্যাসিনী কিছু বিস্মিত হইলেন, বারিকে ত কৈ কেহ অন্বেষণ করিল না?—তিনি প্রথমতঃ তাহাকে যথাসাধ্য

লুকাইয়া রাখিতেন, কখনো ছদ্মবেশও দিতেন, ক্রমে দেখিলেন কোথাও সে কথার আভাসমাত্র নাই, কেহ একবার ভ্রমেও কোন কথা উচ্চারণ করে না; বারির প্রসঙ্গ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে!—

তাঁহারা আবার কাশী আসিলেন, আসিয়াই জনরব শুনিলেন—রাজনন্দিনীর মৃত্যু হইয়াছে!—শুনিয়াই তিনি সমস্ত বুঝিলেন,—বারি মৃদু হাসিল। তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না, অতি সাবধানে একবার রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ঐ একই কথা 'রাজার একমাত্র কন্যা সম্প্রতি ৺কাশীলাভ করিয়াছেন।' সকলেই এক বাক্যে সেই কথাই বলে—কেহ কোন সন্দেহ মাত্র করে না!

দেশে আসিয়া বারি অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে ছিল—সে কোন কথা কহিল না,—সন্ন্যাসিনী প্রসন্ন অথবা দুঃখিত কিছুই হইলেন না, বরং যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কাঁদিয়া ভাসাইল!—এত বড় কুকথা কেমন করিয়া রটনা হইল? পিতামাতায় কি বলিয়া প্রচার করিল?

বারি বিরক্ত ভাবে বলিল, "তবে কি বলিবে যে আমার গুণবতী কন্যা গৃহত্যাগিনী হইয়াছেন?"

সাবিত্রী তাহা মানিল না, "মা গো মা! এমন বিশ্রী কথাও কি উচ্চারণ করিতে আছে? বলিল না কেন যে সে মথুরা বা হরিদ্বারে গিয়াছে, যদি লাইকার দেখা পাওয়া যায়। আর পাইবেই বা না কেন? বারি এমন কি পাপ

করিয়াছে যে চিরজীবন তাহাকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে!—তখন? তখন কি বলিয়া রাজা কন্যাজামাতাকে আবার ঘরে লইবেন?"

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে বারি বিরক্ত হইল—"কি ছেলেমানুষী কর দিদি?" বলিয়া উঠিয়া গেল,—তথাপি সাবিত্রীর বকুনী থামিল না। আর লাইকাই বা কেমন মানুষ? এমন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—এমন সুন্দর এমন মধুর এমন স্ত্রীকে কাঁদাইয়া পলাইয়াছে? শুধু কি কান্না?—আজ তাহারই জন্য শত আদরের আদরিণী—সলিল সোহাগের জলনলিনী মরুভূমে আসিয়া পড়িয়াছে। এত পথের কষ্ট, শুইবার কষ্ট, খাইবার কষ্ট, সর্ব্বোপরি মনের শতমুখী অগ্নিশিখার জ্বালা এ কার জন্য সে সহ্য করিতেছে?—লাইকার জন্যই ত?—আহা—হা। অভাগা লাইকা জানিত না, যে একজন দেবী তাহার জন্য এমন কঠিন তপস্যা করিতেছে!—সে জানে না যে ভগবান্ তাহার জন্য যে মন্দাকিনী ধারা মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছেন তাহা কেমন স্বাদু—কেমন অমৃতময়—কেমন পবিত্র! ওরে পাষাণ, একবার ফিরিয়া আয়! একবার দ্যাখ্—তোরও জীবন সার্থক হোক আর এই অভাগিনী দুঃখিনীরও কষ্ট মোচন হৌক!

জানে না, দুর্ভাগ্য লাইকা কিছুই জানে না যে তাহার বারি কেমন! জানিলে ফিরিত! নিশ্চয় ফিরিত—স্বয়ং ভগবান্ এমন অকপট ত্যাগের এমন সমর্পণময় ভালবাসায় বাঁধা পড়েন, লাইকা মানুষ বৈ ত না!

আর হতভাগ্য রাজারাণী! তাঁহাদের বড় দোষ নাই—এ মেয়েকে হারাইয়া তাঁহারা যে সুখে আছেন তাহা নয়—তাহা কখনই নয়! অনেকটা দুঃখেই তাঁহারা এ জনরব প্রকাশ করিয়াছেন!—ভাবিলেই বেশ বোঝা যায় যে কত ব্যথা বুকে চাপিয়া তবে একথা তাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন!

ভাবিতে ভাবিতে সাবিত্রীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করে। তিনি এখন কি অবস্থায় আছেন দেখিয়া আসে! কিন্তু সাহসে কুলাইল না,—সন্ন্যাসিনীকে কিছুতেই বলিতে পারিল না। তখন লাইকাকে লইয়া পড়িল! সন্ন্যাসিনী আসিতেই প্রশ্ন করিল,—

"হাঁ মা! লাইকাকে তুমি দেখিয়াছ?"

হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"কেন বল দেখি?"—বলিয়াই তিনি বাবির প্রতি চাহিলেন,—সে লজ্জিত হইল, সাবিত্রীর উপর রাগ করিল, কিন্তু প্রসঙ্গটা ত্যাগ করিয়া উঠিতেও পারিল না। সন্ন্যাসিনীও তাহা বুঝিলেন।

সাবিত্রী আবার বলিল,—"বল না মা, তিনি কেমন?"—

"কেমন কি রে পাগলি! মানুষ আবার কেমন হইবে?"

সাবিত্রী বলিল—"শুধু মানুষের মত মানুষ?—তবে সংসারে এত লোক থাকিতে রাজা তাঁর একমাত্র কন্যাকে সেই সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন কেন? আমিত বুঝিতেই পারি না মা,—যে এমন কাণ্ডটা কি করিয়া ঘটিল? কেন যে রাজা—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কেন?—কেন তাহা যে লাইকাকে না দেখিয়াছে সে বুঝিবে না মা! তোমরা কখনো তাহাকে দেখ নাই, তাহার মুখের কথা শোন নাই, তাই তাহার বিরুদ্ধে চিন্তা করিতে পারিতেছ। রাজা তাহাকে ঠিক্ চিনিয়াছিলেন—তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছিলেন—কিন্তু সেত পৃথিবীর বাঁধনে বাঁধা পড়িবার জীব নয়। সে সোনার পাখী যে কোন্ উদয় অস্তাচলের শিরে উড়িয়া বেড়ায় তাহা কে জানে?"

সন্ন্যাসিনী বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন। বারি অধোমুখে কি ভাবিতেছিল,—সাবিত্রী একটু হাসিয়া বলিল,—"সে না হয় শুনিলাম, কিন্তু লোকটি কেমন তাহা ত বুঝিলাম না মা? তাঁহার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে কাণ ভারি হইয়া আছে—কিন্তু তবু আমার অনুমান তাঁহাকে বুঝিতে পাবে না! তিনি বিবাহই বা কেন করিলেন—আর যদি করিলেন তবে স্ত্রীকে ত্যাগই বা করিলেন কেন?"

ঈষৎ বিরক্তভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "শোন নাই কি, যে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তাহার বিবাহ হইয়াছিল?"—বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন—বারির প্রতি চাহিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—তাহার মুখ কি ম্লান!—কপালে নীল শিরা উঠিতেছে! সাবিত্রীও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বলিল, "চুপ কর মা, চুপ কর! তোমার লাইকা খুব ভাল তাহা জানি, এমন লক্ষ্মীকে যে চোখের জলে ভাসাইয়া

রাখিয়াছে সে আবার—(পরে একটু ঢোক গিলিয়া) হাঁ দেখিও মা, বারির এত কষ্ট বিফলে যাইবে না, আমি বলিতেছি দেখিও, লাইকা যদি নিজে আসিয়া ইহার পায়ে না ধরে আমার নামই মিথ্যা !”

বারির চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। সে সাবিত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, “থাম দিদি। তোমার পায়ে পড়ি ভাই ! আমি জানি যে আমার এই কষ্ট তাঁহার সাধনায় হয়ত বাধা দিবে,—তবু মন কেন বশ করিতে পারি না—কেন এ চিন্তা ভুলিতে পারি না তাহা ভগবান্‌ই জানেন।—তবে সেই অন্তর্য্যামীই বুঝেন যে আমি কায়মনে কেবল তাঁহার কুশলই প্রার্থনা করি,—দীনবন্ধু যদি দয়াময় হন তবে ত আমার আশা বিফল হবে না ভাই !”

সন্ন্যাসিনী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“না না, বারি ! তুমি ঠিক্ বোঝ নাই,—লাইকার স্বভাব তাহা নয় ! সে যে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সুখে আছে বা অন্য কোন চিন্তায় তোমাকে ভুলিয়াছে ইহা মনে করিও না। তবে অনেক সময় আমিও বুঝিতে পারি না, যে সে কেন মাঝে মাঝে তোমায় দেখা দিয়া যায় না বা কোন সংবাদ দেয় না ! তাহার কোমল হৃদয়ের কথা বা ভাব ত তোমরা জান না—কাহাকেও কোন কষ্ট দেওয়া তাহার জীবনের ইতিহাস ছিল না।”

তখন সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “যেমন ছিল না তেমনি খুব ভাল করিয়া হইল !”

ক্ষুব্ধ ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "না মা, তাহাও ঠিক নয়, আমি বুঝিতে পারিতেছি না সে শারীরিক সুস্থ কি না? কৈ এদানী ত আর তাহার কোন সংবাদ পাইতেছি না!—ওকি মা বারি, তুমি কাঁপিয়া উঠিলে কেন?"—

ধীর স্বরে বারি বলিল, "কিছু না মা! তবে আমি ঠিক জানি যে আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে! আপনি তাহার কি করিবেন?—"

তাহার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্ন্যাসিনী বলিলেন "আঃ পাগল মেয়ে!—কি দুর্ভাবনা কর মা?—না, আমি তাহা বলি নাই,—তবে ইহাও সত্য যে এখন লাইকা কোথাও পড়িয়া আছে,—নতুবা প্রায় ত তাহার সংবাদ পাইতাম!"

খানিকক্ষণ পরে বারি প্রশ্ন করিল, "কতদিন সংবাদ পান নাই মা?"

সন্ন্যাসিনীর ললাটে একটি চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছিল,—অন্যমনস্ক ভাবে তিনি উত্তর করিলেন,—"বেশী দিন নয়!"—

বারি তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিল—দেখিল, কিন্তু আর প্রশ্ন করিল না; সাবিত্রীর চোখে স্পষ্ট জলের রেখা—কিন্তু তখনই নিঃশব্দে সে উঠিয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিল—দূরে কোন্ গ্রামে আরত্রির কাঁসর বাজিতেছিল। তখন সেই নীরব আঁধার ভেদ

করিয়া স্পষ্টস্বরে বারি বলিল—"সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয়,তুমি আহ্নিক করিবে না মা ?"

সন্ন্যাসিনী যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন ।—"হুঁ। ।"

১৮

পথে পথেই দিন কাটিতেছিল, ক্রমে বর্ষা আসিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তোমরা এইবার কোন অতিথিশালায় থাক সাবিত্রি ! এখন আর বারিকে লইয়া পথে ঘুরাইব না ।"

সাবিত্রী বলিল, "ক্ষতি কি ! কিন্তু তোমরা বলিলে কেন মা ? তুমি কি থাকিবে না ?"

"থাকিব, কিন্তু এখন কয়দিন নয় ; কাশী হইতে আমার ডাক আসিয়াছে, গুরুদেব আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি দিনকতক থাকিব না,—তাহার পরই আসিব ।"

বারির মুখেও ভীতিচিহ্ন দেখা গেল, কিন্তু সে কিছু বলিল না, সাবিত্রী দৌড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "না না না ? তুমি আমাদের একলা ফেলিয়া যাইও না ! না হয় সেবারের মত পার্ব্বতী মাসীর নিকট চল, আমরা সেইখানেই থাকিব—কিন্তু একলা কোথায় যাইও না ।"

সাদরে তাহার গায়ে হাত দিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কি বলিতেছ মা ! একা কি তোদের কোথায় রাখিয়া যাইতে পারি ? উপযুক্ত স্থান ছাড়া কি আমার বারিকে রাখিয়া যাইতে পারি ? পঞ্চানন দ্বিবেদীর বিধবা রাণীদেবীকে ত তুমি চেন—তাঁহাকেই

তোমাদের কথা বলিয়াছি, তিনি আগ্রহ সহকারে তোমাদের নিজের গৃহে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাই বলিতেছিলাম, কালই তোমরা সেই থানে চল,—পূর্ণিমার দিন আমার সেখানে প্রয়োজন—কাজ শেষ হইলেই আমি চলিয়া আসিব—ফিরিতে বড় জোর দেড় কি দুই মাস হইবে।”

সাবিত্রী আর কিছু বলিল না, সন্ন্যাসিনী বারিকে বলিলেন, “চুপ করিয়া কেন বারি? তোমার কোন আপত্তি আছে কি?”

বারি শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—“না।” সন্ন্যাসিনী এক-দৃষ্টে তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন,—চক্ষু অত্যন্ত স্থির তাহা হইতে কিছু উপলব্ধ হয় না, কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তের মৌন দৃঢ়তা ভেদ করিয়াও একটি শান্তবিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন। তাঁহার মুখেও সে ম্লান রেখার ছায়া পড়িল। অতি স্নিগ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন,—

“না মা, কিছু লুকাইও না, আমাকে বল—তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে আমায় বল, আমি যাইব না।”

ঈষৎভীতিপূর্ণ চক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাবিত্রী এই সব কথা শুনিতেছিল,—তাহার প্রতি একবার মৃদু হাস্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বারি বলিল, “না মা লুকাইব কেন? একটু ভয় হয় বৈ কি! কিন্তু তাই বলিয়া আপনি যেখানে বিশ্বাস করিয়া রাখিতে পারেন আমরা সেখানে থাকিতে পারিব না কেন? কি বল দিদি?”

মুখ ফিরাইয়া সাবিত্রী বলিল, "কি জানি ভাই! কেবল তোমার জন্যই আমার ভয় হইতেছে! নতুবা আমি—"

বাধা দিয়া দ্রুতকণ্ঠে বারি বলিল, "আমার জন্য? না না দিদি, তুমি আমার জন্য কিছু ভাবিও না,—"পরে সন্ন্যাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল—"দেখুন মা! সত্যই আপনি যাইবেন শুনিয়া প্রথমটা আমার বেশ একটু ভয় হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর কিছু ভয় নাই জানিবেন, আমি দিদিকে লইয়া বেশ থাকিব।"

মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসিনী তাহার মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন—"জানি জানি! আমি তোমাকে প্রথম দেখিয়াই চিনিয়াছি রাজকুমারি! তুমি—"

বারি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—"ওকি ও কি মা! তুমি জ্ঞান হারাইয়াছ? পথে ঘাটে কাকে কি বল?"

বলিতে বলিতে বারি হাসিয়া উঠিল, দেখাদেখি সাবিত্রীও হাসিল।

১৯

রাণী দেবীর বাটীর সংলগ্ন অথচ বহির্মুখী একখানি ক্ষুদ্র গৃহে তাহারা রহিল; সমস্ত দিনমান রাণীর পুত্রবধূ কন্যা প্রভৃতির সঙ্গে কাটাইয়া রাত্রিতে সেই ঘরে দুইজনে শয়ন করিত। কোন অভাব ছিল না, ভয় ছিল না,—সাবিত্রী বেশ প্রফুল্ল থাকিত—বারিও ভালই ছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যেন

বিষণ্ণ হইত,—রাণীর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা বলিত "ছোট মাসি! তোমার বিবাহ করিয়া ঘর করা উচিত।—কেন তোমাদের সন্ন্যাসীদের কি বর মেলে না?"

সাবিত্রী বলিত—"না, নহিলে আমরা এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই? তোমার বরটি উহাকে দাও ত ভাল হয়! সতীন সহ্য করিতে পারিবে ত?"

মীরা বলিতেছিল যে "অমন সতীন—" কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ হইল না। বারি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—বলিল,—"ছি ছি মীরা! তুমি যে আমায় মা বল। ও কথা কি উচ্চারণ করিতে আছে? আর দিদি তুমিই বা কি বেহায়া মানুষ ভাই!" সাবিত্রী হী হী করিয়া হাসিতে লাগিল, মীরা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"না মাসি তোমার কথা বলি নাই, মোটের উপর একটা কথা বলিতেছিলাম মাত্র! বড় মা'টী বড় ঠাট্টা করিতে পারেন!"

তখন মীরার ভ্রাতৃবধূ ললিতা বলিল, "আমি কিন্তু ঠাট্টা করিয়া বলি নাই—বল দেখি মাসী, সত্যই কি তোমাদের এইরূপ যৌবন এমনি ছাই মাখিয়া কাটাইবার জন্যই হইয়াছিল?"

উচ্চ হাসিয়া সাবিত্রী বলিল "কেন আমার ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝি জান না?"

ললিতা বলিল "সত্য নাকি! হাঁ ছোট মাসি!"

বারি একটু হাসিল, তাহার মুখ বিষণ্ণ, একটু ভীতভাবযুক্ত

মীরা বলিল, "তুমি কি শুনিতেছ ভাই,—বড় মাসী কেবলি হাসি করেন!"

সাবিত্রী বলিল. "না, সত্যই মীরা, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বারি ত তা জানে না!"

মীরা বলিল,"বিবাহ হইয়াছে ত বরের ঘর কেন করেন না?"

"করিব, শীঘ্রই যাইব, আমি ত এক্ষণই যাইতে চাই,—তাহারা ডাকে কৈ?"

মীরা পুলকিত হইয়া বলিল,—"সত্য নাকি? কোথায় বিবাহ হইয়াছে মাইজি!"

"দক্ষিণে!"

"দক্ষিণে! কোথায়? বর কেমন?"

একটু চাপা হাসি হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "আঃ ওই কথা শুধাস্‌নে ভাই! ওই জ্বালাতেই ত মরিয়া আছি! বর বড় কালো!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "আর আমাদের ছোট মাসীরও তবে বিবাহ হইয়াছে?"

অম্লানমুখে সাবিত্রী বলিল, "না, এখনও উহার বর পাওয়া যায় নাই—মা ত উহার বর খুঁজিতেই গিয়াছেন!"

"সত্য?" সকলেই বারির প্রতি চাহিল। বারি সাবিত্রীকে এক ঠেলা দিয়া বলিল,"তুমি কি মিথ্যাবাদী!—না মীরা, আমারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে!"

বারির ঈষৎ ক্রুদ্ধ সলজ্জ মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া

সাবিত্রী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল—মীরা একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "তা ত আমি জানি উনি কেবলি ঠাট্টা করেন! কিন্তু তুমি আপনার স্বামীর কাছে থাক না কেন মা! না, সন্ন্যাসীদের স্ত্রী লইয়া বেড়াইতে নাই ?"

"তা জানি না ; আমার স্বামী এখন নিরুদ্দিষ্ট,—তাই"—

বারি থামিয়া গেল,—সাবিত্রী একটু একটু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—

"বটে! তাত জানিতাম না ভাই! তোর বরের উদ্দেশ নাই! তা তুই 'ঘাট বাট মাঠ পথ যমুনা কিনারি' খুঁজিয়া ফিরিস্ না কেন ? নিশ্চয় সে চোরকে মিলিবে!"

বারি ভ্রূকুঞ্চিত করিল, সাবিত্রী তাহা দেখিয়াও দেখিল না—বলিতে লাগিল,—"বড় সুন্দর সময় বারি! শাওন মেঘের কালো রংে আজ রাতি কত আঁধার দেখিয়াছিস্? চল্, আমরা দুজনে তোর শ্যামকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়ি!"

এমন সময় মীরা বলিল, "চুপ কর বড় মায়ি! দেখিতেছ না, ইনি এ সকল কথায় কত ব্যথা পাইতেছেন ?"

সবেগে সাবিত্রী বলিল—"হাঁ জানি, খুব জানি—ইনি বরের কথায় খালি ব্যথাই পান! কেন! কেন তা হবে ? যে জিনিস্‌টা হাতের কাছে না পাইলাম তাহার স্মৃতিটিকে শুধু যে চোকের জলে দিনরাত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কি কথা ?"

ব্যাকুল ভাবে বারি বলিল, "দিদি! দিদি! তুমি—"

সাবিত্রী বলিল,—"হাঁ, আমিত ওই কথাই বুঝি ভাই! যে হৃদয়ে তোমার স্বামী দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহা দীপ নিবাইয়া দিনরাত আঁধার করিয়া রাখা বা তাঁর চরণে ঝরা ফুলেরই অর্ঘ্য দেওয়া কতদূর ভাল বা মন্দ তা আমি জানি না। পৃথিবীর সমস্ত আনন্দকে খাটো করিয়া নিজের বেদনাকে এত বড় করিয়া রাখা,—আমি ত বুঝি না বারি, যে ইহাতে কাহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়।—আমার মনে হয় ইহা ভগবানের উপর বিদ্রোহ—মানুষের সঙ্গে ঝগড়া আর নিজের আত্মাকে একটা জন্মের কায হইতে বঞ্চিত করা মাত্র!"

বারি কাতর ভাবে বলিল,—"বিদ্রোহ? দিদি, ভগবানের উপর বিদ্রোহ? কেন একথা বলিলে?—তোমরা বুঝিবে না, কিন্তু আমার অন্তর্যামীও কি বুঝিবেন না যে কত কষ্ট কত ব্যথা আমি পাইতেছি? মনে করি যে এ কথা আর ভাবিব না—ভাবিয়া দুঃখ পাইব না, একমাত্র ভগবান্‌কে ভাবিয়াই দিন কাটাইব। কিন্তু পারি না কেন ভাই? তোমাদের মত নিশ্চিন্ত হইতে পারি না কেন দিদি?—আমি কি করিলে ভাল হয়, তুমিই বল না?"

সাবিত্রী চমকিতা হইয়া উঠিল। কথাগুলি বলা অন্যায় হইয়াছে বুঝিল। সহসা ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সহাস্যে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—

"বটে! রাগ করিলি যে—বারি!—আমি বুঝি সেই কথা বলিলাম?—ভাবনা কেন তাকে—বারণ করি নাই ত!

তবে আমিই কি বাণে ভাসিয়া আসিয়াছি না কি?—আমার কথা একবারও ভাবিবি না?"

বারি হাসিল,—বলিল, "তুমি?—তোমার কথা আর বিশেষ করিয়া কি ভাবিব দিদি।—তুমি যে আমার নিশ্বাস বায়ু, তুমি যে আমার শরীরের রক্ত—ভাবি বা না ভাবি তোমাকে হারাইলে কি এতদিন আমি বাঁচিতাম?—"

প্রফুল্ল বিদ্রূপে সাবিত্রী বলিল, "সত্য নাকি? বারি,—আমি কি বাতাসের মত লঘু?—তবে ত হঠাৎ উড়িয়াও যাইতে পারি।"—

বারি বলিল,—"সেই ভয়েই ত মরিয়া থাকি ভাই,—আমার কপাল যে বড় মন্দ!"

তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কপট রাগে সাবিত্রী দূরে গিয়া বলিল,—"তুই যা তোর জ্বালায় আমি পারিব না! সব তাতেই নাকী সুর?"—

হাসিয়া বারি বলিল—"কেন? নাকী সুরটা কি এত মন্দ নাকি?"—

"না খুব ভাল। ঠিক্ যেন ভূতঁন্‌কেঁ মেঁলা।"—

বারি হাসিতে লাগিল, বলিল "না দিদি। তা নয় ভাই,—নাকীসুরটা বড় মিষ্ট সুর,—বড় করুণ বড় মধুর। আমায় বড় ভাল লাগে।"—

সাবিত্রী বলিল, "ইস দেখিস। ঢলিয়া পড়িলি যে।

ভূতের আওয়াজ তোকে এত ভাল লাগে—তা ত জানিতাম না।” —

তাহার পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বারি বলিল, “দূর পাজি।—ভূতের সুর কে বলিল?—তবে ঐ যে সুরকে লক্ষ্য করিয়া তুমি প্রথমত কথা তুলিয়াছ সেই সুরের কথা বলিতেছি। সে যে বুকের কথা প্রাণের কথা।—নাকের ভিতর দিয়া সর্ব্বদা বুকের ভিতরের হাওয়া আসা যাওয়া করিতেছে—তাই বোধ হয় সে প্রাণের সব সংবাদ জানে।—মুখ কথা কয় নিজের—আর নাক বুঝি সেই মরমের ভাষাটিই গেয়ে যায়। জিভ কয় কথা—নাক গায় গান; কোন্‌টা মিষ্টি দিদি?”—

সাবিত্রী বিস্মিত পুলকে তাহার কথা শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—“ওরে আমার ভূতের রাণী—নাকীসুরের পেত্নি।—তোমার ও সুর তোমাতেই থাক্। আমি গান শুনিতে চাহি না।—মিষ্টি যতই মিষ্টি হোক দিন কত তাহা খাওয়া যায়। মাঝে মাঝে টক্ চাই।”

হাসিয়া বারি বলিল, “তা তোমার এখন কি চাই তাই বল না। দেখি যদি যোগাড় করিতে পারি।”

“চাই যে তুই একটু আমার সঙ্গে ঝগড়া কর।”

বারি বলিল,—“গায়ে পড়িয়া না কি?”

অলস ভঙ্গীতে দেওয়ালে গা হেলাইয়া সাবিত্রী বলিল,—

“আরে তাইত সাধ যায় বোন। কিন্তু করে কে? আহা হা থাকিত যদি সতীন তবেই না মনের সব সাধ মিটিত।”

সকলে তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল,—ললিতা বলিল, "সে সাধও হয় আপনার ?"

"খুব হয় রে খুব হয় ! কিন্তু বারিটা এমন নির্ব্বোধ যে কিছুতেই আমার বরকে বিবাহ করিতে চায় না।"

বারি হাসিয়া বলিল,—"তোর কালো কুৎসিত বরকে লোক বিবাহ করিবে কেন ?"

চোখ ভুরু নাচাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া সাবিত্রী বলিল,—"করিতেই হইবে। এখন ইচ্ছায় করিতিস ত ভাল ছিল, না হয় ত দেখিস একদিন জোর করিয়া মাথায় সিঁদুর দিয়া বিবাহ করিবে।"—

উচ্চ হাসিয়া বারি বলিল, "সত্যি নাকি ? তবে ত তুই আমার হবু সতীন। তবে গায় পড়িয়া ঝগড়াটা বাকী কেন থাকে, আগে হোক।" বলিয়া বারি সাবিত্রীর প্রসারিত ক্রোড়ে শুইয়া পড়িল। তখন সাবিত্রী তাহাকে আরও টানিয়া লইয়া বলিল,—"অহ্ হ—ঘুম পাইয়াছে, আমার খুকীর বড় ঘুম পাইয়াছে,"—পরে সুর করিয়া বলিল, "আব আব রে নিঁদা হামারা ঘর ; শুতল দুলালীয়া পালঙ্গা পর।"—

সে আরও কি বলিতেছিল—কিন্তু সবেগে বারি উঠিয়া বসিল ; বলিল, "ইহারই নাম বুঝি ঝগড়া ?"

সাবিত্রী বলিল, "নিশ্চয়। না হইলে তুই এত রাগিলি কেন ?"

রাত্রি অধিক হইয়াছিল,—মীরা বলিল, "বহু। তুমি যাও,

ভাইএর আসিবার সময় হইয়াছে।" ললিতা হাসিয়া বলিল, "সময় হইয়াছে ত আমার কি? তুমি উঠনা!"

মীরা বলিল, "তুমি আগে গিয়া জল ও আসন রাখ গিয়া আমি পরিবেশন করিব। আর হাঁ মাসীদের জন্য যে খাবারটা আমি তুলিয়া রাখিয়াছি তাহা এখনই আনিয়া দাও।"

সাবিত্রী বলিল, "আমাদের জন্য আবার কি খাবার করিয়াছ ললিতা? আমরা ত খাইয়াছি।—"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল,—"সেদিন ছোট মাসি যে সন্দেশ করিতে শিখাইয়াছেন তাহাই করিয়াছি,—ভাল হয় নাই, তবু আপনারা একটু খাইবেন না কি?"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"খাইব বৈ কি!—কি বলিস্ বারি?—কিন্তু—"

বারি বলিল,—"খাইবেই যদি তবে আর কিন্তু কি?—তবে হাঁ, বউ মা—এখন আর আমাদের প্রয়োজন নাই; কাল সকালে দিও।"—

ললিতা তাহাতে সম্মত হইল।

২০

তাহারা উঠিয়া গেলে সাবিত্রী শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিল। বারি দ্বারে অর্গল দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া তাহার পাশে আসিল। সাবিত্রী বলিল, "আমি আজ কি হইয়াছি তা জানিস্ বারি?"

বারি হাসিয়া বলিল—"না, তুমি আবার হইবে কি ?—"

স্বর ভারি করিয়া সাবিত্রী বলিল,—"বলিতেছ। কিন্তু দেখ দেখি বাহিরে কি বড় মেঘ ? বিজুলী জ্বলিতেছে ?"

বারি বলিল,"নিশ্চয়, মেঘের ডাক শুনিতে পাইতেছ না ?"

"কিন্তু কৈ মৌলসরীর গন্ধ ত পাইতেছি না ?"

বারি বলিল—"সে কি ? এখন দুয়ার দিলাম তাই, নতুবা এতক্ষণ ত ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল ! কেন বল দেখি—আজ এমন সুগন্ধের তলব করিতেছ ?"—

"প্রয়োজন ছিল,—বারি !"

"কেন ?"

"কাছে সরিয়া আয়—আরো আরো কাছে !"

তাহার ঘন আলিঙ্গনে বিরক্ত হইয়া বারি বলিল, 'দিদি, তোমার কি হইয়াছে বল না !"

মৃদু গদ্‌গদ ভাবে সাবিত্রী বলিল, "বারি ! আজ আমি তোর লাইকা—তুই আমার রাজকুমারী।" বলিয়া গান ধরিল,—

"আজু মাহ ভাদর, গরজত মেঘবর, মিলল শয়ন পর রাজকুমারী !"—সহসা তাহার গান থামিয়া গেল,—বারির শিথিল দেহ তাহার বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছে !—বিকলভাবে সাবিত্রী ডাকিল,—"বারি ! বারি ! ও ভাই, অমন করিলি কেন ?"

বারির স্বর রুদ্ধপ্রায়, সে ক্ষীণ হাসির সহিত বলিল—"কিছু না ভাই। কি জানি কেন বুকের ভিতর যেন সব চুপ হইয়া গিয়াছিল ! ভয় নাই।"

সাবিত্রী আর কিছু বলিল না, বুঝিল, কথা কহিতে বারির কষ্ট হইতেছে। কপাল ঘর্ম্মাক্ত,—আঁচল দিয়া মুছাইয়া সে তাহাকে বাতাস দিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে বারিই কথা কহিল,—"দিদি, তুই ভয় পাইয়াছিলি না?"

সাবিত্রী বলিল,—"হাঁ, কিন্তু তুই এখন থাম্, কথা কহিস্ না।"

বারি বলিল, "তবে তুই পাখা রাখ, শুইয়া পড়্।" সাবিত্রী নীরবে তাহার পাশে শুইল।

রাণীর অন্তঃপুরের সকল কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। গৃহপালিত কুকুর মাঝে মাঝে বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিতেছে। প্রবল ঝিল্লীরবের মিলিত একতানে বর্ষা রজনীর অকাল প্রগাঢ়তা সূচিত।

আপনার শীতল হস্তখানি বারির ললাটে রাখিয়া অতি মৃদুস্বরে সাবিত্রী ডাকিল—"বারি!"—

বারিও বুঝি এই ডাকটুকুরই অপেক্ষা করিতেছিল! সাদরে সাগ্রহে বলিল,—"কি বহিন্!"

বারি আর উত্তর পাইল না, কিন্তু মাথার উপর সাবিত্রীর শ্বাসকম্পিত ওষ্ঠ চিবুকের স্পর্শে অনুভব করিল। অন্ধকার ঘর, নীরব শয্যামধ্যে পরস্পরের মনোভাব দুজনেই বুঝিতেছিল। সংসার ত অভাবময়, কিন্তু সহসা কোথা হইতে কেমন করিয়া একটি কথা একটু আদর অথবা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখা দিয়া হৃদয়ের সকল ব্যথা সকল জ্বালা দূর করিয়া দেয়।

দুইজনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের হাতে হাতে একটি নিবিড় বেষ্টন, নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিশিতেছে। এম্‌নি করিয়া ধীরে ধীরে রাত্রি আরো গভীর হইয়া উঠিল। তখন সাবিত্রী প্রশ্ন করিল,—"বল্ বারি! হাসির ছলে আমি আজ তোকে কত কষ্ট দিয়াছি! বল্ তুই কি ভাবিতেছিস?"

বাহুতে ভর দিয়া বারি একটু উঁচু হইয়া বসিল। বলিল,—"কষ্ট! কৈ কি কষ্ট দিলে ভাই! কিছু না, বিশ্বাস কর দিদি, কিছু কষ্ট পাই না! আর কি ভাবিতেছি? সে কথাও কি বলিতে হইবে তোকে?"

সাবিত্রী বিস্ময়ে মুখ তুলিল—বারি কি বলিতেছে? তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে?—ধীর স্বরে বলিল, "কষ্ট পাস্ নাই ভাই? সত্য বল বারি!—আমি বড় ব্যথা পাইতেছি! তোর—"

বাধা দিয়া বারি বলিল—"তুমি কিছু ক্ষোভ করিও না দিদি!—বোধ হয় কষ্টে আমি তেমন হই নাই।"

ব্যগ্রভাবে সাবিত্রী বলিল,—"কষ্টে নয়! তবে কিসে? লাইকার নাম করিয়া ঠাট্টা করা অন্যায় জানিয়াও আমি তোকে সেই কথা বলিলাম—"

সাবিত্রী থামিয়া গেল,—এবং তৎক্ষণাৎ বারি বলিয়া উঠিল,—"অন্যায়! কে বলিল অন্যায়! সে নাম সে প্রসঙ্গ জীবনে আমি কবার শুনিয়াছি যে ঠাট্টা হোক্ তামাসা হোক্ তাহাতে কষ্ট পাইব? সুখে,—বড় আহ্লাদের আবেশেই

আমার দেহ অবশ হইয়াছিল দিদি! তুমি বুঝিবে না আজ আমার জীবনের অন্ধকারের মধ্যে যেন সূর্য্যালোকের স্বপ্ন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ করিতেছি!"

স্তম্ভিত ভাবে সাবিত্রী তাহার কথা শুনিতেছিল। হাত বাড়াইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া সে বলিল—"না, সত্যই বুঝিলাম না, এত সুখের কথাই বা কি হইল ইহাতে?"

বারি কিছুক্ষণ উত্তর করিল না,—পরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল,—"বুঝিবে না তাহা বুঝিয়াছি! কেহই বুঝে নাই! দিদি, কেন জানি না যে ওই নামটি শুধু—ওই নামটি মাত্র শুনিবার জন্য আমার প্রাণে কতখানি তৃষ্ণা জাগিয়া থাকে। কিছু জানি না,—স্বামী কেমন সে কথা ত বড় দূরের, দিনান্তে মাসান্তে কেহ একবার সে নামও করিত না! আমি যে কত কষ্টে ঘর ছাড়িয়াছি—তুই তাহা বোঝ দিদি!"

বারি চুপ করিল। স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে তাহার শ্বাসের দ্রুত শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। কিন্তু সাবিত্রী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"বারি! ভগিনি! তুই কি বলিতেছিস্ ভাই! কেন অমন সুরে কথা বলিস্ বল? আমার সহ্য হয় না—তোর কথা ভাবিলে আমার মন এত খারাপ হইয়া উঠে—তাই আমি ভাবিতে পারি না!"

তাহার হাত লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বারি বলিল,—"কেন দিদি! কেন ভাবিতে পারিবে না? ভাবিও!—আমার বড় ইচ্ছা

করে কেউ আমার কথা ভাবুক অর্থাৎ কাউকে আমি আমার সব কথা মন খুলিয়া বলি—প্রাণের কথা প্রাণে রাখিয়া আমার বুক যেন লোহার মত শক্ত হইয়া গেছে ভাই !”

এতক্ষণে বারি বুঝিল, সাবিত্রী কাঁদিতেছে, তাহার চোখের জল বড় বড় ফোঁটায় তাহার হাতে পড়িতে লাগিল। ঘন শ্বাসের পরিস্ফুট কাতরতা ঘরখানিকে যেন বেদনা পূর্ণ করিয়া দিল ! বারি তাহার রোদন দেখিয়া প্রথমত স্তম্ভিত হইয়াছিল,—তাহার পর বুঝিল যে করুণহৃদয়া রমণীর প্রাণে তাহার বেদনা যে সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অন্য মূর্ত্তি নাই, ভাষা নাই,—বিগলিত অশ্রুজলেই তাহার আকৃতি প্রতিফলিত—রোদনরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠগুঞ্জনেই তাহার একমাত্র বাক্য !

বারি নীরবে সাবিত্রীর অশ্রুজল উপভোগ করিতে লাগিল। সংসারে সে পিতামাতার একমাত্র স্নেহাধার ছিল,—তাহার কষ্টে ক্লান্তিতে সেবা করিবার শত শত সখী ও দাসী ছিল, কিন্তু হৃদয় দিয়া হৃদয় অনুভব করিবার লোক ছিল কি ? তাহার প্রাণের অশ্রু তাহার চোখে আসিবার পূর্ব্বেই অন্যের নয়নে তাহা প্রবাহিত হয়, এমন দিব্য বন্ধুতা সে আর কোথাও পাইয়াছে কি !

বারির রুদ্ধ অশ্রু নয়নকোণে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু হৃদয় তাহাকে অশ্রু বলিয়া স্বীকার করিতেছিল না ;—তাহা ব্যথা,—কিন্তু তখন প্রাণ যেন সাগ্রহে তাহাকেই বরণ করিয়া লইতেছিল। সে বুঝিল না যে, ইহা সুখ না দুঃখ।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিল। তাহার পর কখন বারির আকর্ষণে সাবিত্রী শয্যায় শুইয়াছিল ঠিক নাই—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুঝিল তাহার বাহুতে মাথা রাখিয়া সাবিত্রী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বারি আর নড়িল না,—নিজের হাতখানি তেম্‌নি এলায়িত করিয়াই অতি ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল।

২১

যখন বর্ষণক্লান্ত উষার মৃদু আলোক দ্বার ভেদ করিয়া গৃহ প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল সেই সময় বারির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সাবিত্রী তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল!—পাশের বটগাছে কোন কোন নীড়ে পাখীরা তখন জাগরিত হইয়াছে,—ময়না শিশু কিচিমিচি বাধাইবার উপক্রম করিতেছে,—কাকের বাসার আলস্যক্ষীণ কাকা শব্দও শোনা যায়। অনতিদূরে গ্রাম্যপথে দুই একটি পথিকের যাত্রাজনিত ব্যগ্রকণ্ঠ ও পদধ্বনি শুনিয়া বারি উঠিবার চেষ্টা করিল, নদীতীর জলপূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদিগের স্নানাদি অভ্যাস ছিল।

সে মৃদু মৃদু ডাকিতেছিল,—"দুর্গা দুর্গা! মাগো,—দুর্গতি-হারিণি!"—এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল!—"সাবিত্রী!—সাবিত্রী! এখনও ঘুমাইতেছ?"

একি! এ যে সন্ন্যাসিনীর স্বর! সাবিত্রীকে ঠেলিয়া দিয়া বারি উঠিয়া পড়িল। সানন্দে দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম

করিয়া বলিল,—"একি মা!—এত শীঘ্র?—এত শীঘ্র তুমি ফিরিলে?"

তিনি একটু হাসিলেন,—"হাঁ মা প্রয়োজন আছে! সাবিত্রী কৈ?"—

"এই যে।" বলিয়া সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন—

"যাও শীঘ্র প্রাতঃকৃত্য শেষ কর—আহারাদি করিয়াই তোমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে।" সাবিত্রী প্রশ্ন করিল,—"কোথায়? বারাণসী?"—

উত্তর হইল,—"না, পরে জানাইতেছি! এখন সত্বর রন্ধনাদির ব্যবস্থা কর।"

তাহাদের সহসা প্রস্থানের কথায় রাণী ঠাকুরাণী দুঃখিত হইলেন,—আর মীরা ললিতা দয়া লক্ষ্মী প্রভৃতি যুবতীরা মহা হুলুস্থুল বাধাইল! এত শীঘ্র লইয়া যাইবার যদি ইচ্ছা ছিল তবে কেন তিনি তাহাদিগকে এখানে আনিয়াছিলেন!—আবার ক'দিনে ফিরিবেন—ফিরিবার সময় তাহাদের বাটীতে ক'দিন থাকিবেন ইত্যাদি প্রশ্নে সন্ন্যাসিনীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সাবিত্রী বারিও যেন ম্লান হইয়া পড়িল।

দুই দিন পথে কাটিল। প্রথম প্রথম সাবিত্রী একটু উৎসুক ছিল, তাহার পর আর গন্তব্য স্থানের সম্বন্ধে সে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিত না। তাহারা ত চিরদিনই এমনি পথে পথে ঘুরিয়াই বেড়ায়—তাহাদের আবার স্থান অস্থান নাম ধামের প্রয়োজন কি?

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে তাহারা বসিয়াছিল। সন্ন্যাসিনী ঈষৎ চিন্তাক্লিষ্ট হাসির সহিত বলিলেন—"সাবিত্রী! আমরা কোথায় আসিলাম জান?"

হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "না মা! এ গ্রামের নাম ত আমি জানি না! দূরে যে ঐ বড় বড় বাড়ী দেখা যায়—উহা কি কোন নগর?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হাঁ, ওখানে একজন ধনবান্ সদাগর বাস করেন। আর ওই নগরেই এখন লাইকাও আছে! আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমাদের আনিতে গিয়াছিলাম।"

সাবিত্রী চমকিত উচ্চস্বরে বলিল—"লাইকা?—মা! সত্যই লাইকা!"

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ,"—

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল,—"আছেন ত এখনও?"

"হাঁ আছে। থাকিবে বলিয়াই ত দৌড়িয়া গিয়াছিলাম, নতুবা অন্য উপায় করিতাম। কিন্তু তোমরা ব্যস্ত হইও না, এইখানে কোথাও থাক, আমি দেখিয়া আসি সে আছে কি না!"

ব্যস্ত হইয়া সাবিত্রী বলিল, "তবে যে বলিলে নিশ্চয় আছে!"

"আছে বৈকি। তবু একবার দেখিয়া আসিব। তোমরা সাবধানে থাকিও।"

তিনি চলিয়া গেলে সাবিত্রী ডাকিল,—"বারি!"

বারি বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া ছিল।

তাহার উত্তর না পাইয়া সাবিত্রী নিকটে আসিল। আবার ডাকিল "বারি! বহিন্?"

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না, উত্তর না পাইয়া ভীত ভাবে সাবিত্রী তাহার হাত ধরিল, হাত অবশ শীতল! মাথায় কপালে দারুণ উত্তাপের সহিত দরদর ঘর্ম্ম ঝরিতেছে! একটু নাড়া পাইয়াই অবসন্ন ভাবে সে শুইয়া পড়িল!

একি হইল? কাতর কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল, "ও বারি! বারি!—একি করিলি দিদি? তুই এমন হইলি কেন?" পরে দেখিয়া দেখিয়া সে বুঝিল বারি মূর্চ্ছিত তখন তাহার লুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া ল য়া কাঁদিতে লাগিল।

২২

সন্ন্যাসিনীর ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইল না, - ততক্ষণে বারিরও চৈতন্য হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকাতরে সাবিত্রী বলিল, "ও মা! তুমি ত চলিয়া গেলে,—কিন্তু আমি যে তোমার বারিকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম!"—

বলিয়া বারির কথা সমস্ত বলিতে লাগিল।

শুনিয়া সন্ন্যাসিনীর মুখও বিষণ্ণ হইল,—ক্লান্তদেহা শায়িতা বারির মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"কেন মা! আজ এমন কাতর হইলে কেন? তোমাকে ত আমি চিরদিনই বলিষ্ঠা সহিষ্ণু স্ত্রীলোক বলিয়াই জানি!"

ধীরে ধীরে বারি বলিল, "জানি না ত মা! কেন এমন

হইল, তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় খুব বেশি চলিয়াছি—কিম্বা কি যে হইল !"—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই বারি নীরব হইল,—তখন সাবিত্রী আপন মনে বলিতে লাগিল,—"হইবে না কেন? শরীরের অপরাধ কি? সে কি কখন এত কষ্ট সহিয়াছিল? এমন খাইবার ক্লেশ—শুইবার ক্লেশ—এত পথশ্রম সহ্য করা কি এই দুর্ব্বল শরীরের কায ?"

ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"ভয় নাই, চিন্তিত হইও না; কিন্তু বারি ! কাল কি তুমি লাইকার কাছে যাইতে পারিবে ?"

বারি কিছু বলিল না,—তখন সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগি-লেন,—"তাহাকেও অসুস্থই দেখিলাম,—এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে আর সে লাইকা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না ! এদিকে বারির এই অবস্থা,—কি করিয়া যে দুজনকে একা রাখিয়া যাইব তাহাই ভাবিতেছি !"

বারির নিশ্বাসের শব্দ যেন থামিয়া গেল ! সাবিত্রী বলিল, "লাইকার আবার কি অসুখ হইয়াছে ?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন. "তাহা এমন বিশেষ কিছু নয়; বারি, তুমি ভাবিও না। যতদূত বুঝিয়াছি তাহাতে তাঁহার মানসিক বিপর্য্যায় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শরীরও সেই জন্য ভাঙ্গিয়াছে। খুব সম্ভব এতদিনে স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারের জন্য কিছু ব্যথা পাইতেছে, আমি ত তোমাদিগকে জানাইয়াছিলাম

যে সে কাহাকেও কষ্ট দিতে পারে না! সম্ভবতঃ এ দেশের এত নিকটে যখন আছে—তখন্‌ বারির মৃত্যুর জনরবটাও শুনিতে পারে!"

সাবিত্রী এইবার হাসিল,—বলিল, "তার্‌ পর? এখন কি করিতেছেন তিনি?"

"এখন ত তাহাকে সন্ন্যাসীর বেশেই দেখিলাম, কিন্তু আচার ব্যবহার ঠিক্‌ সন্ন্যাসীর মত নয়,—আহা সাবিত্রি! হাসিস্‌ না মা! দেখিলাম সেই বালকের মত সরল কোমল স্বভাবই আছে—কিন্তু সে আনন্দ উৎসাহ বা চঞ্চলতা নাই! পরের দুঃখে তেমনি কাতর—কিন্তু সে শক্তি বা সাহস নাই! সেই নব দেবদারুর মত সুন্দর শরীর এই যৌবনেই যেন জরাগ্রস্ত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। যে জন্যই হৌক্‌, যে অতিবড় পাষাণ,—লাইকাকে দেখিয়া তাহার চক্ষেও জল আসিবে!"

তখন তাড়াতাড়ি সাবিত্রী বলিয়া উঠিল,—"তাহা ত হইবে! কিন্তু বারি,—এখন হইতেই তুই চোখে জল আসাটা কিছু সম্বরণ কর দেখি! এই দেখ ত মা! তোমার সহিষ্ণু বারি কাঁদিয়া আমার কাপড় ভিজাইয়া দিল।"

সন্ন্যাসিনী সস্নেহে বারির হাত ধরিয়া বলিলেন,—"কাঁদিও না মা! তোমার কোন ভয় নাই, কোন আশঙ্কা নাই! তোমার এই কঠোর তপস্যার পুণ্যেই তোমার সকল অমঙ্গল দূর হইবে! কিন্তু এইবার আবার তোমায় শক্তির, সাহসের

পরিচয় দিবার দিন আসিয়াছে,—যে সাহসে একদিন তুমি রাজপুরী ছাড়িয়া স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলে, আজ আবার সেই বলে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কাতর স্বামীর অনুগামী হইতে হইবে!"

বারির নয়নের জল শুকাইয়াছিল।—তাহার চুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে সাবিত্রী বলিল, "আমিত সেই ভাবিয়া মরিতেছি যে তুমি কি বলিয়া বারিকে লাইকার নিকট লইয়া যাইবে ও কি বলিবে গিয়া—যে ওগো! এই লও তোমার স্ত্রী লও!"

সন্ন্যাসিনী হাসিলেন, বলিলেন, "পাগল! তাও কি হয়? সে সকল কথা পরে হইবে, এখন তুমি বারিকে কিছু খাওয়াইবার উপায় দেখ দেখি!"

সাবিত্রী বলিল,—"ঠিক্ বলিয়াছ! খানিকক্ষণ আগে একজন গোয়ালিনী অনেক দুধ দিয়া গেল,—তুমি বুঝি পাঠাইয়াছিলে?"

"হাঁ, আমি বুঝিয়াছিলাম যে বারি যেমন ক্লান্ত ও কাতর হইয়াছে, তাহাকে কিছু বলকারক খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন, তুমি উঠ সাবিত্রী, শীঘ্র সেই দুধ আনিয়া বারিকে দাও।"

সাবিত্রী উঠিয়া গেলে ধীরে ধীরে বারি বলিল, "তাঁহার কি কোন বেশি অসুখ দেখিলে মা?"

প্রসন্ন চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"না না,—অসুখ ত কিছুই দেখিলাম না! কেন তুমি উদ্বিগ্ন হও? পীড়া দেখিলাম

না, কিছু শরীর ভগ্ন ; সে দিব্য হাসিতেছে, কথা কহিতেছে—তবে বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় যে সে হাসিতে প্রাণ নাই, কথায় উদ্দীপনা নাই। তাহাতেই ভাবিলাম ইহা কোন গুপ্ত মানসিক ব্যথা !”

বারি আর কিছু বলিল না। সাবিত্রীর দত্ত দুগ্ধ পান করিয়া নীরবে শয়ন করিল। সাবিত্রী হাসিয়া বলিল—“হইয়াছে ভাল ! তুই লাইকার সেবা করিবি, না সেই তোর জ্বালায় মরিবে ! মা ! তুমি কেমন করিয়া বল যে কালই বারিকে লইয়া যাইবে—এখন একলা পড়িলে কি এ বাঁচিবে ?”

সন্ন্যাসিনী হাসিলেন। তাহার পর সকলে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিতেই সাবিত্রী দেখিল, সন্ন্যাসিনী তখনও ঘুমাইতেছেন, কিন্তু বারি উঠিয়া বসিয়া আছে। মুখখানিতে যথেষ্ট উদ্বেগের চিহ্ন, বৃক্ষকাণ্ডে ভর দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। সাবিত্রী যে চাহিল তাহা তাহার চক্ষে পড়িল না, দৃশ্যমান আকাশ বা বৃক্ষশিরেও যে তাহার হৃদয় যুক্ত এমনও বোধ হয় না !

তাহার চিন্তার গাঢ়তা ও বিষাদপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া সাবিত্রী অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল। আহা, কি আশা নিরাশায় তাহার হৃদয় এখন উদ্বেলিত ! কতখানি লজ্জা ও অনুরাগ এখন যুগপৎ তাহাকে পীড়িত করিতেছে ? চোখের কোলে কালি, মুখে স্পষ্ট বেদনার ক্লান্তি, তথাপি একটা

উৎকণ্ঠার, অধৈর্য্যের চাঞ্চল্যে তাহার সর্ব্ব শরীর যেন অধীর হইয়া আছে! একবার চকিতে সাবিত্রী ইহাও ভাবিল যে— যদি লাইকা ইহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়! সঙ্গে রাখিতে বিরক্ত হয়—তখন বারির চিত্ত—

কিন্তু এ কথাটাকে সে মনে স্থান দিতে পারিল না;— মনের ব্যথা চাপিয়া কৌতুক হাস্যে বলিল,—"ভাল ভাল! রাত্রিতে ঘুম হইয়াছিল? আর একটু পরেই ত সব মায়া কাটাইয়া বরের কাছে যাইবি,—এখন না হয় একবার এদিকে ফিরিয়াই ছাখ না ভাই!"

লজ্জিত ভাবে ফিরিয়া বারি বলিল,—"তাই বুঝি!' আমি ঘুম ভাঙ্গিয়া তোমায় নাড়িলাম তুমি উঠিলে না,—তখন আমি আর কি করিব? জান ত আমি খামোখা শুইয়া থাকিতে পারি না! উঠিলে কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ! যখন তুই 'লাইকা লাইকা' করিয়া নাম জপ করিতেছিলি!"

তাহার অঙ্গ পীড়ন করিয়া বারি বলিল,—"কি মিথ্যা কথাই বলিতে পার তুমি! নাম আবার জপ করিলাম কখন্?"

"জপিস নাই? সেই যে—"

আর বলা হইল না, সন্ন্যাসিনীও জাগরিতা হইলেন। দুর্গা স্মরণ করিয়া বলিলেন,—

"বারি, কেমন আছ বল দেখি? শরীরে এখন কোন গ্লানি আছে কি?"

মুখ নীচু করিয়া বারি বলিল, "বুঝিতে ত পারি না মা!"

অতি মৃদুকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল, "তা কেন বুঝিতে পারিবে?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"শীঘ্র স্নানে যাও, আমি আজ আর একবার লাইকাকে দেখিয়া আসিয়া তাহার পর তোমার ব্যবস্থা করিব।"

সাবিত্রী পূর্ব্বের ন্যায়ই বলিল—"কেন,আবার মুখ শুকাইল কেন? একটু বিলম্বও কি সহ্য হয় না?" সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দূরে বসিয়া ঝোলার ভিতর হইতে বস্ত্রাদি বাহির করিতে-ছিলেন,—তখন অতি মৃদু তর্জ্জন ভাবে বারি বলিল, "তোর কি সব সময়ই পরিহাস দিদি!"

অন্যের অশ্রাব্য স্বরে সাবিত্রী বলিল—"সময়? সময় আর কৈ ভাই? কতটুকু আর তুই আমার কাছে আছিস্? আর সত্য কথা বলি, পরিহাসেরই বা এমন দিন কটা মেলে বল্?"

বারি সাবিত্রীর পরিহাস এবং কথার ভিতরের গুপ্ত শিশিরকণার আভাস বুঝিল। সাবিত্রীর প্রতি চাহিতেই তাহার চক্ষুও বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আর কোন কথা হইল না, সন্ন্যাসিনীর দ্বিতীয় আদেশে দুই জনই নিকটের নির্ঝর জলে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

২৩

"শোন বারি !"

উহারা রাজপথের অনতিদূরে শ্যামল পত্রবহুল একটী গুল্মান্তরালে বসিয়াছিল, সন্ন্যাসিনীর আহ্বানে দুই জনেই তাঁহার নিকটে আসিল ! সাবিত্রী প্রশ্ন করিল, "কি দেখিলে মা ?"

হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ভালই দেখিলাম ! কিন্তু মা বারি ! এই বার তোমায় কিছু দিন পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে বোধ হয় !"

"ছদ্মবেশ ?" বারির চমকিত প্রশ্নের সহিত সাবিত্রীও বলিয়া উঠিল—"পুরুষের ছদ্মবেশ ?"—

"হাঁ পুরুষের ছদ্মবেশ ! আমি সাহস করিতে পারিলাম না, লাইকার নিকট তোমার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে ; মাত্র এই কথা বলিয়াছি যে একটী নিরাশ্রয় বালক আমার কাছে উপস্থিত, কিন্তু আমি রাখিতে পারিব না, আর ঠিক তোমার ন্যায় প্রকৃতি বলিয়া সে তোমারই সেবা করিতে চায়—অতএব তুমি তাহাকে সঙ্গে লও ! এ কথাতেও সে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহার পর,—আমাকে ভার মুক্ত করিবার জন্যই হোক অথবা যে কোন কারণে সে এখন সম্মত হইয়াছে !"

বারি বলিল, "আমার প্রকৃত পরিচয় দিতে সাহস কেন করিলে না মা ?"

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"সাহস করিলাম না কেন ?

তবে শোন বারি! লাইকাকে আমি বুঝিতে পারিলাম না এবার! সম্প্রতি তাহার হৃদয় যে কোন্ পথে চলিয়াছে তাহা আচরণে কিছুই বোঝা যায় না; যদি স্ত্রীলোকসঙ্গে লইতে অসম্মত হয়—কিম্বা—"

সন্ন্যাসিনী নিরব হইলেন। বারি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তবে তাঁহার অপ্রীতিজনক কায করিতে আমি যাইব কি মা?"

চিন্তাপূর্ণ চক্ষুদ্বয় তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"আমিও ও কথা ভাবিয়াছি মা। যদিই বা অপ্রিয় হয়, কিন্তু স্ত্রী-পরিত্যাগের তাহার কি অধিকার আছে? সে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী নয়,—কোন ব্রতধারীও নয়,—তবে পতিব্রতা পত্নীকে চিরজন্ম শোক-সাগরে ভাসাইবার প্রয়োজন কি তার? শুধু কোন মিথ্যা আশঙ্কায় সে রাজভবনে প্রবেশ করে না,—নতুবা তুমি ত বলিয়াছিলে যে,—সে তোমাকে আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু আমি যে এখন সহসা তোমাকে স্বমূর্ত্তিতে লইয়া যাইতে পারিতেছি না তাহার কারণ এই যে, যদি প্রথম হইতেই সে তোমার প্রতি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয় —সেই জন্য! এখন তুমি এই ভাবে তাহার কাছে থাক গিয়া, পরে তাহার স্বভাব, আচরণ ও মনোভাব বুঝিয়া আত্মপ্রকাশ করিও!"

বারি ভাবিতেছিল—সত্য! তাহার বাধাস্বরূপ বা কষ্টকর হইলেও হইতে পারি বটে। তাহাই সম্ভব। যদি তাই হয়?

তখন তাহার অন্তরের দ্বার সহজে মুক্ত করিয়া কে বলিল যেন—"যদি তাই হয়? তাহা হইলেই বা এত ভয় কি? এমন ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন যে বহিয়া চলিতে হইবেই এমন প্রতিজ্ঞাও ত নাই! ছি ছি! এখনও ভবিষ্যৎ চিন্তা?" কিন্তু সন্ন্যাসিনীর বাক্যাবসানে সাবিত্রী বলিল, "আর যদি দেখে, লাইকা যথার্থই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট—তবে?"

তখন বারি বলিল,—তখনকার কথা তখন দিদি! এখন মা যাহা বলিলেন তাহাই ভাল।" তাহার কথায় সন্ন্যাসিনী যেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "না মা! তাহা নহে—এ বিষয়ে তুমি এখনও ভাবিতে পার—বিবেচনা করিয়া যদি —"

বাধা দিয়া বারি বলিল, "বিবেচনা আর কি করিব মা আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই ভাল।"

সন্ন্যাসিনী বারির শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন—"ইহা তোমার মনোমত হইয়াছে ত? ভাল তোমরা ঐ ঝোপের কাছে থাক গিয়া; আমি তোমার ছদ্মবেশের সমস্ত আয়োজন লইয়া যাইতেছি।"

পথপার্শ্ব বহিয়া নামিয়া তাহারা সেই সমনিম্ন ভূমিখণ্ডে আসিয়া বসিল! অন্য পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝর জলধারা গড়াইয়া আসিয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছে; অন্যত্র অপেক্ষা সেইগুলি যেন অধিক তৃণসমাচ্ছন্ন—লতাগুল্মবহুলা বর্ষাপুষ্ট ঘনশ্যামকান্তি একটী প্রকাণ্ড জামগাছ

স্থানটী ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই তলে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে তাহারা আসিয়া বসিল।

বসিয়াই সাবিত্রী বলিল—"তাহার পর বারি! এইত—সাক্ষাতের শেষ! একটী কথা বলিব কি?"

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, "বটে, কিন্তু বারির মুখ ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতেছিল। সে অস্পষ্টভাবে বলিল—"কেন বলিবে না ভাই? তুমি—"

বারির স্বর রুদ্ধপ্রায়! তখন সাবিত্রী বলিল,—"পরে—পরে একটু খানি পরে রে বারি! আমার কাঁদিবার যথেষ্ট সময় আছে—প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব! কিন্তু একটী কথার উত্তর তুই সত্য বল্ দেখি—তুই এখন কি ভাবিতেছিস্? বল্ বারি! তোর মনে এখন কি হইতেছে?"

বারি স্থির ভাবে দূরের তৃণশিরে বায়ুর খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল—"বলিব দিদি! সংসারে একা তোকেই সে কথা বলিতে ইচ্ছা করে—জিজ্ঞাসা করিলি বলিয়া নয়—আমারই ইচ্ছা হইতেছিল যে যাইবার সময় একবার তোকে সব—আমার সব কথাগুলি বলিয়া যাই। কিন্তু বড় বেশি কথা যে ভাই! তোকে অনেক বলিয়াছি, তবু দেখিতেছি আজ—যেন সব কথাই বাকী আছে বলিতে! কতটুকু বলিব আর?—দিদি! ভাই! তবু যা বলিব আর যা না বলিব সবটুকু বুঝিয়া নিস্ আজ!"

বারি উঠিয়া সাবিত্রীর আসন-প্রস্তরে আসিয়া বসিল,—

ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে দুই জনের স্থান হয় না,—পরস্পরে জড়াইয়া যেন এক হইয়া বসিল !

তাহাদের মাথার উপর দিয়া জলপূর্ণ মেঘ খণ্ডে খণ্ডে ভাসিয়া যাইতেছিল,—বাতাসে সিক্ত বন-ভেষজের আরণ্য-পুষ্পের মিশ্র সুগন্ধ ! কচিৎ বহুজলভারাবনত মেঘস্তূপ বাত্যা-হত হইয়া স্তম্ভিত কাতর হৃদয়ের দুই এক বিন্দু জল তাহাদের মাথায় বর্ষণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু এ সকলে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না—নদীতলশায়ী শিলাখণ্ডের ন্যায় আবেগদৃঢ়তায় সাবিত্রী পাষাণের মত স্থির হইয়া বসিয়া থাকিল—আর সহসা বেগমুক্ত তুষারখণ্ডমিশ্র নির্ঝর ধারার ন্যায় বারির হৃদয়াবেগময় কণ্ঠস্বর—যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া—আহত করিয়া—চলিতে লাগিল !

বারি বলিতেছিল,—"আর একবার প্রশ্ন কর দিদি ! আমার মনে এখন কি হইতেছে একথা আর একবার বল ! জানি না আজ কেন আমার কথা বলিতে সাধ হইতেছে। আজ আমায় জিজ্ঞাসা কর একবার—কেন আমি পিতামাতার স্নেহ—রাজসংসারে সুখ-নিশ্চিন্ত নির্ভরতা—বিশ্বস্ত আশ্বাস—সকলই ত্যাগ করিয়া নারীজন্মের বিভীষিকার পথে আসিয়া—দাঁড়াইলাম ? আবার তোর এই মর্ম্মান্তিক স্নেহ—ইহাই ত্যাগ করিয়া এখন যে আমি কোথায় যাইতেছি তাহারই স্থির কি ? জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতে কেবল ইহা ভাবিতেছি যে আমার অদৃষ্ট এমন কেন ? মন আপন বশে চলে না কেন ? সুখ যদি হারাইয়াই থাকি তাহার জন্য এত হায় হায়ই বা কেন করি ?"

এইখানে বারি একটু থামিল,— কিন্তু সাবিত্রী কথা বলিল না। তখন আবার সে বলিতে লাগিল—"প্রাণ যেন অসহ্য হইয়াছিল দিদি! পৃথিবীতে কোথাও তাহার কোন আভাস দেখিতে না পাইয়া এই পৃথিবীই আমার পক্ষে কণ্টকসম হইয়া গিয়াছিল। তাই বড় কষ্টে দিদি, তোরা কেউ একটু বুঝিস্ কত কষ্টে আমি আসিয়াছিলাম। মরিতেই যখন হইবে তখন একবার শেষ চেষ্টা আত্মহত্যা-পাপের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

এইবার সাবিত্রী অতি অস্পষ্টভাবে বলিল—"চুপ"। বারি বলিল,—"না—শোন! আজ আমার বোধ হইতেছে যেন সব ফুরাইয়াছে!—আমার সব কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে,—বুঝি জীবনের শেষও দেখিতে পাইলাম দিদি! আর এ পথের মাঝে তোদের কাছে দাঁড়াইব না ভাই! আমার স্রোতের মুখে আর তুই ভাসিয়া উঠিস না স্নেহময়ী!—আমাকে লুকাইতে—দে একেবারে চির অন্ধকারে—আমি মুখ ঢাকিয়া ফেলি!—তার পূর্ব্বে দুটি কথা—তোকে, দিদি—কেবল তোকে—"

বারি আর বলিতে পারিল না,—সাবিত্রীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সাবিত্রী বুঝিল কার্য্য ভাল হয় নাই!—চোখের জল চোখে রাখিয়া ঈষৎ তর্জ্জন স্বরে বলিল—"ওকি রে বারি! কি বলিতেছিস্ তুই—পাগল হইবি নাকি? তুই কি ভাবিতেছিস লাইকা তোকে গ্রহণ করিবে না? কেন অত কথা বলিতেছিস্ বল

দেখি? আঃ বহিন আমার! তোর কষ্ট, এত কষ্ট! এ যদি বিফলে যায়—তবে ভগবান্—"

"হাঁ সর্ব্বাগ্রে এই কথাই স্মরণ করিও তোমরা—যে ভগবান, দয়াময়! নিজের কষ্ট বড় অধিক বলিয়া বোধ হইলে জগতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিও যে তোমার অপেক্ষাও দুঃখী লোক কত বেশী! তাহাদের তুলনায় নিজের সুখ স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিও, তাহা হইলে সংসারে আর কোন দুঃখ পাইবে না।"

সাবিত্রী ও বারি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনীরও চোখে জল—তিনি কি তাহাদের সব কথা শুনিয়াছেন?

২৪

সন্ন্যাসিনী স্বহস্তে বারিকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া দিলেন।—প্রথমত চুল কাটিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সাবিত্রী মহা-গোল বাধাইল! রাগিয়া—কাঁদিয়া—অনর্থক করিল—অবশেষে তিনি অতি যত্নে মাথায় কাপড় দিয়া চুপি চুপি বারিকে বলিলেন, —"আজ এই থাক, যদি প্রয়োজন বোধ কর—তোমার বস্ত্রের মধ্যে ছুরি দিয়াছি,—কাটিয়া ফেলিও!—"

তাহার পর তিনজনে পথে বাহির হইলেন। বারির মুখ বর্ষা-প্রভাতের মত ঘোর নীলিমাচ্ছন্ন, সন্ন্যাসিনী চিন্তাকুলা,—কিন্তু সাবিত্রী প্রসন্ন কটাক্ষে বারির প্রতি চাহিতে চাহিতে

চলিতে ছিল! অন্যান্য দিনের ন্যায় বারি তাহার পার্শ্বে আপনাকে ঢাকিয়া চলিতেছিল—গ্রাম সম্মুখীন দেখিয়া সাবিত্রী বলিল,— "একটু সাবধান হ বারি। আজ যে তুই পুরুষ!"—

বারির মুখে একটু হাসির আভাস দেখা গেল—সাবিত্রী একবার অলক্ষ্যে তাহার হাত ধরিয়া টিপিল!—গ্রাম পথে নূতন দৃশ্য—দুইধারে পথিপার্শ্বে প্রভাতের হাট বসিয়াছে। তখন অধিক জনতা নাই, একে একে লোক জমিতেছে, দূর গ্রামের ফল মূল বিক্রেত্রীরা বড় বড় ডালা মাথায় করিয়া আসিয়া সহ-যোগী বা সহযোগিনীর সহিত স্থান লইয়া কলহ করিতেছে—কেহ বা চট পাতিয়া শাক সব্জি সাজাইয়া বসিয়া আছে। পথ দিয়া রাখাল-বালকেরা গরু লইয়া যাইতেছে, তাহাদের মুখে কজরী গীত। ক্রমে হাটের পথ দিয়া বড় বাজারের ভিতর দিয়া তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসিনী দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল। ক্রীড়ানিরত বালক বালিকারাও দূরে সরিয়া গেল।

গ্রাম শেষ; দূরে একখানি গৃহস্থের আবাস গৃহ। প্রায় প্রত্যেক গৃহের পার্শ্বেই কঞ্চির বেড়া বাঁধা ভিটায় জনরার ক্ষেত,—সদ্যোজাত শস্য রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে উঁচু মাচা বাঁধিয়া এক এক টী বালক বসিয়া আছে। গ্রাম ছাড়াইয়া পার্ব্বত্য-নদীর পার্শ্ববর্ত্তী বক্রপথ বহিয়া তাহারা এক প্রাচীরবেষ্টিত প্রকাণ্ড দেবালয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারী সন্ন্যাসিনীগণকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আপনারা কি প্রবেশ করিবেন?"

প্রধান মন্দিরের আশে পাশে অনেক ছোট ছোট মন্দির—দুই ধারে বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান। সবে মাত্র প্রভাতী পূজার শেষে এখনও ঘোর রোলে ঘণ্টা বাজিতেছে।—তাহারা প্রথমতঃ গিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিল। দ্রুত চক্ষে সন্ন্যাসিনী একবার চারিদিকে চাহিলেন—লাইকা তথন নাই। তখন বিরলে একজনকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভৈরোজির ঘরে যে সাধু থাকেন, তিনি কোথায় ?" সে বলিল,—"কে, লাইকাজীর কথা বলিতেছেন ?" হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হাঁ"—

"তিনিত এইমাত্র এখানে ছিলেন,—এখনি উঠিয়া গেলেন, বোধ হয় মাঠে কি বাগানে কিম্বা কোথায় তাহা ঠিক বলিতে পারি না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "সাবিত্রী তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি তাহাকে দেখিয়া আসি—"

তিনি যাইতে উদ্যত, এমন সময় মাঠের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা অদ্য এইখানেই প্রসাদ পাইবেন—না অন্যত্র যাইবেন ?" তিনি সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "হাঁ প্রসাদই পাইতে ইচ্ছা করি,—কিন্তু মহাশয় ! লাইকা এখন কোথায় আছেন দেখিয়াছেন কি ?"

"হাঁ দেখিয়াছি বৈ কি ! তিনি ভৈরো মন্দিরের দুয়ারে আছেন, তাঁর শরীর কাল হইতে কিছু অসুস্থ তাই শুইয়া আছেন এখন।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তাহা আমি কালই শুনিয়াছি ;

তাহা হউক এস—সাবিত্রী তোমরাও এস!” বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। লোকটি বলিলেন—“মাতার সহিত কি তাহার পরিচয় আছে?”—

“হাঁ।” সাবিত্রী একবার বারির প্রতি চাহিল, কোন ভাবান্তর দেখা যায় না। লোকটি বলিলেন, “আপনারা কি স্নানও চান? তাহা হইলে চেষ্টা দেখি!”—সন্ন্যাসিনী বলিলেন, —“না, আমরা আজই যাইব—”

তখন তাঁহাদিগকে প্রণাম জানাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসিনী ফিরিয়া দেখিলেন, সাবিত্রী ও বারি তাঁহার অনেক পশ্চাতে!—বলিলেন,—“শীঘ্র চলিয়া এস তোমরা।” “যাই মা,” বলিয়া সাবিত্রী বলিল, “ভৈরোজির মন্দির কোন্‌টা?”

চলিতে চলিতে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, “এই যে সম্মুখেই! আর ওই যে পার্শ্বের দেয়ালে ভর দিয়া বসিয়া আছে—দেখিতেছ কি! ওই লাইকা!”

হর্ষোৎফুল্ল বিস্ময়ে সাবিত্রী বলিল—“কৈ? কৈ মা? লাইকাকে দেখিতে আমার ভারি ইচ্ছা করে! ঐ যে থামে মাথা দিয়া বসিয়া আছেন—উনিই কি?—”

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—“হ্যাঁ, কিন্তু সাবিত্রী অত ব্যস্ত হইতেছ কেন? এ ব্যগ্রতা বা অধৈর্য্যের সময় নয়—তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে নতুবা লোকে বা লাইকা সন্দেহ করিতে পারে!”

সাবিত্রী বুঝি সে কথা ভাল করিয়া শুনিল না, মুখ ফিরাইয়া

কম্পিত বিগলিত স্বরে ডাকিল—"বারি !" বারি অধোমুখী, মাথার পাগড়ীতে ক্ষুদ্র মুখখানি যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ব্যস্ত ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"ওকি সাবিত্রী। কি বল? সাবধান হও, চাঞ্চল্যের সময় নয় বুঝিতেছ না!"—তখন বারি অতি মৃদু স্বরে বলিল, "আমি এইখানেই থাকি না মা?"

"না—না, সে কি হয়? এস শীঘ্র চলিয়া এস।"

লাইকা তখন আকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কি ভাবিতেছিল,—তাহার চক্ষু প্রসন্ন কিন্তু যেন উদ্দেশ্যবিহীন। তাহার সমস্ত আকৃতি হইতে এমন একটা অকাতর অনভিলাষের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল যাহাতে অতি সাধারণ চক্ষুও বিস্মিত ও ব্যথিত হয়!

সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া সে প্রথমত চমকিত হইল, পরে মৃদু হাসিতে হাসিতে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"এই কি আপনার সেই শরণ?" বলিয়া বারির অতি নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "হঁ, এই সেই চিরদুঃখী বালক! কেন সরিয়া যাস্ বাছা! প্রণাম কর, ইনিই লাইকা!" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনীর স্বর যেন আর্দ্র হইয়া গেল,—পাছে বারি বা সাবিত্রী কোন অধীরতা প্রকাশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি স্তব্ধ হইলেন।

সত্যই বারি তখন সাবিত্রীকে এড়াইয়া অন্য একটি স্তম্ভের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের লজ্জাবিবর্ণতা শরীরের ভীতিচাঞ্চল্য লাইকাও দেখিয়াছিল—সে বিশেষ করিয়া

তাহাকেই দেখিতেছিল,—সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমার এই বালকটি বড় ভীরু, লাইকা তুমি"—

বাধা দিয়া স্নিগ্ধ হাসিমুখে লাইকা বলিল,—"তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু জননি! আমি যে আজ বড় আশ্চর্য্য হইলাম! অমন কোমল সুন্দর মুখ আমি জীবনে দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। এস শরণ! আমার কাছে ভয় পাইবার কি আছে ভাই?"

বলিয়া সে বারির নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিল। তখন অতি সন্তর্পণে তাহার স্পর্শ ছাড়াইয়া বারি তাহাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। লাইকা হাসিল।

সাবিত্রী প্রফুল্ল বদনে বারির এই বিপদ দেখিতেছিল—তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, লাইকা বলিল, "আর ইনি কে মা—বালিকা সন্ন্যাসিনী?—"

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,"ইহাকে আমার কন্যা বলিয়াই জানিবে, আমার ভগ্নীর মাতৃহীন কন্যা,বাল্যকাল হইতে আমার নিকটেই আছে!"

"উত্তম! কৌমার ব্রহ্মচারিণী?"—

একবার সাবিত্রীর প্রতি চাহিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "কতকটা তাই বটে,—বালবিধবা!"—সাবিত্রী মৃদু হাসিল!—কিন্তু মুখ তুলিবামাত্র যখন দেখিল লাইকার বিস্মিত করুণ চক্ষু তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রসর্পিত হইতেছে—তখন তাহার হাসি যেন ম্লান হইয়া গেল,—লজ্জিত হইয়া—দূরে বারির নিকট

আসিয়া দাঁড়াইল।—হাসিয়া লাইকা বলিল, "সন্তানকেও লজ্জা করিতেছ মা!"

২৫

বিদায়কালে সন্ন্যাসিনী বারি ও সাবিত্রীকে একটু নির্জ্জন আলাপের অবসর দিলেন। উদ্যানের এক নিভৃত অংশে মাধবী-লতার ঘন বেষ্টনের অন্তরালে আসিয়া বারি সাবিত্রীকে জড়াইয়া ধরিল!—"থাক্ দিদি—একটু চুপ করিয়া থাক্! আজ সমস্ত দিন আমি তোকে পাই নাই!" বলিয়া সে সবলে তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিল।

সাবিত্রীরও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল,—"না—আর আমার কোন আশঙ্কা নাই ভাই।—আজ আমার মনে হইতেছে যে তোর সকল বিপদ—আজিকার এই মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কার হইয়া গেছে!—কোন ভয় করিস্ না,—তোর কিছু ভয় নাই আর, এ তুই স্থির জানিস্ বারি!—লাইকা এমন? এমন সূর্য্যের মত উজ্জ্বল—চন্দ্রের মত শীতল—তাহাত জানিতাম না! আমি আজ সকালেও আশঙ্কা করিয়াছি যে না জানি তোর অদৃষ্টে কি আছে আরো—কিন্তু আর ত আমার সংশয় নাই ভাগনি!—"

বারি কোনও উত্তর দিল না,—সাবিত্রী আবার বলিল,—"সমস্ত দিনমানে তুই একবারো স্বামীর প্রতি চাহিস্ নাই! কেন এতটা লজ্জা করিতেছিস্? একবার দেখিস্ বারি! তোর এত

কষ্টের এত বেদনার কেমন সফলতা—তাহা আমার সম্মুখেই একবার অনুভব কর ভাই!—"

বারির বক্ষের আন্দোলন ঘন হইতেছে—তাহা সাবিত্রী বুঝিল, তাহাকে তৃণের উপর বসাইয়া বলিল,—"সর্ব্বদা এমন মন খারাপ করিয়া অধৈর্য্য হইলে চলিবে কেন বারি?—তুই ত এমন ছিলি না:—কি হইয়াছে কয় দিন তোর? কেন এমন করিস?" তাহার বক্ষের উপর সম্পূর্ণ ভাবে দেহভার রাখিয়া বারি বসিয়াছিল,—কথা শেষ হইলে মৃদু হাসিয়া বলিল, —"কি হইয়াছিল আমার? সে কথাটুকুই শোন্ দিদি!—আর আমি এমন অধীর হইব না—কখনো হই নাই সে কথাও সত্য, কিন্তু এখন কেন হইতাম তাহা আজ বুঝিয়াছি,—তোর বুকের ভিতর হইতে যখন আমার বুকের রক্তেরই ঠিক শব্দটুকুর—অবিকল ব্যথাটুকুর ধ্বনি শুনিতাম তখনই না আমার প্রাণের সব স্পন্দন ঐখানে কান দিত? দিদি আর তা কোথায় পাব? আর কেন তা হবে?"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"এই কথা? বটে! তোর ব্যথায় কেবল তোর কুড়ানো দিদির প্রাণেই বাজিত এ ভুল বিশ্বাসটুকু—"

"না না, ভুল বলিও না। আমাকে ভাল বাসিবার অনেক লোক আছে বটে—কিন্তু আমার সব সুখ সব দুঃখ ঠিক আমারই মত ভাবে অনুভব করে এমন ত কেউ ছিল না ভাই!—আজ যখন তুমি আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়াছ তখন আর

একবার আমার অন্তরকে ছুঁইয়া যাও দিদি—বুঝিয়া যাও তুমি আমার কি ছিলে !”

খানিকক্ষণ দুইজনেই নীরব থাকিল। বাহিরে বাদ্যমঞ্চ হইতে ইমনের প্রচণ্ড মধুর ধ্বনি চারিদিক্ ভরিয়া তুলিয়াছিল; বাতাসে বকুলের, রজনীগন্ধের সুমিষ্ট গন্ধ।

বারির শ্রান্ত অবসন্ন দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সাবিত্রী বলিল, “আমারও একটু শেষ কথা ছিল বারি! যদি তাহা বলিতে পারিতাম তবে বোধ হয় তোর কথার অপেক্ষা বড় বেশী অকরুণ হইত না! আমার জীবন—তারপর তুই; কিন্তু-কিন্তু ও বারি! আজ যে কিছুতেই আমার দুঃখ হয় না ভাই! তোর লাইকার কথা শুনিয়া আমার আর কোন ক্ষোভ নাই—কোন ব্যথা নাই!—বেশ! এমন কি, তোকে ছাড়িতে হইতেছে—এত বড় একটা ব্যথা, যাহা ভাবিয়া কাল রাত্রি পর্য্যন্ত আমি লাইকার উপর দ্বেষ করিয়াছি—আজ তাহাও আমার মনে নাই! তুই সুখী হইবি—নিশ্চয় সুখী হইবি, এই বিশ্বাসে আজ আমার মনে কোন আঁধারই দাঁড়াইতে পারিতেছে না! তোর ঐ শেষ আদরটুকু পাইয়া আমার কতখানি সুখ হইল কেবল সেইটুকুই তুই বুঝিস বারি—আমি আজ বড় সুখ লইয়া এখান হইতে চলিলাম—আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে এ বিশ্বাসও রাখি—আজ—বারি! আমার এ জন্মের সার্থকতা! তুই—”

বলিতে বলিতে সাবিত্রীর স্বর গদ্গদ হইল—সে সাদরে বারির ললাটে চুম্বন করিল। বারির চোখের জলে তাহার

বুকের কাপড় ভিজিতেছিল—মুছাইয়া দিয়া সে বলিল,—"না কান্না নয় আজ আর এ নয়!"

বারি বলিল—"একটা কথা দিদি!"

"বল, কিন্তু কাঁদিতে পাইবি না!"

বারি বলিল—"একটা প্রণাম লও,—কখনো ত লও নাই!"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল—"বটে, এই কথা? তা দে না ভাই!"—বলিয়া স্কন্ধদেশে চাপ দিয়া তাহার মাথা আনিয়া আপনার পায়ের নিকট সজোরে ঠুকিয়া দিল। বারি শশব্যস্তে ঘাড় তুলিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"গেলাম যে—করিস্ কি দিদি! এমনি করিয়া বুঝি কেউ প্রণাম করে?"

"করে, ঠিক এমনি করিয়াই প্রণাম করিতে হয়, কোথাও একটু ব্যথাই যদি না থাকিল তবে আর প্রণাম কি? কিন্তু সে সব ত হইল এখন দেখিয়াছিস্ কি? ঐ দেখ, মা আর লাইকা আসিতেছেন!"

"কোথায়?" বারি চমকিয়া উঠিল। সাবিত্রীর হাত টানিয়া বলিল—"সত্যই ত। দিদি চল ভাই! চল এখান হইতে। শীঘ্র চলিয়া আয়!"

"কেন রে ভয় কি?" সাবিত্রী এই কথা বলিল বটে, কিন্তু নিজের পলাইবার উদ্যোগেই ব্যস্ত ছিল। বারি বলিল, "তুই না হয় থাক্—আমি—"

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল,—"সে কি হয়? তুই যে ভাই পুরুষ সাজিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিস্—আমি পলাই, নতুবা—"

বারি বলিল—"না না, আমিও যাইব ভাই, তুই একটু থাম না দিদি!" তখন দুইজনেই মাধবীলতার অন্তরাল দিয়া পলাইল।

২৬

বারি অতিকষ্টে লাইকার সহিত দুটি একটী কথা বলিতে-ছিল। লাইকা সর্ব্বদাই তাহার যত্ন লইত, নানা প্রশ্নে তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত এবং যথোচিত উত্তর না পাইয়া—"শরণ! তোমার ভাবটী যেন ঠিক স্ত্রীলোকের মত!" বলিয়া উপহাস করিত; কিন্তু তখন শিহরিত দেহে বারি পলাইবার চেষ্টা করিলেও—তাহা পারিত না—একা সেই জনতায় বা নির্জ্জন উদ্যানে সে থাকিতে পারিত না; সে এই ক'দিনে বেশ বুঝিয়াছিল যে স্ত্রীলোকের প্রাণে পুরুষের জনতা কেমন ভীতি-প্রদ! স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত স্থানের নির্জ্জনতা কত আশঙ্কাময়! আপ-নাকে লুকাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সর্ব্বদা লাইকার সঙ্গেই ফিরিত। লাইকা যখন মন্দিরে, সে তখন দুয়ারে—লাইকা যখন অলিন্দে সে তখন স্তম্ভান্তরালে,—আবার স্বামী যখন বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তানিরত, তখন অতি গোপনে নীরব চরণক্ষেপে সে বৃক্ষান্তরের পল্লবাবরণে লুকাইয়া থাকিত।

সে জানিত লাইকা তাহা দেখে নাই—কিন্তু তাহা

নহে, সে বালকের এই সঙ্কোচ অথচ একান্ত নির্ভয় ভাব বিশেষ করিয়াই দেখিয়াছিল,—দেখিয়া আশ্চর্য্য, চিন্তিত এবং ব্যথিতও হইয়াছিল। সে ভাবিয়া পাইত না যে, এ কোন্ প্রকৃতির বালক,—তাহার নৈরাশ্যপ্রকাশক ম্লান চক্ষু, রক্তহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, মৃদুগতি চরণক্ষেপ,—লাইকাকে কাতর করিয়া তুলিত।—হায় দুঃখী—হায় অনাথ! তুই লাইকার এ দগ্ধ বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলি কেন? সে ভাবিত কিছুদিনে ইহার মনোভাব বুঝিয়া—কোন ধনবান্ বন্ধুর আশ্রয়ে রাখিয়া আসিব; অথবা বারাণসীতে গিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিব।

আরও তিন চারিদিন অতীত হইল। লাইকা উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য হইতেছিল। এ কি সেবাপরায়ণতা?—এ কি কোমল-শীলতা?—এ কি গোপন প্রকৃতি?—কখন কোথায় নীরবে সে কেবল তাহারই তৃপ্তির শান্তির আয়োজন করিয়া রাখিতেছে, তাহা লাইকা জানিত না। পরে সহসা তৃপ্তির সহিত যখন সে সেবা উপভোগ করিত তখন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত!—বালক ফুল তুলিতেছে দেখিয়া সে ভাবিত দেবতার জন্য। কিন্তু প্রভাতে উঠিয়া যখন নিজের উত্তরীয় খানিকেই সেই পুষ্পবাসিত দেখিত তখন বুঝিত যে তাহার পুষ্প সংগ্রহ কেন? লাইকা শিবপূজা করিতে ভালবাসে,—কিন্তু বালক আসিবার পর আর তাহাকে পূজার আয়োজনের জন্য ভাবিতে হয় না, সাজিতে বিল্বদলের রক্তোৎপলের অপূর্ব্বমাল্য দেখিয়া সে চমৎকৃত হইত! এমন দিব্য কারু বালক কোথায় শিখিল? ক্রমে আহারে শয্যায়

স্নানে উপবেশনে সর্ব্বত্রব্যাপী স্নেহ হস্তের আবেগ বিস্তারে লাইকা যেন সচকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কিছু বলিল না, পাছে বালক ব্যথা পায়, লজ্জা পায় এই ভয়ে সে বিনা প্রশ্নে বিনা বাধায় তাহার সমস্ত সেবা সাদরে গ্রহণ করিল। অধিক আদরেও সে ম্লান হয় দেখিয়া লাইকা তাহাকে নিজের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিল ;—সে যাহাতে সুখী হয় হউক্!

লাইকা মনে মনে হাসিত।—ঠিক্ কামিনী ফুলটীর মত স্পর্শ-অসহিষ্ণু কামিনী-প্রকৃতি বালকটী—এ কে ? ক্রমে বিস্ময় তাহার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া তাহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিত। ইহার পরিচয় কি ? এতদিন কোথায় ছিল ? কি ভাবে তাহার জীবন চলিতেছিল ?—কিন্তু পরম ধৈর্য্যের সহিত সে নীরবে থাকিল—বালককে কোন প্রশ্ন করিল না।

সে দিন সন্ধ্যায় মেঘের বিস্তৃত আয়োজন দেখিয়া পূজারীরা শীঘ্র শীঘ্র আরতি শেষ করিয়া গিয়াছে,—প্রধান মন্দিরে দুই চারিটী লোক থাকিলেও আর কোথাও কেহ নাই ; অতিদূরে ভোগমন্দিরের পার্শ্বে ধুনী জ্বালাইয়া দুইটী সন্ন্যাসী পরস্পরে বিষম তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত। এমন সময় লাইকা দেখিল অতি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কূপের তলা দিয়া মেদী ঝোপের পাশ হইয়া বারি মন্দি-রের এক পার্শ্বে বসিল।

পরিধেয় বসন সর্ব্বাঙ্গে এমন ভাবে জড়ান যে কেবল মুখ-খানি ও পাদুটি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। এই বালকের

বস্ত্র পরিধান প্রণালীও তাহাকে অনেক খানি আশ্চর্য্য করিত। সে ডাকিল, "কোথায় ছিলে শরণ ?"

বারি নিকটে আসিল—বলিল, "বাগানে ছিলাম।"

"বস।"—একটু দূরে কপাটের নিকট বারি বসিল। তাহার অঙ্গসঙ্কোচ ও মুখ লুকাইবার ভাব দেখিয়া লাইকা মনে মনে হাসিতেছিল তাহার সেই কৌতুকপূর্ণ মুখ ও স্থির দৃষ্টি বারি দেখে নাই—দেখিলে কি করিত বলা যায় না! অনেকক্ষণ দেখিয়া লাইকা তাহার হৃদয়ের কিছু আভাষ পাইল না,—যেন একটী মৌন বিষাদ—একটী অবিচল ধৈর্য্য। সে মুগ্ধ হইল। ডাকিল—"নিকটে এস—শরণ শুনিতেছ ?"

বারি আর একটু সরিয়া বসিল। লাইকা বলিল—"ওই বুঝি নিকট ? এইখানে এস !"

বারি সরিল না,—নত মুখখানি অন্ধকারে অস্পষ্ট হইলেও লাইকা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাসের শব্দ শুনিল। সে স্তব্ধ হইল,—না, এই বালক তাহাকে পরাস্ত করিয়াছে! কিসের এ বেদনা, কিসের এ নীরবতা—শিশু বয়সে কেন এমন মৌন প্রকৃতি ? আর এত চেষ্টা করিয়াও লাইকা তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। সে বুঝিল, হাসিতে বা সুখে এ দুঃখী চঞ্চল হইবে না, গভীর হৃদয়ের অগাধ বিষাদমাত্রই তাহাকে সচেতন করিতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে লাইকা যেন কাঁপিয়া উঠিল!—তাহার দুঃখ—তাহার নিজের হৃদয়ের বিষম ক্ষত যেন আহত হইল,—ওগো! সে যে অবাচ্য, অশ্রাব্য, অন্যের সহানুভূতির অতীত বেদনা!

দন্তে অধর দংশন করিয়া সে মুখ ফিরাইল ;—সম্মুখে ঘন পুঞ্জ মেঘরাশির স্বচ্ছ অবসর মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রের ম্লান জ্যোৎস্না মাঝে মাঝে সেইখানে আসিয়া পড়িতেছিল,—অনেকক্ষণ কোন কথা না শুনিয়া বারি একবার লাইকার প্রতি চাহিল। কিন্তু একি ? আজ এ কয়েকদিনের মধ্যে সে প্রথম দেখিল স্বামীর প্রশান্ত আকৃতি বিহ্বল, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল মুখ যেন মেঘে ঢাকিয়াছে ! কি হইল ? তিনি কি বারির প্রতি বিরক্ত হইলেন ? অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইলেন ?—সত্যই বিরক্ত হইবার কথা ত ! সে যে প্রতিবারই তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে ! আত্মবিস্মৃত হইয়া বারি তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। কিন্তু লাইকা ত আর কোন দিকে মুখ ফিরাইল না ? সুদূর আকাশ-প্রান্তে ধূমপুঞ্জবৎ মেঘশ্রেণী যেখানে বিদ্যুতের লোল অগ্নিজিহ্বা মেলিয়া শশিসনাথ নীলাকাশকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল সেইখানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ।

বারি কিছুই বুঝিল না ; তাহার স্থির বিশ্বাস হইল যে স্বামী আজ তাহার প্রতি বিরক্ত। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল—সে মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিতেছিল।

বাতাস বেগে বহিতে লাগিল ; সমস্ত আকাশ সজল মেঘে পূর্ণ ; চাঁদ একেবারে ঢাকিয়া গেল। স্বল্পবর্ষিত জলধারা চারিদিকে ছুটিতেছিল, লাইকা সরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে নিবিড় নীরবতা !—সেই কলনাদী বিহঙ্গকে নীরব দেখিয়া বারি অন্তরে অন্তরে তীক্ষ্ণশূলাঘাত বোধ করিতেছিল !

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল ;—বাতাসে মেঘ উড়াইয়া ফেলিয়াছে—নীলাকাশে আবার চাঁদে মেঘে লুকাচুরী খেলা সুরু হইয়াছে, দূরে কদম্বের ডালে সহসা পাপিয়া ডাকিল, "হো পিয়া! হো পিয়া!"

বারি চমকিত হইল ;—একি লাইকা হাসিল কেন? আবার পাখী ডাকিল—"পিয়া-পিয়া-পিয়া-হো!"—লাইকা তখন মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিয়াছে,—

"সো নহি জানত নহি সমঝে—কেতে কাতরী হাম কেতে কাতরী!"

এতক্ষণ দ্বারে মাথা দিয়া সে শুইয়াছিল, এবার বারি বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিল—এ কি সঙ্গীত! এই কি লাইকার সেই মোহিনী কণ্ঠধ্বনি? তাহার স্মরণ ছিল না—এত মধুর তাহার স্মরণ ছিল না!—এ কয় দিন তাহার ইচ্ছা হইত স্বামীর গীত শুনিতে—কিন্তু শুনিতে পায় নাই—আজ সহসা মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিতে লাগিল—

"আঁধিয়ারা রাতি পবন বহে মাতি,—
ঘন ঘন গরজত মেঘ,
বিয়াকুল চিত, বচন নহি মানত—
বাঢ়ত হৃদয় আবেগ ;—

বারি দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিল। লুকাইতে হইবে—এ ব্যাকুলতাও লুকাইতে হইবে। এতদিন যখন বচন মানিয়াছিস্, ওরে হৃদয়! আজকার দিনও মান্! এত বড়

কাতরতা দিয়া সে স্বামাকে আহত করিবে না! একি গান! কি গান! কেন লাইকা গাহিল? শরবিদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়—পলাইবার জন্য বারি উঠিল।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, চাঁদের দিকে মুখ অথচ অন্তর্নিবদ্ধদৃষ্টি লাইকার বদন চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে! চলিতে চলিতে আর বারির চরণ সরিল না, একি? যেন কোন গূঢ় বেদনায় লাইকার অধর স্ফুরিত, দেহ এলায়িত—বুকের উপর দুটি কর জোড় করিয়া সে গাহিতেছে—

"আজ্ ভয়কাতর ধরণী থর থর
আঁখিজলে মেঘ ভাসি যায়,—
এ ভব সাগরতর-পিয়াবৈমুখ জন
দুখ ভয় কৌন পতিয়ায়?
অব তুম একা মোর সাথী।
হে চির শরণ! আও আও মরণ!
পোহাবহ এ দুঃখ রাতি!"

বারি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল ইহা শুধু গীত নহে—মর্ম্মের গভীরতল হইতে এ মরণ কামনা উথলিয়া উঠিতেছে! এ অশ্রু কেবল আবেগের নয়, অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখে তাহা যেন হৃদয়ভেদী রক্তবিন্দুর অংশ লইয়া ঝরিতেছে। আর তাহার চলা হইল না। এ কিসের রোদন? বারির অবাধ্যতায় ত নহে। তবে কি ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া? এত সকাতরে? তাই সম্ভব! কিন্তু এত সকাতরে? এত কাতরে?

প্রভু দীনবন্ধু! তাহার স্বামীর সকল মনোব্যথা দূর কর! দুঃখিনীর একটী প্রার্থনা রাখ দয়াময়! ভাবিতে ভাবিতে সে স্তম্ভের অপর পার্শ্বে বসিল। লাইকা তখন গীত ছাড়িয়া অতি মৃদুভাবে সুর আলাপ করিতেছিল।

তখন ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না নামিয়া প্রাঙ্গণে চলিয়া গিয়াছে, — প্রবল ঝড়ের অবসানে চারিদিক নিস্তব্ধ—বিষম গ্রীষ্ম! কিন্তু বৃহৎ মন্দিরচূড়ায় আবৃতপ্রায় পূর্ব্বাকাশ হইতে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন শোনা যাইতেছিল।—লাইকা বলিল,—

"আবার জল আসিবে! এই দুর্য্যোগে কোথায় গেলে?"

লজ্জিত শঙ্কায় বারি এতটুকু হইয়া গেল,—বলিল, "কোথাও ত যাই নাই!"—

"আঃ শরণ, তুমি এখানে?—আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি বাগানে গিয়াছ?—তা ওখানে কেন? রাত্রি হইয়াছে—শয়ন করিবে না?—এদিকে এস।—

২৭

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাইকা বারিকে দেখিতে পাইল না। সে অতি প্রভাতেই শয্যাত্যাগ করে বটে, কিন্তু এখনও যে ভাল করিয়া আলোক উদয় হয় নাই—মেঘের ছায়ায় উষার আলোক বড় ম্লান,—গত রাত্রির প্রচুর বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় উষাচর পক্ষীরাও কুলায় লুকাইয়া আছে। এ বৃষ্টিকর্দ্দমের মধ্যে সে কোথায় গেল?

লাইকা যেন বিস্মিত ও কিছু বিরক্ত হইল। কি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ সে! অথবা কি গোপন রহস্য লইয়া সে এমন ভাবে জীবন সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে? আর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় ভগবান্ তাহাকে এই দীন দুর্ব্বল লাইকার নিকট যেন আনিয়া দিলেন? হয়ত কোন কথায় বা ব্যবহারে সে তাহাকে ব্যথিতই বা করে। এত দুঃখের উপর আবার ব্যথা! হায়!—

ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাতসারে লাইকা উদ্যানে চলিতেছিল। কতদূর আসিয়া দেখিল দূরে সরোবর সোপানে বারি দাঁড়াইয়া আছে—হাতে কতকগুলি সনাল পদ্ম। তাহাকে দেখিবামাত্র লাইকা অনুশোচনা করিল। আহা! সে তাহারই জন্য ফুল তুলিতে আসিয়াছে আর সে তাহার প্রতি অবিচার করিতেছিল।—কিন্তু আসিতেছে না কেন—ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে?—ধীর গতিতে লাইকা সরোবরের নিকটস্থ হইল, একটি বৃহৎ স্থলপদ্ম বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল সে কি করিতেছে।—

সে দাঁড়াইয়া আছে। দুই হস্তের বদ্ধমুষ্টিধৃত নয়নরঞ্জন ফুলগুলির প্রতি বিবশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কিন্তু কি দেখিতেছে? পুষ্প সৌন্দর্য্য দেখিয়া মানুষের বদনে যে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে তাহা ত ইহার মুখে একটুও নাই!—কম্পমান ওষ্ঠাধর ও স্ফীত-নয়ন দেখিয়া রোদনেরই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।—এ অবস্থায় সে ফুলে কি দেখিতেছে?—

কিন্তু এ সকল ঘটনা বুঝিতে লাইকার বিলম্ব হইল না।

নিজের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যরাশি কোন কিছুতে আহত নষ্ট বা পরিত্যক্ত হইলে ধরণীর রূপ গন্ধ বর্ণের প্রতি এমনি গভীর আসক্তিই জন্মে বটে! প্রতি সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনার প্রাণের বিনষ্ট বা ব্যথিত বস্তুর কথা এমনি করিয়া হৃদয়ের অবসন্নতা আনিয়া দেয়।—

লাইকার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল। হতভাগা বালক! এই তুচ্ছ লাইকা কি তোর কোন উপকার করিতে পারে? যদি পারে—আঃ বালক এমন স্বল্পভাষী কেন? তাহার মনোব্যথা কাহাকেও খুলিয়া বলে না কেন?—অথবা এই তরুণ বয়সে তাহার এমন কি গুপ্ত বেদনা থাকিতে পারে যাহা কাহাকেও বলা যায় না?—তখনই লাইকা অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে সরিয়া অতিদূরে এক প্রস্তরগ্রথিত বটবৃক্ষ তলে আসিয়া বসিল।

কতক্ষণ পরে বারি উঠিয়া আসিল, সরোবর তীরের পুষ্প-বনে ফুল তুলিয়া তাহার পর তেমনি চোখ নীচু করিয়া মৃদু-চরণক্ষেপে চলিয়া গেল। লাইকা একদৃষ্টে সকলই দেখিতে-ছিল; সব নূতন। এই অভিনব প্রকৃতির মানবটির প্রত্যেক কার্য্য অসাধারণ, তাহার আকৃতি—সর্ব্বাগ্রে এইখানেই অসাধা-রণত্বের চরম উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছে। হতবুদ্ধি লাইকা বারবার দেখিতেছিল, এই মেঘাবৃত করুণচ্ছটায় আলোক মাখিয়া বর্ষাবারিসিঞ্চিত বিকশিত পুষ্পরাশির মধ্য দিয়া যে বিনয়নম্র মুখখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—তাহা সৌন্দর্য্য হইতে

কোন অংশে অসুন্দর নয়। এতখানি রূপ যে এমন পথে লুটায়,—এত বড় আশ্চর্য্য কি সম্ভব ছিল? অন্ততঃ লাইকা ত তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাহার পর সেই বালকের দৃষ্টি-গতি, কার্য্য, বাক্য সকলই সাধারণ মানব-রীতির বিপরীত—অথচ নির্দ্দোষ। এমন কি তাহার বস্ত্রপরিধানভঙ্গীটিও সম্পূর্ণ নূতন। তাহার এই সদ্যোস্নাত আর্দ্রবস্ত্রবেষ্টিত মূর্ত্তি দেখিলে—ভাবিতেই লাইকা শিহরিয়া উঠিল। অসম্ভব! তাহা অসম্ভব! ছিঃ কেন এ জঘন্য চিন্তাকে সে মনে স্থান দেয়? সংসার-ত্যাগী দুঃখী বালক না জানি কত স্থানে আশ্রয় হারাইয়া তাহার নিকট দয়ার আশায় আসিয়াছে, আর সে নানা কল্পনায় তাহার চিন্তাকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে!—

নিজের চিন্তাকে ধিক্কার দিয়া লাইকা স্নান করিতে গেল। শুনিল একজন সন্ন্যাসী বলিতেছে—লাইকাজির চাকরের জন্য আর জল-পদ্ম পাইবার উপায় নাই, কখন ভোরে উঠিয়া সব তুলিয়া লইয়াছে!—

তখন আর একজন বলিল,—"কেন লইবে না। তুমি অমনি রাত্রি থাকিতে উঠিয়া জলে ভিজিয়া তুলিতে পার ত তুমিও পাইবে।"

লাইকা মনে মনে হাসিল,—"তাহার আবার চাকর?"

ফিরিয়া আসিয়া লাইকা বারিকে বলিল,—"শরণ! আজ প্রভাতে তুমি ভিজিয়াছিলে কেন? অসুখ হইতে পারে না কি হয়েছে?"—

স্বরে তিরস্কারের কোন আভাস নাই তবু বারি যেন চমকিত হইল,—ভীতিপূর্ণ চক্ষু যেন লাইকার মুখে তুলিতে গেল—কিন্তু উঠিল না!—একটু থামিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"আমি ইচ্ছা করিয়া যাই নাই। দুইদিন হইতে স্নান করি নাই—সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল,—তাই স্নান করিতে গিয়াছিলাম, পথে জল আসিল।"

তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত দৃষ্টি লাইকার চক্ষু এড়ায় নাই। তাহার ভয়ে লাইকা ব্যথা পাইল। অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল,—"জল আসিল ও তুমি মন্দিরে আসিলে না কেন?"

"স্নানে বড় বেলা হইত—আমি,—"

লাইকা হাসিল। 'এও কি একটা কথা নাকি? বেলা হইত ত কি? তাই বলিয়া—' তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিল—দেখিল অনতিদূরে মন্দিরদ্বারে এই দেবালয়ের কর্ত্তা—গোবিন্দনাথ আসিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া দূর হইতে হাত তুলিয়া বলিলেন—"প্রাতঃপ্রণাম লাইকাজি!"

"প্রণাম! আপনার সমস্তই কুশল ত?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল—এখন—" ইত্যাদি।

অতঃপর প্রভাতটুকু তাঁহার সঙ্গে শেষ করিয়া একটু অধিক বেলায় লাইকা যখন শিবপূজায় বসিল, তখন কিছু বিস্মিত হইল। অন্য দিনের ন্যায় আজ ফুলে বা মাল্যে সে নিপুণহস্তের পারিপাট্য নাই। সমস্তেতেই যেন অন্যমনস্কের চিহ্ন বর্ত্তমান।

বালক কি বিরক্ত হইয়াছে? আহা না! বিরক্ত নয়— লাইকার কথায় সে ব্যথা পাইয়াছে। অথবা কল্য হইতে তাহাকে যেমন অশান্তিপূর্ণ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে সে তাহার সেবা করিয়া যেটুকু তৃপ্তি বা শান্তি পাইতেছিল—আর তাহা পাইতেছে না। লাইকা ক্ষোভ লইয়াই পূজা শেষ করিল।

২৮

বেলা তিন প্রহরের পর একবার সজোরে বৃষ্টি নামিল; লাইকা তখন অন্যান্য কয়েকটী গ্রামস্থ লোকের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল। কিন্তু বালক কোথায়? এই জলের সময় সে কোথায় গেল? সন্ধান লইয়া জানিল যে সে এই মন্দিরের পশ্চাতে বসিয়া আছে।

অতি অল্পপরিসর গৃহভিত্তির এক অংশ,—তাহাতে কোনরূপে মাথা বাঁচাইয়া বারি বসিয়াছিল,—লাইকা আসিয়া বলিল—"এইখানে বসিয়া আছ? কেন শংণ! মানুষের কাছে তুমি থাকিতে ভালবাস না কেন?"

বারি উত্তর দিল না, সবিস্ময়ে লাইকা ভাবিল—যে জন সন্ন্যাসীর সঙ্গী, ভিক্ষাই যাহার জীবিকা—সে বালক এমন অভিমানী কেন?

অতি ক্ষুদ্র কথার বেগও এ সহ্য করিতে পারে না! কথার উত্তর নাই, কিন্তু শুধু মুখ সহসা এমন আরক্ত হইয়া উঠিল কেন? কিন্তু তখন লাইকা আর তাহাকে কিছু বলিল না,— গৃহ-মধ্যে আশ্রয় লইতে বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমাগত বৃষ্টি চলিতেছিল,—সন্ধ্যার পর লাইকা ভৈরব-মন্দিরের দুয়ারে আসিয়া দেখিল—সেখানে বড় জল আসিতেছে,—দ্বারের নিকট সঙ্কুচিত ভাবে বারিকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল, "এখানে যে আজ ভারী জলের ঝাপটা, বিছানা কোথায় হইবে?" বারি বলিল, "তাহাই ভাবিতেছিলাম।" "দুর্গামন্দিরের পাশের ঘরে আজ থাকিতে হইবে। ঘরে আমার মোটে ঘুম হয় না—কিন্তু কি করিব?" শুনিয়া বারি লাইকার শয্যা-বস্ত্রাদি তুলিয়া বলিল, "তবে আমি সেখানে যাই?"

হাসিয়া লাইকা বলিল—"এখনি? ভাল, যাও।"

আরতি, ভোগ শেষ হইয়া গেলে লাইকা আসিয়া দেখিল, বারি শুইয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া সে আজ তাহার অভ্যাসের বিপরীতে অর্থাৎ লাইকার শয়নের পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল! তাহার আগমন জানিতে পারিল না দেখিয়া—লাইকা নীরবে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত, তাহার হাতখানিকে হাতের মধ্যে লইয়া সস্নেহে বলিল, —"আজ এত শীঘ্র শয়ন করিয়াছ কেন? কোন অসুখ বোধ কর নাই ত?"

বারি চমকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু লাইকা তাহাতে বাধা দিল,—আর সে তাহার শয্যার এত নিকটে বসিয়াছিল যে উঠিতে হইলে প্রায় তাহার দেহে দেহ-স্পর্শ-সম্ভাবনা;—তখন সঙ্কুচিতভাবে বারি বলিল,—"আজ বড় শীত—তাই—"

হাসিয়া লাইকা বলিল,—"তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি! যখন তুমি স্নান করিয়া ফিরিতেছিলে তখনি আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল যে তোমার শরীর আজ অসুস্থ। কিন্তু সন্ধ্যা-তেও আহার করিয়াছ কেন?"

কম্বলাবরণের মধ্যে বারির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া লাইকা হাসিয়া বলিল,—"না ভয় পাইও না,সে খাদ্য তুমি আহার করিতে পার নাই তাহাও আমি দেখিয়াছি! কিন্তু এ ফাঁকিটুকু কেন শরণ! আমার কাছে যখন তুমি আছ,—তখন তোমার সকল দুঃখ সকল কথা আমায় লুকাইলে চলিবে কেন ভাই?"

বারি নিরুত্তর,—লাইকা তাহার উষ্ণ-ললাটে কর সঞ্চা-লন করিতে লাগিল। একবার বারি তাহাতে প্রতিবাদের ক্ষীণ প্রয়াস করিয়াছিল—কিন্তু লাইকা তাহা শুনিল না। বারির উপাধানে অশ্রুজলেরও চিহ্ন দেখা যায়—কিন্তু লাইকা সে প্রসঙ্গ করিল না। রাত্রি অধিক হইতেছিল—বারি বলিল—"আর থাক, আপনি শয়ন করুন!"

"করিতেছি—শরণ! তোমায় কয়েকটি প্রশ্ন করিব—উত্তর করিবে কি?—"

লাইকা তাহার এত সন্নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল যে তাহার জানুতে বারির মস্তক স্পর্শ করিল—এবং মুখ তুলিতেই বারি দেখিল স্বামীর চক্ষু প্রায় তাহার চক্ষুর উপরেই স্নেহবর্ষ-ণোন্মত্ত। তাহার শ্বাস প্রবল হইল—সে প্রাণের মধ্যে কি একটা ব্যথাপূর্ণ সুখানুভব করিল। লাইকা বলিতেছিল—"আমার

কাছে তোমার কোন আশঙ্কা নাই—কিছু ভয় নাই—একটি কথার উত্তর আমায় দাও !"

বারি স্থির হইয়াছিল—লাইকা বলিল—"কি কষ্টে সর্ব্বদা তুমি এমন কাতর হইয়া থাক ? কিসের অভাব তোমায় পীড়িত করে ? আমায় বলিতে কি তোমার কোন বাধা আছে ?" একটু থামিয়া বারি বলিল—"কিছু না ।"

"সুখী হইলাম ! বল শরণ! তোমার কি কষ্ট । আমায় সব বল ; যদিও আমি সামান্য তবু বড় ইচ্ছা করে যে তোমার এই নির্ব্বাক্ ব্যথাগুলি আমি দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলি ! এই বয়স তোমার, আর এত—না শরণ ! তাহা হইবে না ; এমন জীবনটীকে ব্যর্থ হইতে দিও না—তুমি ঠিক জানিও ভগবানের উদ্দেশ্য,—মানবজন্মের সার্থকতা—যে বিফল করিতে চায়—সেই তাঁহার ইচ্ছা—"বলিতে বলিতে লাইকার স্বর স্তম্ভিত হইল ! মাথার নিকট দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে বারি চাহিয়া দেখিল, স্বামী এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন—বিশাল নয়ন তরলতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সে দৃষ্টিতে অগাধ স্নেহ আর প্রশান্ত আত্মপ্রকাশ । পুলকিত অথচ লজ্জাতে ভাবে সে বালিশে মুখ চাপিবার চেষ্টা করিল । তাহাতেও লাইকা বাধা দিল—"না, আজ তাহা হইবে না । কেন তুমি আমায় এত সঙ্কোচ করিবে ? আমি তোমার নিকট কেবল প্রভুর সেবাই পাইব—বন্ধুর ভালবাসা পাইব না—এ ত আমার পক্ষে অসহ্য শরণ !" বারি উত্তর করিল না, কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া যেন নিজের মুক্তকটি

যত্নে লাইকার স্পর্শ বাঁচাইয়া আড়ষ্ট হইয়া ছিল—এবারে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া—মস্তক ও শরীরের অর্দ্ধাংশ প্রায় লাইকার পদতলে সমর্পণ করিল। তখন সযত্নে তাহাকে নিকটে লইয়া লাইকা বাহুতে ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত হইল।

কিছুক্ষণ পরে লাইকা বলিল—"তোমার পিতামাতা নাই—না?"—

বারি নীরব—লাইকা আবার বলিল, "বলিতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

বারি বলিল, "না"—

তখন কোমলমধুরস্বরে লাইকা বলিল—"তবে বল না ভাই!—সব কথাতেই নীরব কেন?"

বারি বলিল- "কি বলিব আজ্ঞা করুন।"

লাইকা উচ্চ হাসিল!—"আজ্ঞা করিব?—তুমি করজোড়ে—'ক্ষমা আজ্ঞা প্রভু!' বলিতে পারিবে ত?"—হাসিয়া হাসিয়া একটু স্থির হইয়া লাইকা বলিল—"সত্য বল না—তোমার কি কেহ নাই?"

"আছেন বৈকি! সকলেই আছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া লাইকা বলিল—"সকলেই আছেন? মানে কি? তোমার পিতামাতা আছেন?"

মৃদু অকম্পিত স্বরে বারি বলিল—"আছেন।" পূর্ণবিস্ময়ে লাইকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল—পরে বলিল,—"তবে তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ কেন?"

"আমার অদৃষ্ট!"

ইহার পর দুইজনেই নীরব থাকিল,—নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা এতক্ষণ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছিল—এইবার নিভিয়া গেল।—বাহিরে ভেক ও ঝিল্লির প্রবল শব্দ। অনতিদূরে কোন মন্দিরে কে গান ধরিয়াছে—"সীয়া সঙ্গ রামজী মিলন ভয়ো!"

এক সঙ্গে দুই জনেরই দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ মিলিল,—মৃদু হাসিয়া লাইকা বলিল,—"অদৃষ্ট?—সে কথা মিথ্যা নহে!—অদৃষ্টের বন্ধন কেহ ছেদন করিতে পারে না ইহা আমিও জানি।—নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ও অদৃষ্ট—এই দুইটির পরস্পরদ্বন্দ্বে আমার জীবনের কত কি যে বলি দিয়াছি—তাহা তোমায় কি বলিব বালক!—কিন্তু তবুও জানিও, চেষ্টা করিয়াছি,—চির-জীবনটা নিজের শান্তির জন্য—সুখের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছি!—ফল কি হইয়াছে তা জানি না—তবু কাহারও কষ্ট বা বেদনা দেখিলে তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয়!"

বারি চমকিয়া স্বামীর প্রতি চাহিল;—কিন্তু অন্ধকার, কিছু দেখা গেল না। লাইকা বলিল, "আজ কয় দিন তোমার ম্লান মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যদি কিছু বল—যদি আমার দ্বারা শান্তির কোন উপায় থাকে—অথবা—"

সহসা লাইকা থামিল।—একটা তীব্র বিদ্যুতালোকের

উজ্জলদীপ্তিতে দুই জনেই দুই জনার মুখ দেখিতে পাইল। বারির মুখে প্রশ্নসূচক আশঙ্কা—আর লাইকার চক্ষে অশ্রুময় করুণা!—বাহিরে গুরু গুরু মেঘ ডাকিল, তালের উচ্চ শিরে বাতাস বাজিতেছিল। দ্রুত কম্পিতহৃদয়াবেগের সহিত বারি বলিল,—"আর যদি আমি আপনার কাছে কোন অপরাধ করিয়া থাকি,—" বিস্ময়-ত্বরিত স্বরে লাইকা বলিল, "অপরাধ? আমার নিকট অপরাধ? তুমি হাসাইলে শরণ! আমার কাছে তুমি কোন অপরাধ কর নাই—বরং তোমার সেবা, ভক্তি আমায় আশ্চর্য্য করিয়াছে। আর ধর যদি কিছু অপরাধ কারতেই—"

বাধা দিয়া বারি বলিল,—"করিয়াছি—আমি আপনার নিকট বড় দোষ করিয়াছি জানিবেন! কিন্তু আমার যেন আশা হয়—আপনার নিকট তাহার ক্ষমাও—"

আর বলা হইল না, লাইকা বেশ বুঝিল কোন্ বন্যায় এ বাক্যরাশি ভাসিয়া গেল। বারির ধৃত হস্তখানি মুষ্টিমধ্যে পেষণ করিয়া লাইকা বলিল,—"আমি বুঝিতে পারিতেছি না তুমি কেন ও কথা বলিতেছ? কিন্তু জান কি তুমি? না! না, এই সামান্য কথা লইয়া এমন কষ্ট পাইও না শরণ! সত্যই ইহাতে আমার কষ্ট হইতেছে। সংসারে চাহিয়া দেখিলে কি দেখা যায় দেখিয়াছ কি? মানুষ কার্য্যশেষে কয়টাতে সাফল্য বা তৃপ্তি পায় বল দেখি? কত অনুশোচনা কত অতৃপ্তি কত পরিতাপ! জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তের নিকট

ক্ষমাপ্রার্থী—লক্ষ্য করিয়া দেখিও পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে অপরাধ করিতেছে—কিন্তু ইহার মধ্যে দণ্ডদাতা কে? যেখানে প্রত্যেকে ক্ষমাভিক্ষু, সেখানে কার অধিকার প্রবল তাহা কে বলিতে পারে?”

বারি বোধ হয় কথাটা বুঝিল না, বলিল, “আমার অপরাধ আপনি জানেন না,—” লাইকা হাসিয়া বলিল,—“জানিলে তোমায় দূর করিয়া দিতাম, এই ত তোমার বক্তব্য?—কিন্তু ওরে শিশু! তুইও জানিস্ না যে ক্ষমা নামক বস্তুটির সম্বন্ধে একটা পরিতৃপ্তিময় পূর্ণ মীমাংসা যদি আমি না পাইতাম তবে আমার নিজের জীবনেরই সমস্ত অপরাধ সমস্ত দণ্ড এই হতভাগ্য লাইকাকে—”

বলিতে বলিতে লাইকা একবার থামিল,—পরে আবার বলিতে লাগিল—“হাঁ, সে কথা যাক্—শোন শরণ! ক্ষমা নামটি আর যে কেহ যে ভাবে উচ্চারণ করুক না কেন, আমার নিকট উহার মূল্য অনেক!—আমি উহাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছি—এমন বোধ হয় অতি অল্প লোকেই করে—তাই এই কথা বলিতে গিয়া আমার অন্তর বিচলিত হইয়া উঠে। তুমি আর অনর্থক ক্ষমা ক্ষমা বলিও না—যদি কোন দোষ থাকেই, তোমার ভগবান্ তোমায় মার্জ্জনা করুন। আমার নিকট কেন ম্লান হও ভাই?”

বারি আর কথা বলিতে পারিল না; তাহার উদ্বিগ্ন নত হৃদয়ে লাইকার সঙ্গীত-মধুর কণ্ঠস্বর, পরিপূর্ণ ক্ষমায়—ভালবাসায়

বিগলিত কথাগুলি অপূর্ব্ব ধ্বনিতে বাজিতে লাগিল। এই দেবতা কি তাহারই স্বামী? জীবনের জন্মের এত বড় সার্থকতা কি সত্যই সে পাইয়াছে? দেবতা! অদৃষ্ট! ভগবান্ কেমন করিয়া—সমস্ত দেহের কতখানি লুটাইয়া সে তোমার চরণে প্রণাম করিবে প্রভু! এ কৃতার্থতা সে তোমায় কেমন করিয়া দান করিবে! আর স্বামী! তাঁহাকে সে কি দিতে পারে? এই অভিমানিনী আত্মপ্রেমগর্ব্বিতা নারী! হায় হায়! সে এত দিন কি ইহা বুঝিত? আজ তাহার সমস্ত দর্প, সকল গর্ব্ব চূর্ণীকৃত ধূলিমুষ্টি—এস হে চিরবাঞ্ছিত! আজ এই দগ্ধ অভিমানের চিতাভস্ম তোমার চরণে মাখাইয়া দিই—সদানন্দ ভোলানাথ! এই তোমার যোগ্য—এই তোমার একমাত্র উপযুক্ত পূজার উপাদান!

বারিকে নীরব দেখিয়া লাইকা আর কিছু বলে নাই;—অনেকক্ষণ মৌনের পর বলিল—"তোমার কি ঘুম পাইয়াছে?"

বারি বলিল—"না, কিন্তু প্রভু!"

লাইকা উচ্চ হাসিল! "প্রভু কিরে পাগল?—কে কার প্রভু—"

বারি সত্যই অন্যমনস্কে সে কথা উচ্চারণ করিয়াছিল,—লাইকার হাসিতে লজ্জিত হইয়া মুখ লুকাইল। তখন তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া হাসির সহিত গুঞ্জন স্বরে লাইকা বলিল—"একটি গান শুনিবি ভাই?—আমার বড় ইচ্ছা হইয়েছে একটু গান গাহিতে।"

কি জানি কেমন অপূর্ব্ব সুখাবেগে বারির শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরিয়া উঠিল!—সমস্ত দেহের গ্লানি ভুলিয়া সে পাশ ফিরিল—তাহার চরণে হাত রাখিবামাত্র পা টানিয়া লাইকা বলিল, "বটে! এই বুঝি। না তোকে আর আমি পারিব না!—কিন্তু শরণ। তুই ত আমাকে তোর কোন কথাই বলিলি না?"

হাসিয়া বারি বলিল,—"বলিব না কেন সব বলিব।" আবও হাসিয়া লাইকা বলিল—"কেবলই ফাঁকি, তুই বড় দুষ্ট!"

বারিব মস্তক লাইকার বক্ষ স্পর্শ করিয়াছিল,—লাইকা তাহাতে একটু চাপ দিল—বারিও তাহাতে ভর দিল,—উত্তরের প্রত্যাশায় লাইকা তাহার প্রতি চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়াছিল—প্রথমে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস—তাহার পরে বারি বলিল—"আজি আর পারিব না!—কাল—কাল আমার কথাটুকু বলিয়া শেষ করিব—নিশ্চয় কাল শেষ হইবে—হয় আমার—"

সে নীরব হইল—এবং লাইকা বিস্মিত হইল। এ বালক-চরিত্র সত্যই দুর্জ্জয়!—

তথাপি লাইকা সে দিন প্রফুল্ল হইল। এই বালকের ভাবে ভঙ্গিতে কথায় সে বড় কৌতুক বোধ করিত—আশ্চর্য্য হইত। সাধারণ লোকের অপেক্ষা সে যে অনেকখানি তাহার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে—তাহাও সে বুঝিয়াছিল। এ বালক আর তাহার বড় দূরের নয়—সহজ ত্যাজ্য নয়—উপেক্ষার নয়—ইহা

ভাবিতে লাইকা ব্যথা না পাইয়া এত সুখ বোধ করে কেন ? ইহা ভাবিয়াও সে আশ্চর্য্য হইয়াছিল ! তাই তাহাকে আজ কিছু প্রকাশিত ভাবে পাইয়া লাইকা বড় প্রফুল্ল হইল।

প্রভাতে উঠিয়া বলিল,—"তুমি আজ বাহিরে আসিও না,—বড় শীতল বাতাস।"—তাহার পর স্নানান্তে পুষ্প লইয়া পূজায় বসিয়া লাইকা আরাধ্য দেবতার নিকট বালকের কুশল প্রার্থনা করিল!—আজ তাহার প্রাণে অকারণে যে হর্ষ উজ্জ্বলতা সঞ্চিত হইয়াছে—হাঁ কতকটা অকারণ বৈকি—যদিও সংসারে কেহ কাহারও পর বা আপন নয়—নিজের স্বার্থের উপরই অনিষ্ট সম্বন্ধের বিচার নির্ভর করে—তবু এই সহসাগত তরুণ মানবটির হৃদয় লইয়া লাইকার এতখানি উৎকণ্ঠা ও তাহার কষ্টনিবৃত্তির আশায় এমন আনন্দোদ্বেগ তাহা অকারণ বৈকি!—তবু সে ভাবিয়া পাইল না কোন্ অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণে আজ কেবলই বালকের কাছে ছুটিতে যায়—শুধু শুধু তাহাকে দুটো কথা বলিয়া আসিতে চায়—তাহার লজ্জারুদ্ধকণ্ঠের একটু অস্পষ্ট স্বর শুনিতে চায় !

প্রভাতের কোমল আলোক দেখিয়া আজ লাইকা বড় প্রসন্ন হইল,—পুষ্পবনের স্নিগ্ধ সুগন্ধে সেদিন যেন অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিল। সরোবর জল বুঝি আজ তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্পর্শ করিল। আনন্দ! কারণহীন প্রসন্নতার স্বার্থগন্ধহীন স্নেহের জন্যে পরম প্রশান্তির নিরাবিল আনন্দ!—তাই আজি সে জীবনদেবতার চরণে সে সুখ নিবেদন করিয়া—তাঁহার

কারণস্বরূপ বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করিল।—প্রসাদী ফুল আনিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিল।

আহারাদির পর একবার লাইকা তাহার অন্বেষণ করিতেছিল,—কিন্তু একটু আশ্চর্য্য—আজ সে কেবলি লুকাইয়া বেঁড়াইতেছে কেন? তাহার স্বভাব বিরুদ্ধে—আজ সে কেবলি মানুষের সঙ্গে ঘুরিতেছে। এতক্ষণ দুর্গা-মন্দিরে লোক ছিল সেও বসিয়াছিল। আবার জনশূন্য দেখিয়া মন্দিরের ময়দাপেষাণীর নিকট বসিয়া তাহার প্রবল চীৎকার বা গীত শুনিতেছে! লাইকা যেন বিস্মিত হইল আবার একটু হাসিলও!—

সন্ধ্যার পর যথারীতি পূজান্তে আসিয়া সে দেখিল বালক অন্ধকারে আচ্ছন্নপ্রায় কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে; আস্তৃত শয্যায় লাইকা শুইয়া পড়িল!—তখন সেও উঠিয়া আপনার স্থানে আসিল। বিষম গ্রীষ্ম—ততোধিক বিষম এই মৌনতা।—কেন বালক আজ এত নীরব? কেন সে অন্য দিনের ন্যায় তাহার আগমনে সচকিত হইল না? তাহাকে গ্রীষ্মপীড়িত দেখিয়া তালবৃন্ত লইয়া ছুটিয়া আসিল না? এই নবজাত মনঃক্ষোভে লাইকা যেন কাতর হইয়া উঠিল।

রাত্রি গভীর হইতেছে—চারিদিক্ নিস্তব্ধ—বালির শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় সে নিদ্রিত!—একটি ক্ষুদ্র মেঘে লাইকার প্রাণ যেন আঁধার হইয়া গেল। হায় সে এই বালককে যতখানি আপনার ভাবিয়াছে—সে ত তাহা নহে!

রজনী দ্বিতীয় প্রহর! গ্রামের কোটাল মহা চীৎকারে

ঘোষণা করিল—"রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।" নিদ্রাভঙ্গে বারি দেখিল লাইকা ঘরে নাই!—বাহিরে ও কে শুইয়া? তিনিই কি? সচকিতে সে বাহিরে আসিল। মৃত্তিকায় বাহুতে মাথা দিয়া তিনিই ত—যেন কিছু অস্থির, নিদ্রাহীন! উদ্বিগ্নভাবে বারি বলিল, "মাটিতে কেন? বিছানা আনিয়া দিই?"

লাইকা বলিল—"কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ঘরে বড় গ্রীষ্ম তাই এখানে আসিয়াছি! তুমি ঘরে যাও।"—বারি সে কথায় উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। নিশ্বাস ফেলিয়া লাইকা ভাবিল, "কি সুদৃঢ় আচরণ এই বালকের কোনখানেই ইহার মধ্যে প্রবেশ দ্বার নাই! কিন্তু লাইকা কেন তাহার কথা ভাবিয়া এমন অস্থির হইতেছে? সামান্য একজন মৌনপ্রায় রহস্যময় বালকের চিন্তায় সেই বা এমন অধীর কেন? নাই বা পাইল তাহার পরিচয়—তাহাতে এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? নিজের হৃদয়ের অকারণ চাঞ্চল্যে লাইকা কিছু আশ্চর্য্য হইল—ভাবিল আর তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিবে না—সহজভাবে—সাধারণ মানুষের ন্যায় চলিতে হইবে।

বারি ফিরিলে লাইকা বলিল,—"আজ তুমি আছ কেমন বল দেখি? সন্ধ্যায় প্রশ্ন করিতে ভুলিয়াছিলাম।"

"আমি ত আজ বেশ ভালই আছি।"—বলিতে বলিতে বারি ঘরে গিয়া শয্যা আনিয়া লাইকার নিকট বিছাইল—এবং একখানি ব্যজনী আনিয়া নিকটে বসিয়া ব্যজন করিতে

লাগিল। অলিন্দের পার্শ্ব দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিতেছে—সম্মুখে আমলকীতরুর পাতা কাঁপাইয়া ঝিরি ঝিরি বাতাস আসিতেছে।

সহসা লাইকা বলিল,—"ভাল শরণ! তুমি আমার কাছে কতদিন থাকিবে?"

অতর্কিত প্রশ্ন। বারির হস্তের ব্যজনী শিথিল হইল—সে চমকিত আর্ত্তস্বরে বলিল,—"কতদিন থাকিব? কেন?—এ প্রশ্ন কেন আজ? এ প্রশ্নের অর্থ কি?"

লাইকা চাহিল। সত্যই ত এ প্রশ্ন কেন করিল সে?—চাহিয়া দেখিল বালকের মুখ বেদনায় মলিন হইয়া গিয়াছে! কণ্ঠস্বরের কাতরতাও লাইকাকে ব্যথিত করিল! বুঝিল তাহার প্রাণের গূঢ় অভিলাষ লুকাইতে গিয়া সে তাহাই প্রকাশ করিয়াছে।—আহা দুঃখি! তোর উপর রাগ কি করিতে পারা যায়।—তখন ব্যস্তভাবে ফিরিয়া লাইকা তাহার হাত ধরিল—বলিল—"ওকি শরণ! তুমি অন্য অর্থ করিলে যে? আমিত তাহা বলি নাই—আমি ভাবিয়াছিলাম এই যে, যদি আমার কাছে থাকিতে তোমার বিরক্তি বোধ হয়, তাহা আমায় জানাইবে কি না তাই।"

"বিরক্ত বোধ কেন হইবে?"—বারির এই কথায় লাইকা হাসিয়া বলিল—"কেন? বিরক্ত হইবার কি কিছু কারণ থাকিতে পারে না?"—বারি বলিল—"আমার থাকিতে পারে না নিশ্চয়—তবে আপনি—"

বারি থামিয়া গেল,—তখন অভিমান ভুলিয়া লাইকার হৃদয় আবার প্রফুল্ল হইতেছিল—সে সবিস্ময়ে বলিল—"আমার বিরক্তি? তাই বটে! তাই আজি দিনমান তোমার নিকট হইতে পলাইয়া বেড়াইয়াছি।"

লজ্জিত-আনন্দে বারি মুখ ফিরাইল। সে হাসি ও লাইকার চক্ষে বড় নূতন, বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল—সে বারির জানুর উপর মাথা রাখিয়া সস্পৃহ চক্ষে তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—

"সত্যই বিশ্বাস করিস ভাই—আমি তোমাকে বড়—বড় ভালবাসিয়াছি!"

হৃদয়ের স্পন্দনে বারির মাথা নীচু ও হাসি অদৃশ্য হইল। তখন লাইকা তাহার বক্র মুখখানি ধরিয়া ফিরাইবার চেষ্টায় ছিল—সে তাহাতে আরও আড়ষ্ট হইয়া উঠিল! হাতের পাখা পড়িয়া গেল। তাহার গণ্ডদেশে আদরের আঘাত দিয়া লাইকা বলিল,—"সব তাতেই ম্লান। একটু আদরও সহ্য হয় না! এত কোমলতা লইয়া তোকে কে পুরুষ করিয়াছিল তাই ভাবি!—আর শরণ! আমি অনুমান করি তুই যদি স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম লইতিস্—তবে কত রাজাধিরাজ তোর পায়ে লুটাইত।" বলিতে বলিতে উচ্চ হাসিল।

কিন্তু এ কথায় বারি হাসিল না। তখন লাইকা বলিল—"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য পিতামাতা তোকে ছাড়িয়া দিলেন কেন?—তোর মনে আছে কি? কাল আমার এ কথার উত্তর

দিতে চাহিয়াছিস্ তুই !—বলিবি কি সব কথা ?—ও কি ! মুখ ভার করিস্ কেন ? তবে থাক্ !"

একটু বিষণ্ণ হাসিয়া বারি বলিল—"কেন ? থাকিবে কেন ? আজই সব বলিব। কিন্তু আমি ভাবিতেছি আপনি আমার ছলনার কথা শুনিয়া কি বলিবেন ?"—

লাইকা বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিল। এ সেই অবিচলদৃষ্টি প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি। সে মাথা তুলিয়া বলিল—ছলনা ? ছলনা আবার কি ! কাকে ছলনা করিয়াছ তুমি ?"

"আপনাকেই।"

লাইকা উচ্চ হাসিল। আবার তাহার ক্রোড়ে মাথা দিয়া বলিল—"ওঃ সেই কথা ?—তা হোক, আমায় ছলনা করিলে কোন ক্ষতি নাই।— কিন্তু পিতা মাতাকে ছলনা করিয়া এস নাই ত ?"

বারি উত্তর করিল,—"তাহাও করিয়াছি।—নতুবা তাঁহারা আমায় ছাড়িতেন কি ?"

এবার লাইকা হাসি ছাড়িয়া বলিল,—তাহা ত অনেক দিনই বুঝিয়াছি।—কিন্তু কেন এ কাজ করিলে শরণ ?—এই বয়সে গৃহত্যাগ করিবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল ?"

"কি প্রয়োজন ছিল বলিব ?—এই আপনাকে ছলনা করিবার জন্যই কেবল—"

বারি থামিয়া গেল। তাহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল—সে দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিল। লাইকা তখন আর স্থির

থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিল,—কি আশ্চর্য্য!—এ বালক বলে কি?—তাহাকে ছলনা করিবার জন্ত?—ছলনা?—ছলনা মানে?—ছলনা? সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া সে সরিয়া গেল। দ্রুতকণ্ঠে বলিল—"ছলনা তুমি কাহাকে বল শরণ? বল, শীঘ্র বল তুমি কে? তুমি কি আমায় চেন? কৈ আমি ত তোমায় কোথাও দেখি নাই?"

বারি আর কোন কথা বলিল না,—আপনার বুকের কাপড় হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া লাইকার নিকট ফেলিয়া দিল। তাহার অশ্রুবিবর্ণ আকৃতির প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া সে তাহা তুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আজকার জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোকে লেখা পড়া যায় না!—অথচ বালককে ত্যাগ করিয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না—যদি সে পলায়ন করে? রুদ্ধ-স্বরে লাইকা বলিল—"আমি আলোকের নিকট যাইতেছি,—কিন্তু তুমি এইখানেই থাকিবে ত?" বারি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। লাইকা আবার বলিল—"যাইও না—মিনতি থাকিল।"

দেবালয়ের দ্বার সম্মুখে আলোক ক্ষীণ জ্যোতিতে জ্বলিতে-ছিল,—লাইকা আসিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। পার্শ্বের দুর্গা-দেবীর সেবক গঞ্জিকার কলিকা হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—স্থানটিও গঞ্জিকার গন্ধে পূর্ণ—লাইকা সে সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পত্রখানিতে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। ক্ষুদ্র সুন্দর পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তাক্ষরে লেখা,—

"আমি চরণে কি অপরাধ করিয়াছি তাই বলিব? আমি আপনাকে ছলনা করিয়াছি দেবতা!—কিন্তু আর এ পাপ আমার সহ্য হয় না।—আজ আমি সকল কথাই বলিব শুনুন। আমি আপনারই সেবা বঞ্চিতা পত্নী! আর কি লিখিব? সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।—ইতি"

বিশ্বজগতের অনুভূতি লাইকার নিকট শূণ্য হইয়া গিয়াছিল—সে আবার পত্রখানি পড়িল—আবার পড়িল!—তাহার পত্নী?—রাজকুমারি বারি?—এখানে? এত কষ্টে?—তাহারই জন্য?—বিশৃঙ্খল ভাবে এই কথাই তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ফিরিতেছিল।—তাহার বারি! তাহার জীবন, সর্ব্বস্ব—বাসনার আকাঙ্খা! সেই জীবনপ্রতিমা বারি?—লাইকা যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল!—

কতক্ষণে সম্বিত লাভ করিয়া সে কম্পিত পদে ফিরিয়া চলিল। বারি দূর হইতে স্বামীর মদিরামত্তের ন্যায় স্খলিত গতি দেখিতে পাইয়াছিল,—সে তত অধীরতার কারণ বুঝিল না। ভাবিল বুঝি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! লাইকা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, "আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না। আমি আপনার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কাজ করিতে চাই না।

লাইকার বোধ হয় সে কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল না—সে বিহ্বল চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়াছিল,—সে দৃষ্টিতে বারির মুখের সে ভাব দূর হইল—সে লজ্জারক্তিম ভাবে অধো-

বদন হইল। লাইকা বুঝি আর দাঁড়াইতে পারে না—ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বারির রচিত শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। বারি বুঝিতে পারিল না যে স্বামী এমন অস্থির হইলেন কেন,—কি একটা নিদারুণ আশঙ্কায় সে যেন স্তম্ভিত হইয়াছিল,—লাইকা পড়িয়া ছটফট করিতেছে, কিন্তু নিকটে যাইতেও সাহস নাই—এমন সময় শুষ্ক-কণ্ঠে লাইকা বলিল—"জল, একটু জল!"—বারির বুক ফাটিয়া চোখে জল আসিয়াছিল,—কেন তাহার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল? স্বামী কেন এত কাতর হইলেন? তখন সে দৌড়িয়া কমণ্ডলুর জল আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। জলপান করিয়া লাইকা যেন সুস্থ হইল। বারি নিঃশব্দে তাহার মাথায় বাতাস দিতেছিল।

কিছুকাল স্থির থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে লাইকা বলিল—"কাঁদিতেছ তুমি?—কিন্তু একটি কথা রাখ—আজিকার দিন আর কাঁদিও না! আজ তোমার চোখে জল দেখিলে আমি বাঁচিব না।"

বারি অশ্রুমার্জ্জনা করিল।—লাইকা এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিতে চাহিতে বলিল,—"কত কষ্ট দিয়াছি! এই অভাগার জন্য না জানি কত কষ্ট পাইয়াছ!—ওঃ সে কথা যে আমি ভাবিতেও পারি না!" বলিয়া একটু থামিল—পরে আবার ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—"তোমার কষ্টের তুলনা নাই জানি;—কিন্তু বিশ্বাস করিবে কি

আমিও বড় সুখে ছিলাম না! যতদিন তোমায় ছাড়িয়াছিলাম তখনও কষ্ট,—তার পর যখন শুনিলাম তোমায় হারাইয়াছি—ও হো!—আমার এ পাপ মুখে সে কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে?—কিন্তু সে সব কথা যদি তোমায় বলিতে পারিতাম—আমার সে সর্ব্বস্বহারা দিনগুলির ইতিহাস যদি তোমায় শোনাইতে পারিতাম—তবে বোধ হয় তুমিও আমায় ক্ষমা করিতে!”

বলিতে বলিতে হাত বাড়াইল—বারি বুঝিল স্বামী তাহার চরণ স্পর্শে উদ্যত।—সে সরিয়া যায়, লাইকা তাহার হাত ধরিল। বলিল—“কোথায় যাও? আমার কাছে এস, আরও কাছে এস!—তোমায় ভাল করিয়া দেখি আমি! জান না ত প্রাণাধিকে! কেবল তোমায় দেখিবার কামনাই আমার অন্তর ও বহির্দৃষ্টিতে সম্মুখের জগৎকে কত বিসদৃশ করিয়া দিত! আজ আমায় দেখিতে দাও!

বারি যেন জ্ঞান হারাইতেছিল,—সে বুঝিতেছিল না যে কি শুনিতেছে!—লাইকা হাত বাড়াইয়া তাহার শিরোবেষ্টনী খুলিয়া দিল,—ঘনকুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি তাহার পদ্মমুখখানি বেষ্টন করিতেছিল, জ্যোৎস্নার মোহময় আলোকে লাইকা তাহা দেখিতে লাগিল।

শেষ

রোহিতাশ্ব পর্ব্বতের নির্জ্জন উপত্যকায় দুইজনে বসিয়া ছিল। পদতলে রক্ত শ্বেত পুষ্পাবরণবিচিত্র শ্যামল শৈবাল সজ্জা,—সম্মুখে বর্ষাবারিপুষ্টা গিরিনদীর উপল-ক্রীড়া,—বাতাসে তাহারই ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে; মাথার উপর সদ্যো-মেঘবিমুক্ত কোমল নীলাকাশে প্রভাত সূর্য্য হাসিতেছে,—লাইকা ও বারি দুইজনে দুইজনের বাহুবেষ্টনে বসিয়া অন্তরে অন্তরালিঙ্গনের স্বর্গসুখানুভব করিতেছিল।

লাইকা ভাবিতেছিল—সূর্য্য জ্যোতির্ময় সুখ—প্রবাহিনী গতিময়ী সুখ,—বায়ু সঙ্গীতময় সুখ! আর বারি ভাবিতেছিল —এতখানি সুখের মধ্যে আজ যদি মরিতে পারি, তাহা হইলে না জানি তাহা কত সুখ!

নীরবে কতকক্ষণ তাহারা বসিয়াছিল—অবশেষে লাইকা সে মৌন ভঙ্গ করিল। পত্নীর রক্তপাণিপল্লব লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সে বলিল—"এখনও একটি কাজ বাকী আছে। আমায় একবার মহারাজার সহিত, তোমার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে!"

বারি হাসিল,—বলিল—"আমারই কি তাহা ইচ্ছা করে না? কিন্তু এ মুখ দেখাইব কি করিয়া?"

"এ মুখ? কেন? এ মুখে কি কোন মালিন্য আছে

প্রাণেশ্বরি !" বলিয়া সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া লাইকা আবার বলিল,—"তাঁহাদের শোক আমার সহ্য হয় না ! যদিও রাজপুরীতে বাস আমার অসহ্য তথাপি বৎসরশেষে একবার করিয়া তোমায় লইয়া সেখানে যাইতেই হইবে। কোন ভয় নাই—আমি সঙ্গে থাকিলে কেহ তোমায় কিছু বলিবে না।"

বারি একটু হাসিল ! আর সে হাসিতে সন্দেহহীন বাধা-হীন আনন্দের মধুর বিকাশ দেখিয়া লাইকাও হাসিয়া আবার তাহার মুখচুম্বন করিল।

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি"—"সাত-পেনি"-সংস্করণ প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু, সে সকলও পূর্ব্ব প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক— ভাল জিনিষের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে ; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এইরূপ সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চম সংস্করণ, 'অভাগী'র ৪র্থ সংস্করণ এবং বড়বাড়ী, অরক্ষণীয়ার তৃতীয় সংস্করণ ও অনেকগুলিরই ২য় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ নূতন সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ অপ্রকাশিতগুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রী করা হয় ; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে ভিঃ পিঃ ডাকে ।৶০ মূল্যে প্রেরিত হইবে। প্রকাশিতগুলি একত্রে লইতে হয়, বা পৃথক্ পৃথক্ সুবিধামত পত্র লিখিয়াও লইতে পারেন।

এই গ্রন্থমালায়

প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
২। ধর্ম্ম পাল (২য় সংস্করণ) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ
৩। পল্লী-সমাজ (৫ম সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সংস্করণ) শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ
৬। চন্দ্রনাথ (৩য় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ) শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত
৮। বড়বাড়ী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
৯। অরক্ষণীয়া (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১০। ময়ূখ—(২য় সংস্করণ) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ
১১। সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
১২। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৩। সোণার পদ্ম—(২য় সংস্করণ) শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ
১৪। নাইকা—(২য় সংস্করণ) শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী
১৫। আলেয়া—(২য় সংস্করণ) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
১৬। বেগম সমরু—(সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। নকল পাঞ্জাবী—(২য় সংস্করণ) শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু

১৮। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

১৯। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২০। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২১। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি, এ, বি এল্

২২। সুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্, এ

২৩। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

২৪। রসির ডায়ারী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

২৫। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

২৬। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২৭। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

২৮। নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ

২৯। নব-বর্ষের-স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী

৩০। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

৩১। হিসাব-নিকাশ—শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত. এম্, এ, বি, এল্

৩২। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৩৩। ইংরেজী কাব্য-কথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

৩৪। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৩৫। শয়তানের দান—(২য় সংস্করণ) শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

৩৬। ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৩৭। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই

৩৮। হরিশ ভাণ্ডারী—শ্রীজলধর সেন

৩৯। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত

৪০। পরিণাম—শ্রীঅমরদাস সরকার এম্ এ,

৪১। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪২। ভবানী—নিত্যকৃষ্ণ বসু

৪৩। অমিয়-উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা